ওঁ

সধবার সংযম

ছোটনাগপুরের অন্তর্গত একশত বিঘা-ভূমি-ব্যাপী
পুপুন্‌কী-অযাচক-ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রমের
প্রতিষ্ঠাতা

শ্রীমৎ স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস
প্রণীত

প্রথম সংস্করণ
ফাল্গুন, ১৩৪১

পুপুন্‌কী-অযাচক-ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রম
পোঃ চাশ, মানভূম

মূল্য আট আনা মাত্র,
মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রকাশক
শ্রীনকুলেশ্বর বিদ্যারত্ন
৩৬নং কৈলাস বসু ষ্ট্রীট
কলিকাতা

[দ্রষ্টব্য :—অন্ততঃ সিকি মূল্য অগ্রিম না পাঠাইলে ভিঃ পিঃ তে পুস্তক পাঠান অসুবিধাজনক। এক টাকার নীচে অর্ডার দিতে হইলে সম্পূর্ণ মূল্য অগ্রিম প্রেরণ কর্ত্তব্য।] পুস্তকের অর্ডার কলিকাতায় শ্রীযুক্ত নকুলেশ্বর বিদ্যারত্নের নিকট দেওয়াই সুবিধাজনক।

স্বামীজীর আশ্রমের পূর্ব্ববঙ্গের প্রতিনিধি :-
ব্রহ্মচারী শ্রীহরি
স্বরূপানন্দ-কুটীর
পোঃ ফেনী, নোয়াখালী

অপরাপর প্রাপ্তিস্থান :—
১। মহেশ লাইব্রেরী
১৯৫।২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
২। শ্রীমনোমোহন সাহা
২০নং রহমৎগঞ্জ, ঢাকা

নিবেদন

ঋষি-প্রবর্ত্তিত ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত পালনের নিয়ম-নিষ্ঠার কঠোরতার একটা দিক্ আছে এবং তাহার সার্থকতাও একটা আছে। এই কঠোরতার মধ্য দিয়া যাঁহারা ব্রতোপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া জীবন গঠন করিয়া থাকেন, ব্রত-পালনের একটা সময়ে তেমন পুরুষদের পক্ষে স্ত্রীমুখ দর্শন পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ রহিয়াছে। বলা প্রয়োজন, "সধবার সংযম" প্রণেতা শ্রীশ্রীমৎ স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব জীবনের একটা সময় এইরূপ কঠোরতা পালন করিয়াছিলেন। ভ্রান্তলোকে তখন তাঁহাকে "স্ত্রীভীত কাপুরুষ" এবং "নারী বিদ্বেষী হিংসুক" বলিয়া আখ্যা দিত। "সধবার সংযম" গ্রন্থে প্রকাশিত পত্রগুলি তাঁহারই লেখা।

প্রথম সময়ে শ্রীশ্রীমৎ স্বরূপানন্দ অবিবাহিত যুবক সমাজেরই আচার্য্যরূপে আবির্ভূত হইলেও তাঁহার পদপ্রান্তে উপদেশ লইয়া যাঁহারা আত্মগঠনপরায়ণ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের দারপরিগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাদের সহধর্ম্মিণীদিগকে তত্ত্বজ্ঞানোপদেশ এবং আত্মগঠনে প্রেরণা প্রদান আবশ্যক হইয়া পড়িল। সধবা নারীদিগকে কোন্ কল্পলোকের আলেখ্য দর্শন করাইয়া ইহমুখ স্থূললগ্ন চিত্তকে সত্য বস্তুর প্রতি, নিত্য বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট তিনি করিয়াছেন, এই গ্রন্থে তাহার আভাস মিলিবে। তাঁহার প্রিয়তমা ধর্ম্মকন্যাদের নিকটে তিনি সধবা-জীবনের প্রকৃত আদর্শ সম্বন্ধে ইঙ্গিত ও উপদেশ দিয়া বৎসরের পর বৎসর যে অজস্র প্রাণময়ী পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন, তাহার সকলগুলির অনুলিপি রক্ষা করা সম্ভব হয় নাই।

যে পত্রগুলি সরম-বিনম্রা পল্লীকুলবধূর অপ্রকাশ্য জীবনকে সমৃদ্ধ করিবার জন্য লিখিত, তাহা কখনও প্রকাশের আবশ্যকতা পড়িবে বলিয়া মনে করা হয় নাই। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে সধবা মহিলারা যেরূপ অত্যধিক সংখ্যায় শ্রীশ্রীমৎ স্বরূপানন্দের শ্রীপদাশ্রয় গ্রহণ করিতেছেন, তাহাতে তাঁহার অসামান্য কর্ম্মময় জীবনের সামান্য অবসরে প্রত্যেক উপদেশ-প্রার্থিনীর নিকটে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে লিপি প্রেরণ করিয়া আদর্শবাণী প্রচার বাহুতঃ সম্ভব নহে। এইজন্যই জনৈকা ধর্ম্মকন্যার অনুরোধে এই পত্রগুলি প্রকাশের সঙ্কল্প জাগরিত হয়। অল্প-সময়-মধ্যে সংগৃহীত মাত্র কয়েকখানা পত্র নিতান্ত ব্যক্তিগত অংশগুলি বাদ দিয়া এখানে প্রকাশিত হইল। আশা করা অনুচিত নহে যে, এই গ্রন্থ প্রকাশের দ্বারা বঙ্গমহিলাদের আভ্যন্তর জীবনগঠনের বিশেষ সহায়তা হইবে। ইহা বলিলেও অত্যুক্তি করা হইবে না যে, এই জাতীয় গ্রন্থ বঙ্গভাষায় ইহাই প্রথম।

এতদ্দেশে একটা চলিত সংস্কার আছে যে, পিতার ধন যেমন পুত্রে পায়, গুরুর তপস্যা তেমন শিষ্যে পায়। শ্রীশ্রীস্বরূপানন্দের মহিলা শিষ্যাদের সম্পর্কে এই কথাটা সত্য বলিয়াই প্রতিপাদিত হইয়াছে। বিবাহের পূর্ব্বে পিতামাতার আগ্রহাতিশয্যে যে কুমারী তাঁহার নিকট জীবনগঠনোপদেশ পাইয়াছেন, বিবাহিত হইবার পর স্বামীর উদ্দামগতি উচ্ছৃঙ্খল চিত্তবৃত্তিকে সুকৌশলে সংযমের দিকে টানিয়া আনিতে নিপুণতা তিনি দেখাইয়াছেন। বিবাহ মাত্রই যে সধবা নারী তাঁহার উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন, সুদীর্ঘকালব্যাপী দাম্পত্য জীবনেও তিনি স্বামীর সানন্দ সমর্থনের মধ্য দিয়া পূর্ণ সংযম রক্ষার কৃতিত্বই প্রদর্শন করিয়াছেন। দীর্ঘকালব্যাপী দাম্পত্য-জীবনের পশুলীলা অনুষ্ঠানের পর যাঁহারা তাঁহার প্রত্যক্ষ উপদেশের সংস্পর্শে আসিয়াছেন, নিমেষ-মধ্যে লালসার



শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস

দুর্ব্বার তরঙ্গাক্রোশ নিস্তব্ধ করিয়া দিবার সামর্থ্য তাঁহাদের ভিতরেও যথেষ্ট পরিমাণে দেখা গিয়াছে। পাশ্চাত্য ভোগবাদ যে সময়ে নারীনৃত্যের বিভীষিকা লইয়া রঙ্গমঞ্চে অবাধে আবির্ভূত হইতে কুণ্ঠিত নহে, ঠিক সেই সময়ে সংযমের এই অভিনব আন্দোলন অনেকের চিত্ততোষকর না হইতে পারে। কিন্তু, যাহা সত্য, তাহার জয় অবশ্যম্ভাবী। এশিয়ার রাজকবি হইতে আরম্ভ করিয়া মেছুয়া বাজারের সান্‌কীভোগের গ্রাহকেরা পর্য্যন্ত বেণু-বীণা, মুরজ-মন্দিরা সহযোগে পাশ্চাত্য বিলাসিতার আবরণহীন যৌন মধুরতার গুণগান করিয়া কচি মাথা চর্ব্বণের পথ প্রশস্ত করিতে পারেন, কিন্তু ভারতের জাতীয় প্রতিভা আপন সত্তা হারাইবে না। এই আশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়াই আমরা এই গ্রন্থ প্রকাশিত করিলাম। গ্রন্থ যদি সমাদৃত হয়, উত্তম ; যদি অনাদৃত হয়, তবে, তার জন্যও আমরা প্রস্তুত রহিলাম। কবীর সাহেব বলিয়াছেন,—

"সতীকো না মেলে ধোতি
গহ্‌স্তান্ পড়ে খাসা''

অর্থাৎ, "হায়রে! সতী রমণীর পরিধানেরই বস্ত্র মিলে না, অথচ, অসতী রমণী মূল্যবান্ বসন ভূষণে অঙ্গ আচ্ছাদিত করে!" ইতি,
পৌষ, ১৩৪১

নিবেদক—
শ্রীধীরব্রত ব্রহ্মচারী
শ্রীসরলানন্দ ব্রহ্মচারী

পুপুনকী অযাচক
ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রম
পোঃ চাশ, মানভূম

ওঁ

সধবার সংযম

প্রথম পত্র

জয় মা   চট্টগ্রাম

২০শে শ্রাবণ, ১৩৩৯

মাতৃপ্রতীকাস্বু :—

স্নেহের মা, তুমি তোমার স্বামীকে সংযমের ব্রতে সাহায্য করিতেছ শুনিয়া বড়ই সুখী হইলাম। ইহাই প্রকৃত সহধর্ম্মিণীর কাজ। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সহধর্ম্মিণীরা ইহাই করিয়া বরণীয়া হইয়াছেন। ইতিহাস তাঁহাদের দাম্পত্য জীবনের এই গোপন কঠোরতার বিষয় কীর্ত্তন করে না সত্য, কিন্তু, যে সব নারী-পুরুষের তুচ্ছাতিতুচ্ছ অঙ্গভঙ্গীটুকু কীর্ত্তন করিয়া ইতিহাস পবিত্রতা ও অমরত্ব লাভ করে, তেমন ক্ষণজন্মা মহাপুরুষেরা এইরূপ দম্পতীর ঘরেই অবতীর্ণ হইয়া জগদুদ্ধার করেন। চিত্তের দুর্ব্বলতা বশতঃ প্রবল ভোগ-পিপাসা জাগ্রত হইয়া মধ্যে মধ্যে যখন তোমার স্বামীকে তার পূর্ব্বসত্য ভুলাইয়া দেয়, তখন তুমি তাহাকে সংযম রক্ষা করিতে, সত্য রক্ষা করিতে, ব্রত রক্ষা করিতে ও বীর্য্য রক্ষা করিতে যে সজাগ সচেতন করিয়া দিতে পারিতেছ, বিলাসের স্রোতে ভাসিয়া না যাইয়া তুমি যে এই আবর্জ্জনার স্রোতের প্রবল আবেগকে থামাইয়া বাঞ্ছাকল্পতরু

শ্রীভগবানের দিকে ফিরাইয়া দিতে পারিতেছ, ইহা জানিয়া আনন্দে তোমাকে কোলে করিয়া নাচিতে ইচ্ছা করিতেছে। আমি জানি, এরূপ সংযমের শক্তি, আত্মদমনের শক্তি, প্রলোভন জয়ের শক্তি প্রত্যেক রমণীর আছে; কারণ, স্ত্রীজাতি মহাশক্তিরই অংশ-সম্ভূতা। আত্ম-বিস্মৃতা নারীজাতি আজ নিজের মহীয়সী শক্তির বিশালতা ও স্বকীয় মহিমার সমুন্নতি সম্বন্ধে অচেতন রহিয়া স্বামীর শ্রেয়ঃ সম্পাদনে এই শক্তির প্রয়োগ করিতেছে না, তাই শত কণ্ঠে "নরকের দ্বার" বলিয়া নিন্দিতা হইতেছে। তুমি তোমার আচরণের দ্বারা, দৃঢ়তার দ্বারা, তেজস্বিতার দ্বারা নিষ্কামতার দ্বারা প্রমাণিত করিয়াছ যে, নারী নরকের পথ নহে, স্বর্গেরই সিংহদুয়ার। এক বৎসরের মধ্যে একবারও তুমি তোমার স্বামীকে ভোগের কোনও সুযোগ প্রদান করিবে না, একবারও তোমার দেহটাকে অপবিত্র লালসার পরিতৃপ্তি সাধনের সহায়করূপে ব্যবহৃত হইতে দিবে না বলিয়া তোমার স্বামীর সংকল্পকে অহরহ দৃঢ়তর করিয়া তুলিতেছ জানিয়া আমার চিত্ত আনন্দে নৃত্য করিতেছে। মহাশক্তি স্বয়ং তুই, র'—র জীর্ণকুটীরে গৃহিনী সাজিয়া খেলা করিতে আসিয়াছিস্, তোর আবার অসাধ্য কোন্ কাজ? র—তোর এইসব দৃঢ়তার বিষয় লিখিয়া আমার নিকট বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছে যে, "সে দিনও যে ব্যক্তি সামান্যা রমণীর ন্যায় নিকৃষ্ট সুখ-ভোগের জন্য নিতান্ত বিহ্বলতা প্রকাশ করিয়াছে, আজ সে এ অসামান্য সামর্থ্য কোথায় লাভ করিল?" র—আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছে যে, সে দিন যে রমণী অনিচ্ছুক স্বামীকে নানা কৌশলে উত্তেজিত করিয়া জোর করিয়া রতিসুখ আদায় করিয়া লইয়াছে, সংযমেচ্ছুক স্বামীকে পরনারীতে অনুরক্ত বলিয়া অনুযোগ দিয়া যে রমণী চোখের জলে বান্ ডাকাইয়া হতবুদ্ধি স্বামীকে

রমণমোহে রত হইতে বাধ্য করিয়াছে, তার এই অত্যদ্ভুত পরিবর্ত্তন কোথা হইতে আসিল? আমি কিন্তু মা বিস্ময়াবিষ্ট হই নাই। সংসারকে বাঁধিবার জন্য মায়াময়ী তোরা; ইচ্ছা করিলেই আবার সকল বাঁধন খুলিয়া দিতে পারিস্। সেই শক্তি তোদের আছে, সেই কৌশল তোরা জানিস্। কারণ, তোরা জগন্মাতারই অংশ-স্বরূপিণী। আশীর্ব্বাদ করি মা, স্বামি-সোহাগিনী হইয়া সম্বৎসরব্যাপী সংযমব্রত অবহেলে উদ্‌যাপন করিয়া আমার আরও আনন্দ বর্দ্ধন কর্। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
তোর পাগল ছেলে
স্বরূপানন্দ

দ্বিতীয় পত্র

জয় মা

কালীঘাট
১০ বৈশাখ, ১৩৪০

স্নেহভাজিনীষু:—

"মা" বলিয়া তোমাদিগকে অনেকেই ডাকিয়াছেন। কিন্তু "মা" কিসে তোমরা হইতে পার, এই বিষয়ে তোমাদিগকে সচেতন কেহ করেন নাই। কেন করেন নাই? দৃষ্টি-দৈন্য বশতঃ নহে,—স্ত্রীজাতিতে যাঁহারা মাতৃভাবের তপস্যা করিয়াছেন, প্রধানতঃ তাঁহাদিগকে পুরুষ জাতির চরিত্র-সংস্কারেই ব্রতী থাকিতে হইয়াছে বলিয়া তাঁহারা তোমাদের দিকে দৃষ্টি দিতে অবসর পান নাই।

আমিও অবসর পাইয়াছি, এমন কথা বলিতে পারি না। আমি জোর করিয়া অবসর করিয়া লইয়াছি এবং লইতেছি। কারণ, তোমাদের মধ্যে যথার্থ "মা" জাগিয়া না উঠিলে, আমাদের পুত্র-জন্মলাভ বৃথা হইয়া যায়, মিথ্যা হইয়া যায়।

"মা"য়ের লক্ষণ কি? পবিত্রতাই তাঁর লক্ষণ। সকলের মুখ পানে তাকাইয়া আমি চিত্তে অপবিত্রতার আবেগ অনুভব করিতে পারি, কিন্তু মায়ের মুখ পানে তাকাইয়া তাহা পারি না। সমুদ্রের উদ্ধত তরঙ্গ যেমন বারিধি-বক্ষেই আস্ফালন করিতে করিতে ছোটে এবং সমুদ্র-তীরবর্ত্তী পর্ব্বতগাত্রে আসিয়া আছাড়িয়া পড়িয়া আপনি স্তব্ধ ও বিলীন হইয়া যায়, চিত্তের উদ্দাম বাসনা-নিচয় তেমনি সর্ব্বত্র নিজ উচ্ছৃঙ্খলতার পরিচয় দিয়াও মায়ের কাছে আসিতেই থমকিয়া দাঁড়ায়, লজ্জায় মাথা নত করে, মন্ত্রৌষধি দ্বারা বশীকৃত ভুজঙ্গের ন্যায় উদ্যত ফণা গুটাইয়া নেয় এবং অন্ধকারে আত্মগোপন করে।

শুধু মুখে 'মা' ডাকিয়াই আমি তৃপ্ত হইব না, তোমাদিগকে এইরূপ মাতৃময়ী আমি দেখিতে চাহি। লম্পট পশু ঐ মুখের পানে তাকাইতেই সন্তান-ভাবের আবেশে বিহ্বল হইয়া যাইতে বাধ্য হয়, এমন পবিত্রতার প্রতিভা তোমাদের চোখের কোণে ঝলসিত দেখিতে চাই। 'মা'-নাম তোমাদের সার্থক হউক, ইহাই আমার কাম্য।

এই জন্যই আমি সংযমের আন্দোলনকে তোমাদের মধ্যেও বিসর্পিত করিতে প্রয়াসী হইয়াছি। মায়েদের মধ্য হইতেই কেহ কেহ এই আন্দোলনের মধ্যে ঝাঁপাইয়া না পড়া পর্য্যন্ত অযোগ্য হইয়াও আমাকেই পুরোবর্ত্তী থাকিতে হইবে, সন্দেহ নাই। আমার কাজ আমি করিয়া যাইব, ফলাফল পরমাত্মার দায়িত্বে।

তোমাদিগকে যে সংযত হইতে বলি, ইন্দ্রিয়-সুখের লালসা পরিত্যাগ

করিয়া অতীন্দ্রিয় সুখের জন্য ব্যাকুল হইতে বলি, তার মধ্যে আমার একটা প্রসুপ্ত স্বার্থও আছে। এই দেহ পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় দেহ লইয়া আসিব। তখন আমি যার তার গর্ভে জন্মিতে চাহি না। কত মহাত্মা শুধু বিশুদ্ধ জঠর পাইলেন না বলিয়া পুনরায় তনু ধারণ করিলেন না, তাহা তোমরা জান না। জানিলে, কাণা, খোঁড়া, অন্ধ, আতুর গুলিকে, মন্দবুদ্ধি, দুর্ম্মেধা, কুরুচিসম্পন্ন পশুগুলিকে গর্ভে ধারণ করিবার জন্য এত ব্যাকুলতা প্রকাশ না করিয়া সংযমের দ্বারা নিজেদিগকে পুণ্যময়ী করিয়া লইতে। পুণ্যময় জঠরেই পুণ্যাত্মারা আবির্ভূত হইতে ভালবাসেন।

উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে জাগাও, সত্য-সঙ্কল্পকে চেতনা দাও, সংযমের মধু আহরণে উদ্‌বুদ্ধা হও। একাকী নহে, স্বামি-সহকারেই এই ব্রত তোমাদিগকে উদ্‌যাপিত করিতে হইবে। মীরা বাঈএর দৃষ্টান্ত বিরল। প্রতিগৃহে সংযমের আদর্শ সতী-শিরোমণি সীতা। বহু সন্তান তোমার প্রকৃত মাতৃত্বের পরিচায়ক নহে। যোগ্য সন্তান একটী হইলেই তোমারও উদ্ধার হইবে, জগতেরও উদ্ধার হইবে। আশীষ্ জানিও ইতি।

শুভাশীঃ

স্বরূপানন্দ



তৃতীয় পত্র

জয় মা

ধানবাদ
১৪ বৈশাখ, ১৩৪০

পরমকল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা, * * * অধমা নারী স্বামীকে মনে করে ভোগের সাথী, উত্তমা নারী স্বামীকে মনে করে তপস্তার সঙ্গী, মধ্যমা নারী কখনো ভোগ-পথে, কখনো সাধন-পথে স্বামীর সহকারিণী। জগতে অধমা নারীরই সংখ্যা অধিক, মধ্যমা নারী অত্যল্প, উত্তমা নারী প্রায় বিরল। এই জন্যই অনেক শাস্ত্রকার নারী-নিন্দা করিতে প্রলুব্ধ হইয়াছেন।

শাস্ত্রকারদের সেই নিন্দা-বাণীর প্রত্যুত্তর দিবার জন্য নারীদের পক্ষ হইতে যাঁহারা কোমর কাছিতেছেন, দুঃখের বিষয়, তাঁহারা অধমা নারীকে উত্তমা নারীতে পরিণত করিতে প্রয়াসী হন নাই, জঘন্য গালির বিনিময়ে জঘন্যতর গালিই বর্ষণ করিতেছেন। বলা আবশ্যক, ইহা দ্বারা লাভ কিছু হইবে না।

নারী মাত্রকেই আজ উত্তমা নারী হইবার সাধনায় নামিতে হইবে। ইতর ভোগ-সুখের প্রতি একান্ত লোলুপ দৃষ্টিকে সংযত করিয়া পরমসুখ লাভের জন্য ব্যাকুলা ও অধ্যবসায়-পরায়ণা হইতে হইবে। ইহাই হইবে, নারী-নিন্দক শাস্ত্রকারগণের প্রতি উপযুক্ত উত্তর।

জাগাও তোমার অন্তর্নিহিতা মঙ্গলমুখিনী শক্তিকে। তোমার ভিতরে রিপু-জয়ের সামর্থ্য আছে, লালসা-দমনের ক্ষমতা আছে,— অনুশীলনের দ্বারা তাহাকে উদ্বুদ্ধ কর, অকল্যাণ-বিনাশে তাহাকে নিপুণ কর। মহাশক্তির অংশজাতা তোমরা, প্রতি কার্য্যে, প্রতি বাক্যে

শক্তির পরিচয় দাও, বিলোল কটাক্ষে পুরুষের মন মদিরালস না করিয়া পবিত্রতার দীপ্ত দৃষ্টি দিয়া তার অশুদ্ধ মনকে শুদ্ধ কর, সুন্দর কর, উজ্জ্বল কর। আশীষ্ জানিও। ইতি—

তোমার আদরের ছেলে

স্বরূপানন্দ

চতুর্থ পত্র

জয় মা

পুপুন্‌কী আশ্রম

১৬ বৈশাখ, ১৩৪০

স্নেহের মা,

সংযম তোমাদের প্রকৃতিগত সম্পদ। সংযমের স্বাভাবিক সামর্থ্য লইয়াই তোমরা জন্মিয়াছ। তোমাদিগকে যে লজ্জাশীলতা বিধাতা প্রকৃতিগত ভাবে দিয়া দেন, তাহা তোমাদের সংযম-সামর্থ্যেরই একটা লাক্ষণিক রূপ। লজ্জা কুসংস্কার, যদি তাহা সমাজের কৃত্রিম ব্যবস্থার ফলে জাত হয়। লজ্জা স্বাভাবিকী সম্পদ, যদি তাহা চরিত্রের অঙ্গীভূত ভাবে আপনিই ফুটিয়া উঠে। সভ্য সমাজের প্রভাবের বাহিরে অবস্থিত বন-পর্ব্বত-বিহারিণী আরণ্য-গুহাচারিণী সাঁওতাল রমণীর মধ্যেও যৌবনোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে লাজের বাণ ডাকে মা কার ইঙ্গিতে? বাল্যের চপলতা সহসা গাম্ভীর্য্যের প্রশান্ত পরিচ্ছদ পরিধান করে কেন? পুরুষের মধ্যে ত' এভাবে করে না!

তোমাদের চরিত্রের সম্পদ কি, বিশেষত্ব কোথায়, স্বাভাবিকী গতি কোন্ দিকে, সেই দিকে নারী-পুরুষ কেহই চক্ষু তুলিয়া চাহিয়া দেখে নাই। পুরুষ নারীকে নিজ প্রয়োজনে, নিজ খোশ-খেয়ালে নির্ব্বিচারে

ব্যবহার করিয়া আসিয়াছে, আর নারীরা বিনা বাধায়, বিনা আপত্তিতে নিজেদিগকে যে-কোনও সময়ে যে-কোনও ভাবে ব্যবহৃত হইতে দিয়াছে এবং ইহাই তাহারা স্বামি-সেবার বা সতীত্ব-সাধনার অঙ্গ বলিয়া মনে করিয়াছে। তাই, একবারও কাহারো লক্ষ্যে পড়ে নাই, নারীর সংযমের প্রয়োজন কতখানি।

আজ মা তোমাদিগকে নিজ চরিত্র অধ্যয়ন করিয়া দেখিতে হইবে, সত্যই তোমরা জন্মমাত্রই রাক্ষসী কি না, সত্যই তোমরা নর-শোণিত-তৃষ্ণার্ত্তা ক্ষুধা-ক্লিন্না ব্যাঘ্রিনী কি না, সত্যই তোমরা পুরুষ-প্রাণ-নাশিনী কাল-ভুজঙ্গিনী কি না।

একটু বিচার করিলেই দেখিতে পাইবে, এ সকল আশঙ্কা অমূলক। সত্যই তোমরা বাঘিণী নহ, সত্যই তোমরা সাপিনী নহ, সত্যই তোমরা নর-শোণিত-পিপাসু রাক্ষসী নহ, ক্লেদ-দুর্গন্ধ-প্রিয়া পিশাচী-মূরতি তোমাদের নিজস্ব মূর্ত্তি নহে। অবস্থার তাড়ণায় এই মূর্ত্তি তোমরা ধরিয়াছ, সাধনার বলে এই মূর্ত্তি এখনি তোমরা পরিহার করিতে পার। সংসর্গের দোষে তোমাদের এ রূপান্তর ঘটিয়াছে, তপস্যার গুণে ইহার পরিবর্ত্তন তোমরা সাধিতে পার। যাহা সত্য, তাহাই তোমাদের জীবনে জয়জয়কার প্রাপ্ত হইবে,—যদি একটুখানি বিচার পূর্ব্বক নিজ যথার্থ প্রকৃতিটাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে চেষ্টা পাও।

জাগো মা কালভয়বারিণি, জাগ, ওঠ, করুণ-নয়ন-পাতে জগতের ত্রিতাপরাশি দূর কর, ধ্বংশ কর। আশীষ্ জানিও। ইতি,—

শুভাশী ঃ
স্নেহের সন্তান
স্বরূপানন্দ

পঞ্চম পত্র

জয় মা

পুপুনকী আশ্রম
২০শে বৈশাখ, ১৩৪০

পরমকল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, * * * জানো, সংযমই পবিত্রতার উৎস, তথাপি নিজ স্বামীকে সংযত থাকিতে উৎসাহিত কর না,—ইহা তোমার দুর্ব্বলতা মাত্র। হিতবুদ্ধি বিস্মৃত হইয়া স্বামী যখন জীবনের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্যকে কামের পঙ্কিলতায় ডুবাইয়া দিতে উদ্যত, তখন তাহাকে বাধা না-দেওয়া তোমার দুর্ব্বলতা ব্যতীত আর কিছুই নহে। লজ্জা রমণীর ভূষণ, কিন্তু এই সময়ে লজ্জা করিয়া সত্য পথে, মঙ্গলের পথে, স্বামীকে পরিচালিত করিবার চেষ্টা না করাই মা সব চেয়ে বড় নির্লজ্জতা।

দাম্পত্য জীবনে স্বামী ও পত্নীর দৈহিক মিলনের একটা সম্মানযোগ্য স্থান আছে, দম্পতীর মৈথুন-মিলনের প্রয়োজন ও অধিকারকে অস্বীকার কেহ করিবে না। কিন্তু, তাই বলিয়া হিতাহিত বুদ্ধিকে বিসর্জ্জন দিবার অধিকার তাহাদের একজনেরও নাই। হিতবুদ্ধি লইয়া, মঙ্গলমূলক উদ্দেশ্য লইয়া যে দাম্পত্যমিলন, তাহাই প্রশস্ত এবং আচরণীয়, অপর মিলন নিন্দা এবং কদাচার বলিয়া গণনীয়। যে স্ত্রী স্বামীকে কদাচার হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করে না, চক্ষু বুজিয়া যে স্ত্রী স্বামীর কদাচার নিজের উপরে সহিয়া যায়, তাহাকে লাজুকা বলিলে লজ্জা কথাটার অপমান করা হইবে, লজ্জাহীনা বলাই তাহাকে সঙ্গত। অসৎ কাজে সঙ্কোচের নামই লজ্জা, সৎপ্রয়াসে সঙ্কোচের নাম কখনো লজ্জা হইতে পারে

না। যে লজ্জা পরে অনুশোচনার সৃষ্টি করে, তাহাকে লজ্জা বলা চলে না। লজ্জা, বর্ম্মের ন্যায় ধর্ম্মকে রক্ষা করে, এই জন্যই লজ্জার এত প্রশংসা। যে লজ্জা ধর্ম্মকে বিপন্ন করে, চিত্তকে কলুষিত করে, দেহকে অবাধে অত্যাচারিত হইতে দেয়, তাহা লজ্জা নহে, তাহা পাপ।

স্বামীর সহিত দৈহিক সম্বন্ধের দ্বারা স্ত্রীর দেহ অপবিত্র হয়, এরূপ মনে করা অনুচিত। কিন্তু, মঙ্গলউদ্দেশ্যবিহীন, কল্যাণ-কামনাবিহীন, নিষ্প্রয়োজনীয় মৈথুনের পরেও দেহ পবিত্র থাকে, এরূপ মনে করাও অসঙ্গত। সধবার জীবনে স্বামি-সহবাসের পুণ্যজনক একটা অধিকার আছে। কিন্তু, যদ্রূপ সহবাসে, যৎকালীন সহবাসে চিত্তস্থৈর্য্য নষ্ট হয়, অন্তরের অমৃতকুম্ভ লালসার তাপে শুকাইয়া যায়, আত্মপরায়ণতা বৃদ্ধি পায়, পঙ্কিল বাসনা দেহমনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, তদ্রূপ বা তৎকালীন সহবাসে এক কণা পুণ্যও নাই বা থাকিতে পারে না। পুণ্যজনক যে সহবাস, তাহাই সধবার সতীত্ব-সাধনার অঙ্গীভূত, পাপজনক সহবাস তাহার সতীত্ব গৌরবকে বর্দ্ধিত করে না, খর্ব্বিতই করে।

বিবাহিত পুরুষের পক্ষে স্ত্রী-সম্ভোগ শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হয় নাই, অথচ বিবস্ত্রা পত্নীকে দর্শনেও প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে। কেন জানো মা? মঙ্গলোদ্দেশ্যযুক্ত মৈথুনমিলনের দ্বারা জগতের কল্যাণ ব্যতীত অকল্যাণ কখনো সম্ভবে না এবং মঙ্গলোদ্দেশ্য যেখানে প্রবল, সেখানে কামবুদ্ধি দুর্ব্বল, লালসার বহ্নি নিষ্প্রভ, ভোগলোলুপতা ক্ষীণ-স্রোতা। সম্ভোগ পাপ নহে, কাম-বুদ্ধিই পাপ। নিজ নারীরও উলঙ্গ মূর্ত্তি দর্শনে কামবুদ্ধি জাগরিতা হইতে পারে, এই জন্যই বিবসনা স্ত্রীর মূর্ত্তি দর্শন নিষিদ্ধ।

তোমার সংস্পর্শ যদি তোমার স্বামীর কামবুদ্ধিকে উত্তেজিত করে, তবে তুমি তার কল্যাণঘাতিনী রাক্ষসী ব্যতীত আর কিছুই নহ। তোমার সংস্পর্শ যদি তোমার স্বামীর স্বতোজাগ্রত কামবুদ্ধিকে সঙ্কুচিত করিয়া দিতে না পারে, তাহা হইলেও তুমি তোমার সহধর্ম্মিণীর কর্ত্তব্য হইতে পরিভ্রষ্টা হইলে। তোমার সংস্পর্শ যদি তাঁহার অন্তরে দিব্য ভাবের একটা প্রেরণা যোগায়, পবিত্রতার বাণ ডাকায়, তবেই তুমি যথার্থ সহধর্ম্মিণী, তবেই তুমি পতিতোদ্ধারকারিণী, সর্ব্বপাপহারিণী, নরকদুঃখবারিণী, জাহ্নবী-প্রবাহিনী।

স্বামীর ক্রোধ এবং স্বামীর বিরক্তিকে কৌশলে জয় কর। বৃথা-লজ্জা পরিহার কর। যাহা কর্ত্তব্য, তাহা সম্পাদনের জন্য বজ্রসম দৃঢ় হও। প্রেমের দ্বারা স্বামীর হৃদয় জয় করিবার চেষ্টা কর, কামের দ্বারা নয়। কাম-সম্ভোগের দ্বারা ইন্দ্রিয় পথে প্রেমশক্তির অপচয় করিয়া কেহ স্বামীকে সুখীও করিতে পারে না, বশীভূতও করিতে পারে না। দেহের আকর্ষণে দেহকেই আটক করা যায়, আত্মাকে বাঁধা যায় না। বাহু-বেষ্টনে বাহুকেই বাঁধিয়া রাখা যায়, আত্মাকে বন্দী করা চলে না। আত্মায় আত্মায় রমণই যথার্থ রমণ, দেহের রমণ রমণ নহে, উহা মরণেরই বর্ণান্তর মাত্র। আত্মায় আত্মায় প্রেমের বেষ্টনী রচিত হউক, দাম্পত্যজীবনের প্রকৃত সুখ আস্বাদিত হউক। দেহের ক্ষুধা মরিয়া যাক্, আত্মার প্রীতি জন্ম গ্রহণ করুক। বিবাহের প্রকৃত যাহা উদ্দেশ্য, তাহা আত্মার সহিত আত্মার মিলনের দ্বারাই সার্থক হউক, সত্য হউক।

লক্ষ্য কর, দেহের অভ্যন্তরে কাকে ভালবাসিবার জন্য স্বামী তোমার দেহটাকে অত আদর করিয়া বুকে টানিয়া নেন? সন্ধান নাও, কার প্রতি প্রবল আকর্ষণ হেতু স্বামি-বক্ষে মাথা গুঁজিয়াও আরও ভিতরে

আরও অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে ব্যাকুলতা অনুভব কর? সে কি দেহটাই, না, দেহের অতিরিক্ত অন্য কিছু সত্য বস্তু? এই অনুসন্ধিৎসাই তোমার নারী জন্মের সার্থকতাকে, বিবাহিত জীবনের সত্য উদ্দেশ্যকে সুস্পষ্ট করিয়া তুলিবে। আশীষ্ জানিও। ইতি

তোমার স্নেহের সন্তান

স্বরূপানন্দ

ষষ্ঠ পত্র

জয় মা

পুপুন্‌কী আশ্রম
২১ বৈশাখ, ১৩৪০

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা,— * * * সাধারণ মেয়েদের নিকটে আমি যেরূপ দাম্পত্য জীবন আশা করিতে পারি, যে-সব মেয়েরা বিবাহের পূর্ব্বে আমার কাছে আসিয়াছিল, আমাকে সন্তান বলিয়া জানিয়াছিল, তাদের কাছে আমি তার চেয়ে একটু আলাদা রকমের দাম্পত্য জীবন আশা করি। যাহারা নিজেরা আসে নাই, কিন্তু বিবাহের পূর্ব্বে তাদের স্বামীরা আসিয়াছিল, তাদের কাছেও আমার আশা করিবার আছে। কারণ, যে ভাবের আমি প্রচারক, সে ভাব আমি মুখেই শুধু প্রচার করি নাই, অন্তর দিয়া আমি আবাল্য তাহার সাধনা করিয়াছি এবং তাহার ভিতরের সত্যকে নিজের জীবনে আস্বাদন করিয়া বিগতভী হইয়াছি।

তুমি মা অবশ্য বিবাহের পূর্ব্বে আমাকে দেখ নাই এবং তোমার স্বামীও পূর্ব্বে আমাকে জানিতেন না। প্রচলিত সংস্কারের অনুবর্ত্তী হইয়া তোমরা বিবাহ-মাত্রই রসের সন্ধানে নামিয়াছ এবং অপক্ক আম্রে

দাঁত বসাইয়া দিলে যে রস মিলে, শুধু তাহারই আস্বাদন পাইয়াছ। ইহা জীবনের ভুল ব্যতীত আর কিছুই নহে।

কিন্তু, এই ভুলেরও সংশোধন চলে। ভুলিয়া যাও যে, দেহের ভোগের মধ্য দিয়াই স্বামী ও স্ত্রীর সম্বন্ধ সত্য হইয়া ওঠে। ভুলিয়া যাও যে, শয্যাসঙ্গিনী হইবারই জন্য স্বামীর সাথে বিবাহের বন্ধন রচিত হইয়াছে। ভুলিয়া যাও যে, তোমাদের সম্পর্ক শুধু ভোগ্যের আর ভোক্তার। অতীতে যাহা কিছু হইয়াছে, তার জন্য অনুতাপ করিয়া কালক্ষয়ের প্রয়োজন নাই ; কিন্তু নূতন জীবনটাকে দেবভাবের সুষমায় মণ্ডিত করিয়া তুলিতে আজ দৃঢ়ব্রত হও।

ছাগ-ছাগীর জীবনে আর মানব-জীবনের পার্থক্য অনুধাবন কর। ক্ষণিক সুখের অকিঞ্চিৎকরতা চিন্তা কর। প্রকৃত সুখ কোন্ পথে আসে, কেমন করিয়া আসে, তাহা অনুক্ষণ অনুসন্ধান কর। তোমার দেহ ভগবদুপাসনার পবিত্র মন্দির, ইহাকে মন্দিরের মত সুন্দর, স্বচ্ছ, আবর্জ্জনামুক্ত, জঞ্জালরহিত রাখিতে হইবে।

বল দেখি তুমি কে, যে আমার চোখের সুমুখে আমার মায়ের মূরতি ধরিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছ? কেন তোমাকে মা বলিয়া ডাকিতে ভাল লাগিল, কেমনে তোমাকে মা বলিয়া চিনিলাম, কিসের জন্য তুমি আমার মা, কি ভাবে তুমি আমার মা হইলে? বল দেখি, কোন্‌টা তোমার নিত্যরূপ? রমণীর না জননীর? এই একটা প্রশ্নের জবাব যে দিন খুঁজিয়া পাইবে, সে দিন সমগ্র জগতের মহাপাতকীরা তোমার চরণ-নখরের একটা কোণায় ঠেকিয়া উদ্ধার লাভ করিবে।

আশীষ্ জানিও। ইতি,—

শুভাশী:

স্বরূপানন্দ

সপ্তম পত্র

জয় মা। ময়মনসিংহ
১২ শ্রাবণ, ১৩৪০

কল্যাণীয়াষু ঃ—

স্নেহের মা আমার,

আমার প্রাণভরা স্নেহাশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর। তোমার তেজ, তোমার সংযম, তোমার দৃঢ়তা, তোমার গুরুভক্তি আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে। আশীর্ব্বাদ করি, তোমার ব্রত সফল হউক, তোমার জীবন ধন্য হউক্।

ইন্দ্রিয়-সম্ভোগ দ্বারাই স্বামীকে ভালবাসা যায় না, সম্ভোগ-বর্জ্জন দ্বারাই পরস্পরের প্রেম গভীরতা প্রাপ্ত হয়। পরস্পর পরস্পরকে সহস্র প্রাণ দিয়া ভালবাসিতে সমর্থ হও, এই আশীর্ব্বাদ করি।

জীবনে ইন্দ্রিয়ের সুখ বহুবার আস্বাদন করিয়াছ। কিন্তু মা, সেই সুখ কতক্ষণ স্থায়ী? সেই সুখের মধুরতা কতক্ষণ থাকে? তার চেয়ে সহস্রগুণে বড় সুখের তুমি অধিকারিণী হইবে,—সংযমের পথে, ব্রহ্মচর্য্যের পথে।

তুমি আমার আদরিণী মা, তোমাকে আমার প্রাণের আনন্দ জানাইবার ভাষা নাই। অটল নিষ্ঠায় নিজ পবিত্রতার ব্রত ধরিয়া থাক, সহস্র বাধা, বিঘ্ন-বিপত্তিকে পদতলে চাপিয়া রাখিয়া জগতের শ্রেষ্ঠা সাধ্বী সতীরূপে প্রপূজিতা হও, এই আমার অকপট আশীর্ব্বাদ। ইতি,

শুভার্থী
তোমার স্নেহের সন্তান
স্বরূপানন্দ

অষ্টম পত্র

জয় মা

শিবপুর, ত্রিপুরা
১৪ ভাদ্র, ১৩৪০

কল্যাণীয়াষু :—

স্নেহের মা, এই সঙ্গে তোমার এক গুরু-ভ্রাতার লিখিত একখানা পত্র পাঠাইলাম। তোমার এক ভাগ্যবতী গুরুভগ্নী কি ভাবে অত্যদ্ভুত ধৈর্য্য ও নিপুণতা সহকারে তাহার স্বামীর সংযম-রক্ষার সাহায্য করিতেছে, তাহা সঙ্গীয় পত্রখানা পাঠে বুঝিবে। তোমার গুরু ভ্রাতা আমাকে লিখিয়াছে,—"বাবা, আপনার স্নেহের মা সর্ব্বদা সতর্ক প্রহরীর ন্যায় আমার ব্রত রক্ষা করিতেছে। আমার মন টলিয়া গেলে সে অটল নিষ্ঠায় তাহার গতি ফিরাইয়া দিতেছে। সম্ভোগের জিনিষ অতি নিকটে রাখিয়াও এক নিমেষের জন্য সে তাহা যে চাহে না, ইহা দেখিয়া আমি বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছি। তার অফুরন্ত লোলুপতা পূর্ব্বে আমার শোণিত শোষণ করিয়া খাইয়াছে। দিন্‌কা মোহিনী যে রাত্‌কা বাঘিনী সত্য সত্যই বটে, তাহারই প্রমাণ সে পূর্ব্বে প্রতিদিন দিয়াছে। অনুনয় করিয়া, বিনয় করিয়া, কাতর আবেদন জানাইয়া তাহার আক্রমণ হইতে কখনো নিজেকে রক্ষা করিতে পারি নাই, নিজের সহস্র সঙ্কল্প তার আবেগের কাছে হঠ মানিয়া গিয়াছে। আজ ঠিক্ তারই এই অত্যদ্ভুত পরিবর্ত্তন একমাত্র আপনারই অব্যর্থ কৃপা বলিয়া উপলব্ধি করিতেছি। একটী সামান্যা রমণীর ভিতরে আত্ম-সংযমের এই প্রচণ্ড শক্তি দেখিয়া নিজের বুদ্ধির গৌরব বোকা বনিয়া গিয়াছে। তাহার সেই দুর্জ্জয়

অভিমান এমন কোথায়? তাহার সেই রিপুর উদ্দাম তাড়না এখন কোথায়? এক দিন তাহাকে বলিয়াছিলাম,—তোমার এই সংযমের প্রয়োজন কি? সে উত্তর দিয়াছিল,—আমার কোনও প্রয়োজন নাই, স্বামীর মঙ্গলের জন্য সুখে জলাঞ্জলি দিয়াছি। আর এক দিন তাহাকে বলিয়াছিলাম,—এস আমরা ভোগ-সুখে কাল কাটাই। তখন উত্তর করিয়াছিল,—আরও তিন বৎসরের মধ্যে আমাকে স্পর্শও করিতে পারিবে না, সদ্‌গুরুর আদেশ আগে পালিয়া লই। বাবা, আমি তাহার কোনও অযথা প্রশংসা করিতে যাইতেছিনা। যাহা সত্য, তাহা বলিতে ভয় করিব না। পাপিষ্ঠ আমি, তাহাকে আমি এই সব কথা নিতান্তই ভোগ-কাতরতায় পীড়িত হইয়া দুর্ব্বুদ্ধির বশে বলিয়াছিলাম! কিন্তু আপনার তেজস্বিনী কন্যা আমার সকল লুব্ধতাকে তার ভ্রূ-ভঙ্গীতে স্তব্ধ করিয়া দিয়াছে এবং দিতেছে। * * * আপনার নিকট পত্র লিখিবে বলিয়া আমাকে এক দিন লেখাপড়া শিখাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিল। সেই দিন হইতে তাহাকে লেখাপড়া শিখাইতে আরম্ভ করিয়াছি। সমগ্র দিন এবং সন্ধ্যার-ও কতক পর পর্য্যন্ত হাটে-বাজারে দোকানদারী করিতে হয়, সুতরাং রাত্রিতে শয়নের পূর্ব্বে ছাড়া তার অবসর করিতে পারি না। কিন্তু, অল্প দিনের মধ্যেই সে বর্ণগুলি লিখিতে ও পড়িতে শিখিয়া ফেলিয়াছে। আপনি যে এক দিন বলিয়াছিলেন, আগ্রহ থাকিলে বয়স্কা হইয়াও বিদ্যার্জ্জন কঠিন নহে, দেখিতেছি, সে কথা সত্য।"

এই মেয়েটী অশিক্ষিতা, বর্ণ-পরিচয় মাত্র সম্প্রতি হইয়াছে, বিবাহ হইয়াছে আজ দশ বৎসরের উপরে। স্বামী বাড়ীতেই থাকে। বিদেশে যাইবার প্রয়োজন পড়ে না বলিয়া এতকাল স্বামীর সঙ্গেই কাটাইয়াছে। সংসারী জীবনের সুখলোলুপতার ক্রীতদাসীরূপে এত

দিন কালহরণ করিয়াছে এবং স্বামীর জীবনে রূপান্তর আসিবার পরেও সামান্য শ্রমে এই রমণীর মনে সংযমের প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি করা যায় নাই। প্রায় দুইটী বৎসর ধরিয়া ক্রমান্বয়ে চেষ্টা করিতে করিতে তবে এই রমণী সংযমের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছে। কিন্তু, কি আশ্চর্য্য, যে মুহূর্ত্তে সে বুঝিল ইহা প্রয়োজন, যে মুহূর্ত্তে সে বুঝিল ইহা গুরূপদেশ, আর সে কালবিলম্ব করিল না। দীর্ঘকালের সঞ্চিত কামনার রাশি বস্তায় বাঁধিয়া সুর্ম্মা নদীতে ফেলিয়া দিল, কঠোর হইল, দৃঢ় হইল, স্বামীকে অসংযম হইতে বাঁচাইবার জন্য প্রাণপাতের সঙ্কল্প করিল। তুমি কি এইরূপ হইতে পার না মা ?

এই মেয়েটীর তুলনায় তুমি বহুগুণে সুশিক্ষিতা। এই মেয়েটী এখনও সদ্‌গুরু দর্শন পায় নাই, তুমি পাইয়াছ। শক্তিমানের কণ্ঠে উচ্চারিত মহামন্ত্র এখনো ইহার কর্ণে মন্ত্রিত হয় নাই, তোমার হইয়াছে। তোমার কাছে আমি কি প্রত্যাশা করি, তাহা তোমাকেও ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিবার জন্যই উহার স্বামীর লিখিত পত্রখানা তোমাকে প্রেরণ করিলাম। কুশলে আছি। আশীষ জানিও।

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

নবম পত্র

জয় মা

চট্টগ্রাম
২১শে আশ্বিন, ১৩৪০

কল্যাণীয়াষু ঃ—

স্নেহের মা, বহুকাল তোমার নিকটে পত্র লিখি নাই, লিখিবার অবসর পাই নাই। আজ লেখা নিতান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া অনুভব করিতেছি।

তোমার স্বামী সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া দেশ ও দশের সেবা করিতেছেন। দিগ্‌দিগন্তে তাঁর সেবা-পরায়ণ বাহুযুগল বিপুল বিক্রমে প্রসারিত হইতেছে। তুমি মা দূরে সরিয়া থাকিয়া এই মহৎ ভাগ্য হইতে নিজেকে বঞ্চিতা রাখিতেছ কেন? আমি চাহি না, তোমার স্বামী তোমাকে চিরতরে পরিত্যাগ করুন। আমি চাহি, স্বামি-সোহাগিনী হইয়া, স্বামি-গৌরবে গরবিণী হইয়া আমৃত্যু তাঁর সঙ্গে সঙ্গে সতী সাধ্বী পত্নীর ন্যায় সমগ্র জগতের সেবা কর। একদিন তোমার অন্তরে উচ্চাকাঙ্ক্ষার বান ডাকিয়াছিল। আজ তাহা কোথায় গেল মা? তোমার হারাণো মহিমা কি তুমি পুনরায় খুঁজিয়া বাহির করিবে না?

তোমার স্বামী ত্যাগী, তপস্বী, সাধক, জীব-হিতার্থে তিনি জীবন বিকাইয়াছেন। তাঁহাকে তুমি আর সংসারের দিকে, ভোগসুখের দিকে, ক্ষণিক তৃপ্তির দিকে মোড় ফিরাইয়া আনিতে চাহিওনা। চাহিলেও পারিবে না। এখন তোমার পক্ষে শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য, নিজের স্বার্থ, নিজের সুখ-লুব্ধতা, নিজের ক্ষুদ্রতা সব বিসর্জ্জন দিয়া গঙ্গা যেমন

ব্রহ্মপুত্রের সহিত মিলিয়া সমুদ্রে গিয়া পড়িয়াছে, তেমনভাবে আত্মোৎসর্গের পথে অগ্রসর হওয়া। ভুলিয়া যাও মা অতীত, ভুলিয়া যাও মা বর্ত্তমান। ভবিষ্যৎ গৌরবের মোহন স্বপ্নে বিভোর হইয়া ক্ষণপরিত্যক্ত মহদ্‌ ব্রতের পথে পুনরায় পাদচারণা আরম্ভ কর মা। ভারত-রমণীর আদর্শ হইতেছেন সীতা, যিনি রাজৈশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া শ্রীরামচন্দ্রের সহিত বনে গমন করিয়াছিলেন, চতুর্ব্বিংশ বৎসর কাল ফলমূল খাইয়া পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়াছিলেন। ভারত-রমণীর আদর্শ হইতেছেন পার্ব্বতী, যিনি পিতৃগৃহের অতুল সম্পদ তুচ্ছ করিয়া শ্মশানচারী ভিক্ষাকরঙ্গধারী ভস্মলিপ্তবপু শিবের সেবায় জীবন দিয়াছিলেন। ভুলিও না মা, রাজকন্যা লোপামুদ্রা দরিদ্র ব্রাহ্মণ অগস্ত্য ঋষির সহিত জটাবল্কল ধারণ করিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন, রাজকন্যা সাবিত্রী স্বামী সত্যবানের সহিত বনে বনে কাষ্ঠ আহরণ করিয়াছিলেন। নিজের মহিমা, নিজের গৌরব বিস্মৃতা হইয়া নিজেকে নিজে অপমানিতা করিওনা। জীবনকে রূপান্তরিত করিবার জন্য আজ মা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হও। দুর্ল্লভ মনুষ্য-জন্ম বৃথাই নষ্ট করিয়া দিও না মা, বিফলে যাইতে দিওনা।

তোমার সর্ব্বাঙ্গীন কুশল হউক।

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

দশম পত্র

জয় মা

চাঁদপুর
১১ কার্ত্তিক, ১৩৪০

কল্যাণীয়াষু :—

স্নেহের মা, দুঃখের বিষয় আমার পত্র খানা অপরের সাহায্য ছাড়া পড়িবার মত লেখা-পড়াটুকুও জান না। তথাপি, আমি তোমাকে অশিক্ষিতা বলিয়া মনে করিব না, যদি জীবনের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বিষয়ে তুমি সতর্ক দৃষ্টি না হারাও।

আর এক দিন আমি মৌখিকই তোমাকে বলিয়া আসিয়াছিলাম, জীবনের লক্ষ্যই বা কি, জীবনের কর্ত্তব্যই বা কি। ইন্দ্রিয়ের সেবাই জীবনের লক্ষ্য নহে, ক্ষণিক সুখ-ভোগে ডুবিয়া যাওয়াও জীবনের কর্ত্তব্য নহে। লালসার দাস-দাসী হইয়া জীবন কাটাইয়া দিবার উদ্দেশ্যেই তোমরা দুর্ল্লভ মানব-তনু ধারণ কর নাই। এই দেহ দিয়া, এই মন দিয়া ভগবানের কাজ করিতে হইবে, ভগবানকে পূজা করিতে হইবে, ভগবানকে লাভ করিতে হইবে। এই দেহের পবিত্রতা, এই মনের পবিত্রতা জীবনের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য লাভের পক্ষে নিতান্তই প্রয়োজনীয়।

লক্ষ্য রাখিও স্থির, সঙ্কল্প রাখিও অটল, নিষ্ঠা রাখিও কঠোর। জীবন তোমার মঙ্গলময় হউক, আনন্দময় হউক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

একাদশ পত্র

জয় মা বরিশাল

১৪ কার্ত্তিক, ১৩৪০

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা, আমার পূর্ব্ব পত্রগুলি যথাসময়ে পাইয়াও সময় মত উত্তর দিতে পার নাই বলিয়া আমি বিন্দুমাত্রও রুষ্ট হই নাই। কারণ, পত্রের উত্তর আমি পত্র দ্বারা পাইতে চাহি না, পাইতে চাহি জীবনের দ্বারা, তপস্যার দ্বারা। কল্পনার আলোকে তোমাদের মধ্যে আমি যে দিব্য মূর্ত্তির ব্যঞ্জনা ফুটাইয়া তুলিতেছি, জীবন্ত তপস্যার বলে তাহাকে পার্থিব রূপ তোমরা প্রদান কর, ইহাই আমি চাহি। সতীর দেশে সতী পুনরায় জন্মগ্রহণ করুক, সীতার দেশে সীতা পুনরায় আবির্ভূত হউক। তাহাদের দেহবিচ্ছিন্ন প্রত্যেকটী অঙ্গ প্রত্যঙ্গে পুনরায় একান্ন সিদ্ধপীঠের উদ্ভব হউক, রাক্ষস-পরিবেষ্টিত ভারতবর্ষের গহন কণ্টকময় দণ্ডকারণ্য পতিব্রতা ব্রহ্মচারিণীদের পাদস্পর্শে পুনরায় পুণ্যীকৃত হউক, রাক্ষস-নিধনের পন্থা হউক। তোমাদের জীবনের মহাশক্তির বিচিত্র লীলার যুগোপযোগী অভিনব অভিব্যক্তি যে আজ দেখিতে চাহি মা।

তোমরা রমণী নহ, কামিনী নহ, সচল রতিমন্দির নহ। তোমরা মা, তোমরা জগদ্ধাত্রী, তোমরা নিখিল জগতের জননী, তোমরা অকল্যাণ-বিনাশিনী কল্যাণময়ী কালিকা। কাম তোমাদের পদতলে পড়িয়া পরিত্রাহি চীৎকার করিয়া মরুক, জগতে পুনরায় ভারত-জননীর সিংহবাহিনী মূর্ত্তির পূজা হউক। ইতি—

শুভাশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

দ্বাদশ পত্র

জয় মা

বাগেরহাট, খুলনা
২২ কার্ত্তিক, ১৩৪০

কল্যাণীয়াষু ঃ—

স্নেহের মা,

শুভাশীষ জানিও।

স্বামি-পত্নীতে সংযমের ব্রতে আবদ্ধ হইবার পরে বারংবার তোমরা স্খলিতব্রত হইয়াছ, ইহা সত্য, কিন্তু শত পতন সত্ত্বেও পুনরায় উত্থান লাভের প্রাণান্ত চেষ্টার মধ্য দিয়াই জীব পূর্ণ অভ্যুদয়কে লাভ করে। আমি জানিয়া খুবই প্রীত হইয়াছি যে, এবার তোমাদের সংযম দীর্ঘকাল ধরিয়া অটুট রহিয়াছে। সঙ্কল্পকে দৃঢ়তর কর, প্রতিজ্ঞাকে কঠোরতর কর, দেহ মন প্রাণ পরমাত্মারূপী সদ্‌গুরুর পদপ্রান্তে আরও আবেগের সহিত নিবেদন কর,—আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়াই অতুলনীয় নিষ্কামতা আপনি প্রতিষ্ঠিত হইয়া যাইবে। ভয় পাইও না মা, হতাশ হইও না, প্রাণে আশা জাগাও, হৃদয়ে উৎসাহ জাগাও, বুকে সাহস জাগাও, — তপস্যায় পূর্ণ সিদ্ধি নিশ্চিত তোমার করতলগত হইবে। ইতি,—

শুভাশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

ত্রয়োদশ পত্র

জয় মা

মাগুরা, যশোহর,
১লা অগ্রহায়ণ, ১৩৪০

কল্যাণীয়াষু :—

স্নেহের মা,—* * * শ্রীনামে মন লাগাইয়া পথ চল। বাহিরের কোলাহল বাহিরে পড়িয়া থাকুক। অন্তর দিয়া তুমি অন্তর দেবতার পূজা করিতে থাক। যিনি নিজে পবিত্রতা স্বরূপ, তাঁহার ধ্যান, তাঁহার অর্চ্চনা তোমাকে পবিত্রতার দেশে আপনি টানিয়া লইয়া যাইবে। বাহিরের সহস্র ঘৃণাজনক অবস্থাকে তুচ্ছ কর, অন্তরের প্রশান্তিতে ডুব দাও মা, স্থির লক্ষ্য ভিতরে রাখ। * * * ইতি—

শুভাশীঃ
স্বরূপানন্দ

চতুর্দ্দশ পত্র

জয় মা

ফেণী, নোয়াখালী,
৮ পৌষ, ১৩৪০

পরমকল্যাণীয়াষু :—

স্নেহের মা, * * * সংসারী জীবনকে সুখময় করিবার এক পন্থা শ্রীনাম, অপর পন্থা সংযম। শ্রীনাম সংযমকে প্রতিষ্ঠিত করে, সংযম শ্রীনামকে প্রতিষ্ঠিত করে। একটীর পূর্ণতা অপরটীর পূর্ণতা সঞ্চারিত করে। একটীতে গভীরতা আসিলে অপরটীতে আপনিই গভীরতা আসে। শ্রীনাম সেবার দ্বারা সংযমকে লাভ কর, সংযম লাভের দ্বারা শ্রীনামের মধুরস পূর্ণরূপে আস্বাদনের যোগ্যতা অর্জ্জনে সমর্থ হও।

শ্রীনাম রিপুভয়-বারণ পরমবস্তু, সংযম নামে-রুচিবর্দ্ধন পরমমঙ্গল। সাধন কর এবং সিদ্ধকাম হও। ইহাই আমার একান্ত আশীর্ব্বাদ। ইতি—

শুভাশীঃ
স্বরূপানন্দ

পঞ্চদশ পত্র

জয় মা

কুমিল্লা
১০ পৌষ, ১৩৪০

পরমকল্যাণীয়াষু:—

স্নেহের মা, তোমার পত্র খানা পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। ভিতরে সত্যিকার প্রেম জাগিয়া উঠিলে অন্তরের লুব্ধ কামনা আপনি শুদ্ধ হইয়া যায়। দাম্পত্য জীবনে সত্য প্রেম সঞ্চারের ইহা এক পরমোৎকৃষ্ট পরিচয়। নিজের অন্তরকে প্রতিনিয়ত অধ্যয়ন কর। যদি দেখ তোমার জীবন-পথের সঙ্গী স্বামীটীকে নিতান্ত রক্তমাংসের মানুষটীর মতই পাইবার জন্য তোমার চিত্ত ব্যগ্র হইয়াছে, তবে জানিবে প্রেম এখানে মায়া-মরীচিকা, অতি দূরে, দুরান্তরে। প্রেমে স্বার্থ মরে, আত্মসুখ পলায়ন করে। আশীর্ব্বাদ করি, প্রকৃত প্রেমিকা হও, ভালবাসার সত্য সম্পদে সমৃদ্ধা হও। বাজে, মেকি, মিথ্যা প্রেমের বেসাতী লইয়া কয় দিন চলিবে? ফাঁকিবাজিতে শান্তি মিলিবে না। স্বামীর সঙ্গ তোমাকে শান্তির পথে লইয়া যাইবে, এই জন্যই তোমার সধবা জীবন, নতুবা ত' কুমারী হইয়া থাকাই পরমমঙ্গল ছিল। * * * শুভাশীষ জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

ষোড়শ পত্র

জয় মা

নগরপাড়, ত্রিপুরা
১৩ পৌষ, ১৩৪০

কল্যাণীয়াষু ঃ—

স্নেহের মা, * * * সংযম-সুখের আস্বাদন যে একবার পাইয়াছে, তার পক্ষে ইন্দ্রিয়-সুখে প্রলুব্ধ হওয়া এক অসম্ভব ব্যাপার। ইন্দ্রিয় সুখেও একটা তৃপ্তি আছে কিন্তু, তাহা অস্থির তৃপ্তি, ক্ষণস্থায়ী তৃপ্তি। সংযমের তৃপ্তি স্নিগ্ধ ও চিরস্থির। দেহের সহিত দেহের মিলনে ইন্দ্রিয়-সুখের আস্বাদন, ভগবানের সহিত জীবের মিলনে সংযম-সুখের আস্বাদন। ভগবানের জন্য ব্যাকুল হও, মনকে তাঁরই ধ্যানে ডুবাইয়া রাখ, অহর্নিশ তাঁর পরম পবিত্র নাম স্মরণ কর, প্রেমের মধু লুণ্ঠন কর। জগতের ঘৃণ্য আবর্জ্জনার পানে আর ফিরিয়া চাহিও না।

মনে জানিও, তুমি বিদেহী। দেহটা তোমার কিন্তু তুমি দেহ নহ। দেহ তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদনের জন্য যন্ত্র মাত্র, প্রয়োজন-মত এ যন্ত্রের তুমি ব্যবহার করিতে পার। নিষ্প্রয়োজনে ইহাকে ফেলিয়া রাখিতে পার। দেহের সহিত নিজেকে এক বলিয়া কখনো ভ্রম করিও না। দেহের ক্ষুধা আর তোমার ক্ষুধা এক নহে। দেহের উত্তেজনা যেন তোমাকে উত্তেজিত না করিতে পারে। * * * সর্ব্বমঙ্গলদাতা তোমাকে মঙ্গলান্বিত করুন। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—
তোমার আদরের সন্তান
স্বরূপানন্দ

সপ্তদশ পত্র

জয় মা ধান্যকুড়িয়া, ২৪ পরগণা
১০ মাঘ, ১৩৪০

পরমকল্যাণীয়াষু ঃ—

স্নেহের মা, অনেক দিন পত্র দেই নাই। অবসর ছিল না। তাই বলিয়া মনে করিও না, ছেলে তার মাকে ভুলিয়া গিয়াছে।

আজ দুই দিন হয় বাপ-ধনের পত্র পাইয়াছি। তোমার আচরণে সন্তোষ জানাইয়া সে পত্র দিয়াছে। ইহাতে আমিও সন্তোষ লাভ করিয়াছি। বাপধনের ভয় ছিল, বিবাহ করিয়া নরকে ডুবিবে। কিন্তু মা, তুমি যদি হও নরকের প্রতিমূর্ত্তি, তোমার দেহ-মন যদি হয়, নরকের মত অপবিত্র অশুদ্ধ, তোমার চিত্তবৃত্তি যদি হয় নরকের মত কদর্য্য, নরকের মত পাপ-পঙ্কিল, তবে ত' তোমার স্বামী তোমাকে পাইয়া নরকে ডুবিবে! আর তুমি যদি হও দেবতার নির্ম্মাল্যের মত পবিত্র, স্বর্গের পারিজাতের মত সুন্দর, যজ্ঞোপবীতের মত শুভ্র, তবে তোমার সঙ্গ আর স্বর্গসুখ ত' একই কথা হইবে মা! বাপধনকে তুমি পাপেও ডুবাইতে পার, পুণ্যের পথেও পরিচালিত করিতে পার। তুমি যে পুণ্যময়ী হইয়া তাহাকে প্রতিপদে সত্যের পথে, মঙ্গলের পথে সহায়তা করিতেছ, ইহাই আমার ঐকান্তিকী তৃপ্তির কারণ জানিও। আশীষ লইও, স্নেহ দিও। ইতি—

তোমার আদরের ছেলে

স্বরূপানন্দ

অষ্টাদশ পত্র

জয় মা

সিরাজগঞ্জ, পাবনা
১ লা ফাল্গুন ১৩৪০

পরমকল্যাণীয়াসু:—

স্নেহের মা, দিন কয়েক হয় আমি সিরাজগঞ্জ আসিয়াছি। একটী মা বলিলেন,—কিছু উপদেশ দিন। আমি বলিলাম—"এতকাল পুরুষেরা তোমাদিগকে রাক্ষসীজ্ঞানে, সর্পিণীজ্ঞানে, ব্যাঘ্রিণীজ্ঞানে দূরে পরিহার করিতে চাহিয়াছে। তার কারণ, এতকাল তোমরা পুরুষজাতির রক্তশোষণে, পুরুষের সংযমের বিনাশ-সাধনে, পুরুষের দুর্ব্বলতা বৃদ্ধির ব্যাপারে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় কেবল সহায়তা করিয়াছ। আজ হইতে তাহা করিতে বিরত হও। আজ হইতে তোমরা নিজেদের সংসর্গের দ্বারা স্বামীদের ভিতরে পবিত্রতা জাগাইতে, সংযম জাগাইতে প্রয়াসিনী হও। ইহাই আমার একান্ত উপদেশ। পবিত্রতার হইবে যখন আকর, তখনি তোমরা তোমাদের প্রকৃত মহিমাতে প্রতিষ্ঠিত হইবে।"

গত পরশ্ব এখানে মায়েরা প্রায় দুই তিন শত জন কিছু সদুপদেশ শুনিবার জন্য আসিয়াছিলেন। তাহাদিগকেও আমি ঐ কথাই বলিয়াছি। বলিয়াছি—"তোমরা কি মায়েরা পিশাচীর মত নিকৃষ্ট বস্তুতে মজিয়া থাকিতে চাও, না, দেবতার শ্রীমূর্ত্তি ধরিয়া পূজার আস্পদ হইতে চাও? নিকৃষ্ট সুখে অনুরাগিণী হইয়া ইতর সুখের আস্বাদনে ডুবিয়া তোমরা যদি নারকীয় ঘৃণিত জীবনই যাপন করিতে চাহ, চিরকাল পুরুষেরা তোমাদিগকে বিভীষিকার ন্যায় বর্জ্জন

করিবে, চিরকাল পুরুষের জাতি তোমাদিগকে নরকের দ্বার বলিয়া কীর্ত্তন করিবে, চিরকাল পুরুষের জাতি তোমাদিগকে দিনের মোহিনী রাতের বাঘিনী বলিয়া নিন্দা করিবে। আর তোমরা যদি সংসারীর সহস্র আবিলতার মধ্যে রহিয়াও শ্রেষ্ঠ সুখকে পাইতে চেষ্টাশীলা হও, শ্রেষ্ঠ সুখের পথে পুরুষকে পরিচালিত করিতে যত্নবতী হও, জঘন্য ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তি ব্যতীতও জীবনের কুম্ভে অপর মধু আছে, তাহার সন্ধান নিজেরা লও এবং স্বামীকে দাও, তাহা হইলে চিরকাল পুরুষের জাতি তোমাদিগকে পরমেশ্বরের মহিমার আরতির বাতি বলিয়া সাদরে গ্রহণ করিবে।"

মনে হইল এখানকার মায়েরা আমার কথাগুলি বুঝিয়াছেন। অনেকের মুখশ্রীতে একটা সজীবতার দীপ্তি ফুটিয়া উঠিতে দেখিলাম। বুঝাইতে জানিলে মেয়েরা সবই বুঝে, এতদিন কেহ বুঝায় নাই। তুমি যে মা আসামের সুদূর পল্লীতে বসিয়া নির্ব্বিকার সংযমে স্বামীর কাজ করিতেছ, তোমার এই অপূর্ব্ব সামর্থ্য কি অমনি আসিত? মায়ের জাতিকে তার প্রকৃত মর্য্যাদার কথা বুঝাইবার জন্য আজ তোমাদিগকে নিজ হাতে কর্ম্মভার গ্রহণ করিতে হইবে। সেইজন্য মনে প্রাণে প্রস্তুত হও।

শুভাশীষ্ জানিও। কুশল জানাইও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—
তোমার স্নেহের সন্তান
স্বরূপানন্দ

ঊনবিংশ পত্র

জয় মা চন্দনবাইসা, বগুড়া

৬ ফাল্গুন, ১৩৪০

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা, তোমার উৎসর্গে উন্মুখ চিত্তকে আমি অভিনন্দন দিতেছি। কিন্তু তুমি যাঁর সঙ্গে পরিণয়-বন্ধনে আবদ্ধ রহিয়াছ, তাঁকে সঙ্গে করিয়া ত্যাগের পথে নামিয়া যাওয়া চাই। ইহাই জীবনের পূর্ণতার লক্ষণ। তোমার সর্ব্বস্ব শ্রীগুরুর,—তোমার স্বামীটী কি মা তাঁর পর?

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

বিংশ পত্র

জয় মা চন্দনবাইসা, বগুড়া

৯ ফাল্গুন, ১৩৪০

পরমকল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা, মৌখিক ইঙ্গিতে আমি তোমাকে বলিয়া আসিয়াছিলাম যে, স্বামী ও পত্নীর সম্বন্ধটাকে কেবলই দেহের সম্বন্ধ বলিয়া বিবেচনা করিলে চলিবে না, তাহাদের প্রকৃত সম্বন্ধ দেহের অতীত জগতে বিরাজিত। ভালবাসা হইবে প্রাণে প্রাণে, আত্মায় আত্মায়। দেহের

প্রতি দেহের আকর্ষণ ভালবাসা নামেরই যোগ্য নয়, ইহা অত্যন্তই ক্ষণভঙ্গুর ও অলীক। তোমার প্রিয়তম স্বামীর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া অন্বেষণ করিয়া লও, তিনি আছেন কি তার দেহে, না অন্যত্র। স্বামীর যথার্থস্বরূপ চিনিয়া লও,—জীবন অমৃতময় হইবে, আনন্দময় হইবে। পরস্পর পরস্পরের পরিচয় গ্রহণ কর এবং পরিচয়-প্রসঙ্গে দেহের চঞ্চলতা যথাসম্ভব পরিহার করিয়া সংযমব্রত অবলম্বনেও যত্নবতী হও।

চিত্তের স্নিগ্ধতা সংযম-পালনের সহায়। চিত্তের রুক্ষতা সংযম পালনের বিঘ্ন। ক্রোধ ও আলস্য এই দুইটাই সংযমের পরমশত্রু। এইসব অরাতি-নিচয়কে ধ্বংশ করিয়া সিংহিনী-বিক্রমে কর্ত্তব্যের পথে ধাবিতা হও।

* * * ইতি

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

একবিংশ পত্র

জয় মা

চন্দনবাইসা, বগুড়া

৯ ফাল্গুন, ১৩৪০

পরমকল্যাণীয়াষু:—

স্নেহের মা, সংসারের প্রতি আসক্ত চিত্তকে শ্রীনামের বলে অনাসক্ত কর। যে বস্তুর প্রতি চিত্ত যখন লোলুপ হইবে, সেই

বস্তুই তৎক্ষণাৎ তোমার পরমোপাস্যের শ্রীচরণে অর্পণ কর। ভোগ-বুদ্ধি জাগ্রত হইলে ভোগ্যবস্তু তাঁহার পাদপদ্মে অঞ্জলি দাও। লালসার পীড়নে চিত্ত অধীর হইলে অহর্নিশ দেহ-মন-প্রাণ তাঁরই শ্রীপাদপ্রান্তে উপঢৌকন দিতে নিরতা হও। তোমার বলিতে কিছু রাখিও না, সব তুমি তাঁরই শ্রীহস্তে তুলিয়া ধর, যন্ত্রী হইয়া যন্ত্রবৎ তিনি তোমাকে একমাত্র নিত্যশুভের পানেই পরিচালিত করিবেন। তোমার ব্যক্তিত্ব, তোমার অহংবোধ, তোমার কর্ত্তৃত্ববুদ্ধি সব তাঁর কাছে বিকাইয়া দাও। এক কণা সুখলিপ্সাও যদি অন্তরে জাগে, তবে তাও তাঁকেই দিয়া দাও। ইহাই পরমমঙ্গল লাভের পথ, অমৃত আস্বাদনের অভ্রান্ত উপায়,—সংযম লাভের শ্রেষ্ঠ কৌশল।

জীবন তোমার দাম্পত্য,—এ জন্যই যে সংযম প্রতিষ্ঠা অসম্ভব, ইহা নিমেষের জন্যও বিশ্বাস করিও না। অসম্ভব হইলেও পূর্ণ-সংযম প্রতিষ্ঠার জন্যই আমি তোমাকে উপদেশ দিলাম। কিন্তু অসম্ভব ইহা আদৌ নহে,—এমন কি ইহা খুব কঠিনও নহে। ইচ্ছা করিলেই তুমি পূর্ণ সংযমকে তোমার জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিতে পার, এই জন্য অনেক কিছু অসাধ্যসাধন করিতে হয় না। তোমার জীবনের যিনি পরমোপাস্য, তাঁকে একটুখানি ভালবাস, একটুখানি প্রেম দাও,—প্রেমই তোমাকে নিত্যানন্দধামের দিকে টানিয়া নিয়া যাইবে, সংযম আপনিই সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে।

তোমার সংসারী জীবনটাই একটী আশ্রমীর জীবন বলিয়া মনে করিবে। শ্রীপ্রভু তোমার এই আশ্রমের অধিষ্ঠাতা প্রাণ-পুরুষ। তাঁর পুণ্যময় প্রভাব এই আশ্রমের সর্ব্বত্র প্রকটিত। তাঁর আশীষময়ী অবস্থিতি এই আশ্রমের প্রতি অনুতে, প্রতি রেণুতে। তাঁর প্রেমময় স্বভাব এই আশ্রমের অন্তরে বাহিরে সর্ব্বতোভাবে বিরাজিত। চক্ষু

খুলিয়া চাহিয়া দেখ, ধ্যানের নেত্রেও লক্ষ্য কর, এবং উপলব্ধি করিয়া ধন্য হও। তোমার উপরে এই আশ্রমের পবিত্রতা রক্ষা করার ভার তিনি দিয়াছেন, কারণ তুমি যোগ্যা অধিকারিণী। অহংবুদ্ধির দিক্ দিয়া বিচার করিতে যাইও না, তিনিই তাঁর অপার কৃপার বলে তোমাকে এই আশ্রমের সেবাধিকারিণী করিয়াছেন, এখানেও তাঁরই মহিমা প্রস্ফুটিত। তোমাকে তোমার কর্ত্তব্য পালন করিতে হইবে, বড় আদরে যে কর্ম্মভার, যে দায়িত্ব তোমার স্কন্ধে তিনি অর্পণ করিয়াছেন, তাহার সম্মান প্রাণান্ত শ্রমসহকারে তোমাকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে প্রয়াসিনী হইতে হইবে,—নিজের জীবনের অলঙ্ঘনীয় মর্য্যাদা দ্বারা স্বামীকে রাখিতে হইবে ধর্ম্মপথে, পুত্রকন্যাদিগকে চালাইতে হইবে ধর্ম্মপথে।

যখন যাহা জানাইতে হয়, অকপটে জানাইও। কুশলে আছি। আশীষ জানিও। ইতি,—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

দ্বাবিংশ পত্র

জয় মা

চন্দনবাইসা, বগুড়া
৯ ফাল্গুন, ১৩৪০

পরমকল্যাণীয়াষু:—

স্নেহের মা, * * * নারীজন্ম গ্রহণ করিয়াছ,—মহাপুণ্যের ফলে, পাপের ফলে নহে। এইরূপ বিশ্বাস সর্ব্বদা অন্তরে পোষণ করিও।

মায়ের জাতি হইয়াছ, সন্তানের জাতির পূজার স্থানীয় হইয়াছ, নিশ্চয়ই জন্মজন্মান্তরীণ সুকৃতির ফলে। বিশ্বাস করিও, বিশ্বজগতের মা তুমি, জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ডেরই তুমি জননী, তুমি জীবধাত্রী, পালয়িত্রী, মঙ্গলময়ী জগন্মাতৃকা। আমরা সন্তানেরা তোমাদিগকে পূজা করিব, মহামন্ত্র "মা" উচ্চারণে কামজয়ী হইব, রিপুকুল ধ্বংস করিব, তোমাদের স্নেহ-কটাক্ষের অব্যর্থ শক্তিতে জগতে দিগ্বিজয় করিব, কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিব।

তোমার যে মহিমা কোথায়, তোমার যে গৌরব কোথায়, তোমার প্রকৃত প্রতিষ্ঠা কোথায়, তাহা তোমাকে সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে মা। তবেই তুমি তোমার উপযুক্তা হইতে পারিবে। পুরুষজাতির নিকটে লালসার উগ্রমদিরা পরিবেশনই তোমার জীবনের চরম সার্থকতা নহে, উদ্বেল-তরঙ্গাকুল বাসনা-বিপুল উন্মত্ত সমুদ্র-গর্জ্জনকে ভ্রূকুটি-ভঙ্গীতে স্তম্ভিত করিয়া দেওয়াই তোমার জীবনের মহনীয় ব্রত।

পবিত্র পরিণয়-সূত্রে গৃহলক্ষ্মীরূপে তুমি একজনের ঘর আলো করিয়া বিরাজিতা রহিয়াছ কেন জান মা? পুরুষের বহির্ম্মুখী মনকে স্নেহের বলে প্রেমের বলে অন্তরের দিকে আকর্ষণ করিবার জন্য, তাকে নরকে ডুবাইবার জন্য নহে। সাহায্য কর তাকে, বল দাও তাকে, উৎসাহ যোগাও তাকে। নিজের শক্তি নিজের মধ্যে রাখিয়া সে যেন তার জীবনের পরমারাধ্য দেবতাকে সত্য করিয়া লাভ করিতে পারে, তেমন প্রেরণা দাও তাহাকে। তবে ত তোমার গৃহলক্ষ্মীরূপে সান্ত গৃহে অনন্ত সুষমায় পরিমণ্ডিত হইয়া অবস্থান করার সার্থকতা সম্পাদিত হইবে!

স্ত্রী স্বামীর নিত্যসঙ্গিনী হউক, অনিত্য সুখ হইতে তাহাকে বিরত করুক, অনিত্যের সেবা হইতে তাহাকে পরাঙ্মুখ করুক, ক্ষণিক তৃপ্তির মোহে আজীবন দুঃখ-দুর্দ্দৈন্য সঞ্চয়ের মন্দবুদ্ধি হইতে তাহাকে রক্ষা

করুক। তবে ত স্ত্রী যথার্থই সহধর্ম্মিণী-পদবাচ্যা হইবে। ভোগের পথ হইতে মা নিজে প্রাণপণ যত্নে নিজের মনকে আগে ফিরাও, তারপরে তোমার অসামান্য প্রভাবের দ্বারা স্বামীর মনকে নিত্যের প্রতি প্রধাবিত কর। সংসার সুখময় হউক, ধরণী স্বর্গত্বপ্রাপ্ত হউক, বিবাহিত জীবনের বন্ধনক্লেশ-মোচন ঘটুক, দাম্পত্যজীবন নিত্য-মুক্তির সুখাস্বাদনে মধুর হউক।

আশীর্ব্বাদক
তোমার স্নেহের সন্তান
স্বরূপানন্দ।

ত্রয়োবিংশ পত্র

জয় মা

সরিষাবাড়ী, ময়মনসিংহ
১৮ ফাল্গুন, ১৩৪০

পরমকল্যাণীয়াষু:—

স্নেহের মা— * * * এইসঙ্গে দুইখানা পত্র পাঠাইলাম। প্রথম পত্রখানা যে লিখিয়াছে, সে তোমারই মত একটী অর্দ্ধশিক্ষিতা স্ত্রীলোক, বাড়ী কাছাড়। দ্বিতীয় পত্রের লেখক, তোমারই মত এক স্বল্পবুদ্ধি মেয়ের স্বামী, বাড়ী ত্রিপুরা। প্রথম পত্রের লেখিকা লিখিয়াছেন,—"বাবা, পতিমুখে আপনার আদেশ পাইয়া এক বৎসর কাল সংযমব্রত অবলম্বন করিয়াছিলাম। আমার স্বামী যখন বিচলিত হইয়া যাইতেন, তখন বাবাকেই স্মরণ করিয়া সকল বিঘ্ন অতিক্রম করিতে পারিয়াছি

শুধু শ্রীশ্রীবাবারই কৃপাতে। কত সময় তিনি অনুনয়, বিনয়, কখনো বা ভয় প্রদর্শনের দ্বারা আমাকে সংযমচ্যুতা করিতে চাহিয়াছেন, বাবারই আশীষে তাঁর মনে পরিবর্ত্তন আসিয়াছে এবং আমি ব্রত-বিরোধী কথা শুনি নাই বলিয়া পরিশেষে তিনি আনন্দে গদ্‌গদ হইয়াছেন।" প্রথম পত্রের লেখিকার স্বামী আমাকে লিখিয়াছেন,—"এতদিন মনে করিয়াছিলাম, নি—আমারই একটা জিনিষ। কিন্তু এখন মনে হইতেছে যে শ্রীগুরু পূজারই সে পবিত্র কুসুম।"

দ্বিতীয় পত্রের লেখক লিখিয়াছেন,—"আপনার স্নেহের মা আমাকে ব্রতরক্ষায় সর্ব্বদা সহায়তা করিতেছে। তাহার সাহায্যেই আমি অগ্রসর হইতে পারিতেছি। পূর্ব্ব-সংস্কার যখন আমাকে বিপথে টানিয়া নিতে চাহিয়াছে, আপনার আশীর্ব্বাদের শক্তিতে বলীয়সী এই অবোধা বালিকা আমাকে ফিরাইয়া আনিতে সামর্থ্যের অভাব প্রদর্শন করে নাই। ধন্য তিনি, যাঁর ইচ্ছার ইঙ্গিতে একটী মজ্জমানা ক্ষুদ্র তরণী নিজেকে সামলাইয়া লইয়া পরিশেষে প্রবল ঝড়ের মুখে কাণ্ডারীহীন মাস্তুলহীন মজ্জনোন্মুখ বিশাল অর্ণবপোতকে রক্ষা করিয়া যায়।"

পত্রলেখক ও লেখিকারা অবশ্য তাঁহাদের সাফল্যজনিত আনন্দের উচ্ছ্বাসে সকল প্রশংসা নিয়া আমার ঘাড়ে ফেলিয়াছেন। এই প্রশংসা আমার প্রাপ্য নহে, প্রথমতঃ প্রাপ্য শ্রীভগবানের এবং গৌণভাবে প্রাপ্য তাদের পুরুষকারের। কিন্তু সে কথা আমার আলোচ্য নহে। এই পত্রাংশগুলি উদ্ধৃত করিয়া আমি ইহাই বলিতে চাহি যে, সধবার জীবনে সংযম অসম্ভব নহে এবং সংযমের সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিতে হইলে বি-এ, এম-এ, পাশ করিতেও হয় না, ডন-কুস্তিও করিতে হয় না। সামান্য একটু সঙ্কল্পের বল লইয়া, সামান্য একটু ভগবদ্-বিশ্বাস লইয়া কার্য্যারম্ভ করিলেই সিদ্ধি অনিবার্য্য।

একশত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলে যে ফল, এক বৎসর দাম্পত্য সংযমে সেই ফল। * ইতি

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

চতুর্ব্বিংশ পত্র

জয় মা

নবীনগর, ত্রিপুরা

২২ শে ফাল্গুন, ১৩৪০

স্নেহের মা,

তোমার পত্রখানা পড়িয়া আনন্দ পাইলাম।

ভোগের বুদ্ধি দ্বারা যখন নরনারী পরিচালিত হয়, তখন সংসার তাদের নিজের। সেবার বুদ্ধির দ্বারা যখন পরিচালিত হয়, তখন সংসার শ্রীভগবানের। তোমরাও তখন আর তোমাদের নও, তোমরাও তখন শ্রীগুরুর, তোমাদের দেহও তাঁর, তোমাদের মনও তাঁর, তোমাদের বিলাসও তাঁহারই জন্য, তোমাদের লালসাও তাঁহারই প্রতি। নিজ-সুখার্থে কোনও কাজ তাঁর সংসারে থাকিতে পারে না।

নিবেদন কর নিজের সব কিছু, তাঁরই অভয় চরণে। দেব-পূজার নৈবেদ্যের ন্যায় পবিত্রতার মাধুর্য্যে দেহ তোমার সাজুক, মন তোমার নাচুক, আত্মবিসর্জ্জনের মধ্য দিয়া আজ অমর জীবন জাগাইয়া তোল।

---

* এই পত্রখানা লিখিতে লিখিতে সহসা গুরুতর কার্য্যানুরোধে শ্রীমৎ স্বামীজী লেখনী পরিত্যাগ করেন এবং এই অসমাপ্ত অবস্থাতেই পত্রখানা ডাকে দেওয়া হয়।

দুইজনে মিলিয়া মহোৎসাহে নিজেদের শেষ আমিত্বটুকুও তাঁর পায়ে ঢালিয়া দিবে, ইহারই নাম বিবাহ্। লালসা মদিরা-পানে উন্মত্ত হইয়া পঙ্কিল সংসারের কাদামাটি অঙ্গে মাখিয়া মাতামাতি করার নামই বিবাহিত জীবন নহে। শুভাশীষ্ জানিও।

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

পঞ্চবিংশ পত্র

জয় মা

হবিগঞ্জ, শ্রীহট্ট

২১ বৈশাখ, ১৩৪১

কল্যাণীয়াষু :—

স্নেহের মা, * * * সংসার বর্জ্জন করিয়া তোমাদিগকে ভগবৎ-কৃপা লাভের জন্য চেষ্টা পাইতে হইবে না। সংসারের মধ্যে থাকিয়াই সংসারকে জয় করিতে হইবে,—বীরের মত যুদ্ধ করিয়া,প্রাণপাত সংগ্রাম চালাইয়া। প্রলোভনময় সংসারে থাকিয়াই সকল প্রলোভনের মুখে পদাঘাত করিয়া চলিতে হইবে। ক্ষণিক সুখ হইতে মনকে তুলিয়া নিয়া নিত্যসুখে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। অপর দশজন নরনারীর ন্যায় না চলিয়া জীবনকে সংযমের বলে ভোগবর্জ্জনের বলে ত্যাগবুদ্ধির বলে একটা বিশিষ্টতা দান করিতে হইবে। তোমার জীবনের দৃষ্টান্ত দেখিয়া সহস্র সহস্র নরনারী কল্যাণের পথে অগ্রসর হউক, এই সঙ্কল্প লইয়া পথ চলিও। অন্তরে ভরসা রাখ যে, তোমার জীবন-কুসুমে একটা অপূর্ব্ব সৌরভ থাকিবেই। কত অভাগিনী-নারী জগতে জন্মগ্রহণ করিল,

দুই দিনের খেলা সাঙ্গ করিয়া সংসারের মায়া অনিচ্ছায় ছাড়িয়া চলিয়া গেল, কিন্তু ভগবৎ-প্রীতির রসাস্বাদন পাইল না, প্রকৃত সুখ চিনিল না, সংসার-সুখে মজিয়া, বিলাসিতায় ডুবিয়া, ভগবানকে ভুলিয়া, শুধু দুঃখ আর দাবানল, ব্যর্থতা আর অশান্তিই বহন করিয়া লইয়া গেল। এইরূপ জীবন যেন মা তোমাকে যাপিতে না হয়। তুমি যেই দিন নশ্বর তনু ত্যাগ করিবে, সেই দিন যেন ভগবানের পায়ের কোণায় তোমার একটা আসন থাকে, চিরশান্তিময় পরমবিধাতার স্নেহময় ক্রোড়ে যেন তোমার অধিকার থাকে। বিলাসিতার পাপময় পঙ্কে জগৎ ডুবিয়া রহিয়াছে, ভোগের লালসায় সকলের প্রজ্ঞানেত্র অন্ধত্ব পাইয়াছে,—তোমার জীবনের ত্যাগ ও পবিত্রতার দ্বারা, সংযম ও শুদ্ধতার দ্বারা জগৎকে পরিত্রাণ কর। প্রমাণিত কর যে, দাম্পত্যজীবন ধর্ম্ম-সাধনারই জীবন, কামুকতার কদর্য্য অনুষ্ঠান সমূহ বাধ্যকর নহে। * * * শুভাশীষ জানিও। ইতি

আশীর্ব্বাদক
তোমার স্নেহের সন্তান
স্বরূপানন্দ

ষড়বিংশ পত্র

ওঁ মা

ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ত্রিপুরা
৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১

পরমকল্যাণীয়াষু:—

স্নেহের মা, তোমাকে দর্শনমাত্র যেন পুরুষ মাত্রেরই মনে “মা”

কথাটী জাগিয়া ওঠে, এমন ভাবে নিজের মহিমাকে প্রস্ফূরিত করিয়া তোল। "মা" কথাটী যেন জাগে দৈববাণীর মত, অনাহত ধ্বনির মত স্বতঃ-প্রেরণায়, "মা" কথাটী যেন জাগে বজ্রগর্জ্জনের মত অভ্রান্ত আরাবে। তোমার মুখের বাণী, তোমার পায়ের স্পর্শ, তোমার চখের দৃষ্টি, তোমার রূপের বিভা যেন পুরুষ-জাতির ভিতরে অনাড়ম্বর মাতৃভাব সহজাত প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলে। সাজিয়া গুজিয়া যেন কেহ তোমাকে "মা" ডাকিতে না আসে, "মা" বলিয়া ডাকিবার আগে যেন কাহাকেও থিয়েটারের পাঠ মুখস্থ করিতে না হয়। মাতৃজাতীয়া হইয়া জন্মগ্রহণ করিবার যে মহনীয় সার্থকতা, তাহা ইহা দ্বারাই প্রমাণিত হইবে।

কিন্তু মা, সকল জগতের যিনি মা হইবেন, নিজ স্বামীর নিকটেও তাঁর একটা পবিত্রতার মর্য্যাদা, একটা পরিশুদ্ধতার সৌন্দর্য্য অক্ষুণ্ণ থাকা দরকার। বিশ্বের যিনি জননী, তিনি স্বামি-সোহাগের মধ্যেও একটা সম্ভ্রম নিশ্চিতই রক্ষা করিয়া চলিবেন। স্বামীর নিকটে স্ত্রীর লজ্জা নাই, সঙ্কোচ নাই, একের সর্ব্বস্ব অপরের, একের নিকট অপরে সর্ব্বতোভাবে অকুণ্ঠিত,—ইহা দাম্পত্য ধর্ম্মেরই একটা বিশেষত্ব। কিন্তু সামান্যা রমণীতে আর মাতৃময়ী রমণীতে পার্থক্য আছে। সামান্যা রমণী তার ছাগবুদ্ধি স্বামীর সন্নিকটে ছাগবৎ, শূকরবুদ্ধি স্বামীর নিকটে শূকরীবৎ, কুক্কুরবুদ্ধি স্বামীর নিকটে কুক্কুরীবৎ নির্লজ্জা ও কামপরায়ণা হইয়া থাকে। মাতৃময়ী রমণী তাহা হইতে পারেন না। মাতৃময়ী রমণী সন্তান-লাভার্থে ধর্ম্মবুদ্ধিতে স্বামি-সহবাস করিতে পারেন, করিয়া থাকেন, কিন্তু ধর্ম্মবুদ্ধিবর্জ্জিত বা সন্তান-লাভোদ্দেশ্য-বঞ্চিত বৃথা-সম্ভোগের জন্য উন্মত্ত-প্রায় লালসা-ব্যাকুল স্বামীকে তিনি স্নেহের প্রভাবে প্রেমের প্রভাবে সাদর সম্বর্দ্ধনার মধ্য দিয়াই কামবিরত ও সংযমী করিতে পারেন

এবং করিয়া থাকেন। শুধু সন্তানদের নিকট দাঁড়াইয়াই মা তোমাকে মাতৃময়ী প্রতিভার প্রকটন করিয়া ক্ষান্ত থাকিলে চলিবে না, তোমার প্রাণসম যে প্রিয় স্বামি-দেবতা, তাঁরও চিত্তের প্রবল কামক্ষুব্ধ উন্মত্ততাকে স্নেহ-কর-পরশে স্নেহ-মধু-স্বভাবে স্নেহ-সুধা-দরশে প্রশান্ত করিয়া তাঁর কামলুব্ধতা দূর করিতে হইবে, তাঁর ভিতরের শিবকে, তাঁর অন্তরের প্রেম-স্বভাব স্নিগ্ধ-চেতা মহামানবকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে।

বুঝিলে মা, ইহাই তোমার সতীত্ব-সাধনার পরম গৌরব। ইহাই তোমার সধবা-জীবনের পরম সৌষ্ঠব। ইহাই তোমার দাম্পত্য সাধনার পরম সৌরভ। তোমার জীবন ফুলের মত সহাস্য আননে ফুঠিয়া উঠুক, শারদীয়া জ্যোৎস্নার ন্যায় পবিত্রতার দিব্য জ্যোতিঃ তোমার প্রতি অঙ্গ দিয়া প্রতি প্রত্যঙ্গ দিয়া বিকশিত হউক। সম্বৃতা বা অসম্বৃতা, আবৃতা বা অনাবৃতা, যে কোনও অবস্থাতে তোমাকে দর্শন করিয়াও যেন তোমার স্বামীর চিত্তে কখনো লালসার খাণ্ডবানল জ্বলিয়া না উঠিতে পারে, তাঁর মনে বা প্রাণে লালসার কৃমিকীটগুলি কিলিবিলি করিয়া না উঠিতে পারে, তোমার সমগ্র শরীরের প্রত্যেকটী অনুপরমাণু তেমন ভাবে গঠিত হইয়া উঠুক। তোমার নিশ্চিতই মনে আছে, সেদিন আমি মৌখিক উপদেশকালীন তোমাকে বলিয়াছিলাম যে, সচ্চিন্তা অবিরাম করিতে থাকিলে চিন্তার অচিন্ত্য শক্তিতে দেহের অসাত্ত্বিক পরমাণু সমূহ ক্রমশঃ সাত্ত্বিক অনুপরমাণুতে পরিণত হয়। সত্যস্বরূপ শ্রীভগবানে সৎস্বরূপ শ্রীনামের সহায়ে নিয়ত তোমার যাবতীয় চিন্তাপ্রবাহকে যুক্ত করিয়া রাখ,—তোমার জীবনের পরমা পবিত্রতা ইহা দ্বারাই আপনি সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া যাইবে।

শুভাশীষ জানিও। বাপধনকে এই পত্র দেখাইও। তোমার

উন্নতিমুখিনীপ্রেরণা তোমার স্বামীকে সংযমের পথে, আত্ম-শাসনের পথে টানিয়া আনিতে সমর্থ হউক। ইতি

আশীর্ব্বাদক
তোমার আদরের ছেলে
স্বরূপানন্দ

সপ্তবিংশ পত্র

জয় মা

গোবিন্দপুর, ময়মনসিংহ
৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১

নিত্যাশীর্ভাজিনীষু :—

স্নেহের মা, তোমার পত্রগুলি একে একে সবই আমার নিকট পৌঁছিয়াছে। কিন্তু একান্ত অবসরের অভাবেই উত্তর দিয়া উঠিতে পারি নাই। অদ্য একটা সুসংবাদ দিবার জন্য জোর করিয়া সময় করিয়া লইয়া এই পত্র লিখিতে বসিলাম। অদ্য বিকালে সন্নিকটস্থ গাঙ্গাটিয়ার জমিদার বাড়ীতে গিয়াছিলাম। যৌগিক আসন-মুদ্রাদি শিক্ষাদান প্রসঙ্গে একটী সভা হইল। তাহাতে জমিদার-বাড়ীর কয়েকটী অল্পবয়স্কা অনূঢ়া কন্যা আমার প্রদর্শিত আসন ও মুদ্রাগুলি সর্ব্বসমক্ষে অভ্যাস করিয়া দেখাইল। নিশ্চয়ই সংবাদটী শুনিয়া আনন্দিতা হইবে।

ভারতবর্ষে কখনো কখনো প্রয়োজনের অতিরিক্ত সংখ্যায় চিরকৌমার-ব্রতধারী সন্ন্যাসী আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাহার ফলাফল দর্শনে ইহাই মনে হয় যে, প্রকৃত সন্ন্যাস সহজলভ্য বস্তু নহে এবং

যুগাচার্য্য সন্ন্যাসী জগতে চিরকালই সংখ্যায় অল্প থাকিবেন। সম্প্রতি নারী-জাতির ভিতরে চিরকৌমার-ব্রত ধারণ করিয়া সন্ন্যাস-সঙ্কল্প লইয়া আত্মমোক্ষ বা জগদ্ধিত সাধনের প্রেরণা পরিলক্ষিত হইতেছে। ইহা খুবই প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই, কিন্তু বর জুটাইতে পারি না বলিয়াই যাহারা কন্যাদিগকে চিরকুমারী রাখিতে ইচ্ছুক, তাহারা চিরকৌমার্য্যকে তার প্রাপ্য সম্মান প্রদান করিতেছেন, এরূপ মনে করিতে পারি না। যে ক্ষেত্রে কন্যার মনে কোনও প্রকারেই বিবাহিত জীবনের জন্য একটা আগ্রহ সৃষ্টি করা সম্ভব হইতেছে না, শত বাধা বিঘ্নে উপেক্ষা করিয়া কন্যা তার সহজাত সংস্কারের বলে নির্লালস জগতে বাস করিবার দুর্ব্বার দুর্জ্জয় সৎসঙ্কল্প সংগঠিত করিয়া তুলিয়াছেন, সদ্‌গুরুর কৃপায় একমাত্র সেই স্থানেই নারীর চিরকৌমার্য্য বা সন্ন্যাসিনী-জীবন তার যথার্থ মর্য্যাদায় মণ্ডিত হয়। এইরূপ সন্ন্যাসিনীদের পদরজ আমি মস্তকে ধারণ করিয়া আনন্দে নৃত্য করিব।

কিন্তু মা, অধিকাংশ নারীকেই ঠিক্ অধিকাংশ পুরুষের ন্যায় দাম্পত্য জীবন যাপন করিতে হইবে এবং বিবাহিত জীবনের মধ্য দিয়াই মানব-তনু ধারণের পরিপূর্ণ সার্থকতা সম্পাদন করিতে হইবে। এই জন্য অনূঢ়া অবস্থাতেই প্রতি বালিকার মনের মধ্যে সংযমের ভিত্তিভূমি রচিত হওয়া একান্ত আবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করি।

তোমরা তোমাদের বিবাহিত জীবনের ইন্দ্রিয়-বিমুখতা দ্বারা অনূঢ়া কিশোরীদের মনে একটা পবিত্রতার মোহনমধুর আলেখ্য সৃষ্টি কর। মুখ ফুটিয়া মা উপদেশ দিতে হইবে না,—পবিত্র জীবন যদি যাপন কর, তাহা হইলে তোমাদের অন্তরের অদৃশ্য আলোক ইহাদের অন্ধকারাচ্ছন্ন মানস-কন্দরে কিরণ-সম্পাত করিবে। তোমরা তোমাদের ভোগবুদ্ধি-হীনতা বা সংযত ভোগের দৃষ্টান্তের দ্বারা অনূঢ়া কিশোরীদিগের মধ্যে

ভোগবুদ্ধিহীনতার রুচি ও ভোগ-সংযমের সামর্থ্য সৃষ্টি কর মা। বিবাহিতা রমণীরা আজ ভোগবুদ্ধিতে আচক্ষু ডুবিয়া রহিয়াছে, তাই না আজ তাহাদের গর্ভজাতা কুমারীরা পিশাচ-প্রকৃতি লম্পটের গুপ্ত প্রলোভনে এত সহজে টলিতেছে! প্রতি বৎসর সন্তান প্রসব করিয়া, অসংখ্য পুত্রকন্যার জননী হইয়া এক শ্রেণীর সধবারা অনূঢ়া কিশোরীদের মনে বিবাহিত জীবন সম্বন্ধে যে কদর্য্য ও বিভীষিকা-সঙ্কুল ঘৃণিত চিত্র নিজেদের অজ্ঞাতসারেই আঁকিয়া যাইতেছে, তোমরা তোমাদের সংযমের দ্বারা সে চিত্র-রেখাকে স্তম্ভিত ও ব্যর্থ কর। স্বরূপানন্দের যদি স্নেহের ধন হইয়া থাক, তাহা হইলে এই একটি কর্ত্তব্য-ভার তোমাদের প্রত্যেককে নিজ নিজ স্কন্ধোপরি বহন করিতে হইবে। প্রত্যেক সধবা অপর একটী সধবাকে সধবা-জীবনের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তুলিবার ব্রত গ্রহণ কর। নিজ অন্তরে সংযমের জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে অপরাপরের অন্তরে জাগরণ আনয়নের গুরুভার কর্ত্তব্য গ্রহণ করিতে হইবে।

পারিবে না,—একথা বলিও না। পারিবে না,—এরূপ কথা বিশ্বাস করিও না। তোমার কোনও ধর্ম্মসখীকে, তোমার কোনও মর্ম্মসখীকে এইরূপ প্রাণঘাতিনী মিথ্যাকথা বিশ্বাস করিতে দিও না। সংযম-ব্রত পালন করিবার তোমাদের শক্তি আছে। স্বামী যেখানে সংযম-ব্রতের আংশিকও অনুকূল, সেখানে সংযম-ব্রত পালনের শক্তি তোমাদের পূর্ণতঃ রহিয়াছে। স্বামী যেখানে সংযম-ব্রতের প্রতিকূল, সেখানেও তোমরা কৌশল অবলম্বন পূর্ব্বক কল্যাণবুদ্ধিহীন স্বামীকে আস্তে আস্তে কল্যাণবুদ্ধিযুক্ত করিতে পার,—সে শক্তি শ্রীভগবান্ জন্ম-মাত্রই তোমাদিগকে দিয়া রাখিয়াছেন। একদিকে তোমাদিগকে তিনি যেমন অবলা করিয়াছেন, অপর দিকে তেমনি মহাবলাও করিয়া

রাখিয়াছেন। একথা বিশ্বাস করিও মা, বিশ্বাস করিও। শুভাশীষ জানিও। ইতি

শুভাশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

অষ্টাবিংশ পত্র

জয় মা

কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ
১৩ই জৈষ্ঠ, ১৩৪১

কল্যাণীয়াষু :—

স্নেহের মা, তোমার পত্র পাইলাম। ছেলে-মেয়েদের সবাইকেই ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রমে পাঠাইয়া দিতে চাহিয়াছ। কিন্তু মা, তোমার সংসারটীকেই ত' তুমি ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রমে পরিণত করিতে পার। গৃহীর গৃহই সকল আশ্রমের মূল। তবে কেন বাহিরের পানে তাকাইতেছ?

অবশ্য, সকল গৃহীর গৃহকেই "আশ্রম" বলা চলে না। কোনও গৃহীর গৃহ কারাগার মাত্র, কোনও গৃহীর গৃহ মাতালের আড্ডা, কোনও গৃহীর গৃহ বা সাক্ষাৎ নরককুণ্ড। সেই সকল গৃহীর গৃহের কথা আমি বলিতেছি না। যে গৃহে স্বামী ও পত্নী উভয়েই ভগবানে ভক্তিমান্, নিত্যপূজা নিত্য উপাসনা নিয়মিতভাবে করেন, সাধ্যানুযায়ী কাম-ক্রোধাদিকে দমন রাখিতে প্রয়াস পান, যথাশক্তি সর্ব্বজীবের হিতসম্পাদনে চেষ্টা করেন, সেই গৃহই আশ্রম-পদবাচ্য। তেমন গৃহীর ঘরেই বুদ্ধ, শঙ্কর ও চৈতন্য, রামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হন।

তোমার গৃহটীকে সেইরূপ আশ্রমে পরিণত কর। যেদিন হইতে তোমরা স্বামিপত্নী উভয়ে সংযমের ব্রত গ্রহণ করিয়া তাহা পালনে চেষ্টাশীল হইবে, সেইদিন হইতেই দেখিবে, বিনা উপদেশে তোমাদের পুত্রকন্যারা সংযমানুমোদিত জীবন যাপনে নিজেদিগকে আকৃষ্ট বোধ করিতেছে। সন্তানকে সংযমী করা কঠিন কথা নয় মা। তুমি ও তোমার স্বামী একযোগে সংযম-পালনে কৃতসঙ্কল্প হওয়া মাত্র পরিবারের শ্রী ফিরিয়া যাইবে, সংসার নন্দন-কাননে পরিণত হইবে। বিবাহের পর হইতে প্রথম যৌবনটুকু যদি হিতাহিত-বুদ্ধি-বর্জ্জিত উদ্দাম সুখভোগে কাটিয়াই থাকে, তবে তাহার জন্য আফশোষ করিয়া সময় কাটাইবার আর প্রয়োজন নাই। যাহা ঘটিয়া গিয়াছে, তাহাকে বিস্মৃত হইতে দাও। যাহা এখনো ঘটে নাই, তাহার উপরে নিজেদের কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত কর। * * * শুভাশীষ জানিও। ইতি আশীর্ব্বাদক

তোমার স্নেহের

স্বরূপানন্দ

ঊনত্রিংশ পত্র

জয় মা

শিলমান্দী, ঢাকা
১৬ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১

কল্যাণীয়াসু:—

মা, * * * কেন তুমি নিজ সন্তানকে সংযমোপদেশ দিবার জন্য গুরু, পুরোহিত বা শিক্ষকের অপেক্ষা রাখিবে? এমন একটা গুরুতর বিষয়ে তুমিই যে সব চেয়ে অধিক যোগ্যা উপদেষ্ট্রী! বুকে করিয়া

যাহাকে পালন করিয়াছ, স্তন্য দিয়া যাহাকে বাঁচাইয়াছ, এমন প্রয়োজনীয় বিষয়ে উপদেশ যে মা তাকে তুমিই দিবে! সন্তানকে সাদরে কোলে বসাইয়া সংযমের অমৃতমাখা উপদেশ প্রদান কর। আত্ম-অপচয় হইতে, কদভ্যাসের দাসত্ব হইতে, অকাল-মৃত্যু হইতে তাহাকে রক্ষা কর। নিজে যখন ঔষধ জান, তখন ডাক্তার-কবিরাজের উপরে নির্ভর করা ভুল।

তোমার উপদেশ নিশ্চিত ফলপ্রসূ হইবে। কারণ, তুমি তার মা। এই উপদেশ আরও অধিক ফলপ্রসূ হইবার কারণ তোমার নিজের সংযমের সাধনা। তুমি ত' জান, তুমি তোমার স্বামীর সান্নিধ্যকে পশুভাবে গ্রহণ করিতে বিরত রহিতে সর্ব্বদা প্রাণপণ চেষ্টা পাইয়াছ। তুমি জান, তুমি কার সন্তান। তুমি জান, কার তপস্যার ব্রহ্মবীর্য্যে তোমার আধ্যাত্মিক নবজন্ম। তুমি কেন তোমার নিজ সন্তানের সর্ব্বাপেক্ষা আবশ্যকীয় সেবায় সন্দিগ্ধতাকে প্রশ্রয় প্রদান করিবে মা?

অজ্ঞান জীব অসত্যে রমণ করিতেছে। অসাধক জীব ক্ষণিক সুখেই ডুবিতেছে। তুমি তোমার সন্তানকে জ্ঞান দান কর, সাধক কর। আনন্দে আছি। আশীষ জানিও। ইতি

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

ত্রিংশ পত্র

জয় মা ঢাকা

২৯ শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১

কল্যাণীয়াষু :—

স্নেহের মা, এখানে আসিয়া একসঙ্গে এক তাড়া চিঠি পাইলাম, যাহার জবাব লিখিতে চারি পাঁচ দিন লাগিবে। এইজন্য তোমার পত্রের উত্তর অতি সংক্ষেপে দিব। ছোট করিয়া পত্র লিখিলে তুমি দুঃখ প্রকাশ কর, মনে ব্যথা পাও, কিন্তু মা সংক্ষিপ্ত পত্রটুকুর সাথে সাথে প্রতিবার আমি নিজেই কি ছুটিয়া যাই না, তোমাকে মধুর মাতৃ-সম্ভাষণ করিয়া চিত্ত তৃপ্ত করিতে ?

দেহের দিক্ হইতে বিচার করিলে পুরুষ-দেহ এবং রমণী-দেহ উভয়ই সমান রমণীয় বা সমান বীভৎস। যৌবনে উভয়ের দেহই ফুল্ল কমলের ন্যায় নয়নের আনন্দ-দায়ক, বার্দ্ধক্যে উভয়ের দেহই দর্শনে অরুচিপ্রদ। জীবন্তে উভয়ের দেহই স্পর্শে অল্পাধিক কোমল ও সুখপ্রদ, মৃত্যুতে উভয়ের দেহই অসুখস্পর্শ ও বিভীষিকা-বিস্তারক। সুতরাং রমণী-দেহ-ধারিণী বলিয়া নিজেকে ধিক্কার দিও না। এই জন্মে একটা "মেয়েলি খোলস" পরিয়া আসিয়াছ বলিয়াই নিজের ভাগ্যকে নিন্দা করিও না। শিরা-কঙ্কাল-গ্রন্থি-শালিনী ঘৃণনীয়া মাংস-পুত্তলি বলিয়া নিজেকে নিকৃষ্টা ভাবিও না। তোমার দেহের প্রত্যেকটী শিরায়, প্রত্যেকটী কঙ্কাল-খণ্ডে, প্রত্যেকটী গ্রন্থিতেই সংযমের মধুময় মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া মাংসের পুতুলকে রক্তমাংসের অতীত জগতে টানিয়া লও মা, জগৎপূজ্যা হও। অস্থি, মাংস, মেদ, মজ্জা,

মল, মুত্র, রক্ত ও পূযের আধার ভাবিয়া হতাশায় দেহকে নরকে ডুবাইয়া দিও না, প্রতি খণ্ড অস্থিতে, প্রত্যেকটী মাংসপেশীতে, প্রতি বিন্দু মেদে, প্রতিকণা মজ্জায়, শরীরস্থ সপ্তধাতুতে এবং তাহাদের প্রত্যেকটী বিকারে সংযমের সুরভি মন্ত্র উচ্চারণ কর, দেহ-মনকে অপবিত্রতার ঊর্দ্ধ দেশে স্থাপিত কর। কে বলে তোমরা নরকের কীট? এই সকল মুর্খ-জনোচিত প্রলাপ-ভাষণে অবিশ্বাস কর, অবজ্ঞা কর। দাঁড়াও মা আজ সন্তানের জাতির সমক্ষে মাতৃময়ী মহামূর্ত্তি প্রকটিত করিয়া,দীর্ঘকাল-ব্যাপী তমসাচ্ছন্ন নয়নে আশার জ্যোতি ফুটাইয়া,—ভারতের সহস্রবর্ষ-ব্যাপী দুর্ভাগ্য আজ অপনোদিত হউক, প্রাক্তনের নিদারুণ গঞ্জনা. অদৃষ্টের অসহনীয় পরিহাস আজ উপদ্রুত হইয়া মহাপ্রস্থান করুক।

কুশলে আছি। কুশল দিও। শুভাশীর্ব্বাদ জানিও। ইতি

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

একত্রিংশ পত্র

জয় মা

নবীপুর, ত্রিপুরা

২২ শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১

নিত্যাশীর্ভাজিনীষু:—

স্নেহের মা, * * * তপস্যার দ্বারা ভিতরের প্রবৃত্তিকে দমন কর। ভগবানের নাম এ'কার্য্যে তোমার পরম বান্ধব। ব্রহ্মচর্য্যের ব্রত-সাধনে তুমি তোমার স্বামীর সহিত সমরুচি হইতে পারিয়াছ জানিয়া আমার আনন্দ ধরে না। প্রলোভন কখনও সংযম-ভ্রষ্ট করিতে চাহিলে

ভগবানের নামের শরণাপন্ন হইও। তাঁর নামই দুর্ব্বলের বল, তাঁর নামই নির্ব্বান্ধবের পরম বান্ধব। অবিশ্বাস করিয়া যে তাঁর নাম স্মরণ করে, পবিত্র নাম তারও কল্যাণ বিধান করে। বিশ্বাস পূর্ব্বক যে নাম করে, সে শতগুণ ফল পায়। নবযৌবনের এই পরাজয়-সঙ্কুল দুঃখকর সংগ্রামে তুমি নামের বলে বলীয়সী হইয়া অগ্রসর হও, নামের হুঙ্কারে রিপুকুলকে বিতাড়িত ও বিধ্বস্ত কর। * * * শুভাশীষ জানিও। ইতি

নিত্যশুভাভিলাষী
স্বরূপানন্দ

দ্বাত্রিংশ পত্র

জয় মা

কলিকাতা
২৯ শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১

কল্যাণীয়াসু:—

স্নেহের মা, শ্রীমান্ ন'—র পত্র পাইয়াছি। শ্রীমান্ দুঃখপ্রদ সংবাদ প্রেরণ করিয়াছে। তোমাদের উভয়ের ব্রত-বন্ধনে শিথিলতার কাহিনী সে বর্ণনা করিয়াছে। তোমার স্বামী এই আকস্মিক ব্রতচ্যুতিতে হতাশ ও হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছে। সে মনে করিয়াছে যে, বিবাহিতের ভোগবর্জ্জিত জীবন যাপন অসম্ভব। কিন্তু মা, অসম্ভব ত' নহেই, এমন কি দাম্পত্য জীবনে সংযম-সাধনাকে খুব কঠিন বলিয়াও মনে করা উচিত হইবে না। যদি অবশ্য, নামে মন থাকে। তোমরা যে ক্ষণিকের মোহে আত্মহারা হইয়া, নিমেষের দুর্ব্বলতায় বিচার-শক্তি হারাইয়া

ব্রতভঙ্গ করিয়া ফেলিয়াছ, ইহাতে দুঃখিত হইলেও হতাশ হই নাই। আরও প্রবল সঙ্কল্প কর যে, কঠোরতার সহিত দাম্পত্য ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিবে এবং সর্ব্বসঙ্কল্পের যিনি প্রকৃত সিদ্ধিদাতা সেই ভগবানের পবিত্র ইচ্ছার সহিত নিজ সৎসঙ্কল্পকে অভিন্ন বলিয়া অনুধাবন করিতে প্রয়াস পাও।

শ্রীমান্ ন'—লিখিয়াছে,—"শ্রীমতী ক'—র কোনও দোষ ছিল না, আমিই তাহাকে নানা প্ররোচনায় বশীভূতা করিয়া ব্রতবিরোধী কার্য্যে রতা করিয়াছিলাম।" আমি ত বলি,—"দোষ ছিল।" তোমরা যখন একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য ব্রতে আবদ্ধ, তখন এই নির্দ্দিষ্ট সময় অতীত হইবার পূর্ব্বে স্বামীর সকল সম্ভোগ-চেষ্টাকে তুমি বাধা দিতে বাধ্য। কিন্তু বাধা তুমি দাও নাই। ইহা ত' আমি মনে করি, তোমার মস্ত বড় দোষ। আমার যে মা হইবে, তার মধ্যে এত বড় একটা দোষ থাকা বড়ই পরিতাপের কথা।

বলিয়াছিলাম, একজনের সংযম যখন টুটিতে চাহিবে, অপর জন তখন তাহাকে সংযম রক্ষায় সাহায্য করিবে। এই কথা আমি পুনরায় বলিতেছি। এই কথা আমি দৃঢ়কণ্ঠে বলিতেছি। এই কথা উভয়ে প্রাণমন দিয়া শ্রবণ কর। * * * তোমাদের কুশল দিও। আশীর্ব্বাদ জানিও। ইতি

শুভাশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

ত্রয়ত্রিংশ পত্র

জয় মা

করকেন্দ, মানভূম
৯ আষাঢ়, ১৩৪১

কল্যাণীয়াষু :—

স্নেহের মা, শুভাশীষ জানিও।

স্বামি-পত্নীতে সংযমের ব্রতে আবদ্ধ হইবার পরে বারংবার তোমরা স্খলিতব্রত হইয়াছ, এই কথা সত্য বটে। কিন্তু শত পতনের মধ্যেও পুনরায় উত্থান লাভের প্রাণান্ত চেষ্টার মধ্য দিয়াই তোমরা পূর্ণ অভ্যুদয় লাভ করিবে।—হাল ছাড়িও না।

জানিয়া খুবই প্রীত হইয়াছি যে, এবার তোমাদের সংযম দীর্ঘকাল ধরিয়া অটুট রহিয়াছে। সঙ্কল্পকে দৃঢ়তর কর, প্রতিজ্ঞাকে কঠোরতর কর, দেহ-মন-প্রাণ তোমাদের পরমারাধ্যের পদপ্রান্তে আরও আবেগের সহিত নিবেদন কর। আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়াই অতুলনীয় জিতেন্দ্রিয়ত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়া যাইবে। ভয় পাইও না মা, হতাশ হইও না। প্রাণে আশা জাগাও, হৃদয়ে উৎসাহ জাগাও, বুকে সাহস জাগাও। তপস্যার পূর্ণ সিদ্ধি নিশ্চিত তোমার করতলগত হইবে। ইতি

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

চতুস্ত্রিংশ পত্র

জয় মা পুপুন্‌কী আশ্রম,
২২ শে আষাঢ়, ১৩৪১

স্নেহের মা,

তোমার লিখিত ভক্তিমাখা পত্রখানা আমি অত্যন্ত বিলম্বে পাইয়াছি। কারণ পত্রখানা আশ্রম হইতে ঠিকানা কাটিয়া আমার নিকট প্রেরিত হইয়াছিল, কিন্তু আমি অনির্দ্ধারিত ভাবে সেই স্থান ত্যাগ করায় নানাস্থান ঘুড়িয়া আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়া তবে আমার হস্তগত হইয়াছে। এই জন্যই উত্তর দিতে দেরী হইল। এই জন্য মা দুঃখিতা হইও না।

শারীরিক দুর্ব্বলতা জন্মিবার সুযোগে মানসিক দুর্ব্বলতা সহস্র দিকে বাহু প্রসারিত করে, ইহা একটা মস্তবড় সত্য। এই জন্যই আমি তোমাদিগকে শারীরিক স্বাস্থ্য ও পটুত্ব রক্ষার জন্য সর্ব্বদা চেষ্টিতা থাকিতে এত করিয়া লিখি। * * * দেহের দুর্ব্বলতাই তোমার সঙ্কল্পের শক্তিকে ক্ষণিকের জন্য দুর্ব্বল ও নিষ্প্রভ করিয়া দিয়াছিল। তোমার এই পরাজয় শোচনীয়, কিন্তু অনুশোচনীয় নহে। যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহার জন্য দিবারাত্রি মন খারাপ করিয়া বিষণ্ণ বদনে গৃহের অন্ধকার কোণে মুখ লুকাইয়া থাকিবার প্রয়োজন নাই,—একবার ভাল করিয়া অন্তরকে পরীক্ষা করিয়া দেখ, সত্যই অনুতপ্ত হইয়াছ কি না। প্রকৃত অনুতাপ চিত্তবল বৃদ্ধি করে এবং সৎসঙ্কল্পকে পুনরুত্তেজিত করে। প্রকৃত অনুতাপের ধর্ম্ম ইহা নহে যে, তোমাকে বর্ষের পর বর্ষ নিরুৎসাহ ও নিরুদ্যম করিয়া আলস্য-মোহ-পাশে বাঁধিয়া রাখিবে।

পূর্ব্বে বহুবার আমি বলিয়াছি যে, দাম্পত্য জীবনে দৈহিক মিলনের একটা সম্মানযোগ্য স্থানও আছে। সেই মিলনের উদ্দেশ্য ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তি নহে, লালসার দুর্নিবার তাড়নার নিকটে আত্মহত্যা নহে, সেই মিলনের উদ্দেশ্য ধর্ম্মার্থে জগৎকল্যাণার্থে তেজোবীর্য্যশক্তিধর সন্তান লাভ। এমন দৈহিক মিলনকে পূর্ণ সংযমের সমান সম্মান আমি দিতে প্রস্তুত আছি, এমন দৈহিক মিলনকে পবিত্র বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। অপর দৈহিক মিলনেই অপবিত্রতার অপবাদ পড়িয়াছে।

পুনরায় সঙ্কল্প কর যে, দেহটাকে ইতর সুখের ভোগোপকরণ রূপে পরিণত হইতে দিবে না। পুনরায় প্রতিজ্ঞা কর, পশুভাবকে তোমার দিব্য চেতনার উপরে কিছুতেই জয়যুক্ত হইতে দিবে না। তোমার দেহ যে ভগবৎ-পাদপদ্মে উৎসর্গের জন্যই প্রস্তুত হইতেছে, এই বিশ্বাসকে কায়মনোবাক্যে প্রবর্দ্ধিত কর। মনকে একমুখী কর, দৃঢ় কর।

অভ্যাসের বলে, সঙ্কল্পের বলে দেহকে মনের অধীন করা যায়, দেহের দুর্ব্বলতার দোষকে মনের সবলতার দ্বারা জয় করা যায়, শারীরিক ক্ষয়িষ্ণুতাজনিত পাপবাসনার উদ্যত ফণাকে শ্রীকৃষ্ণ-পাদস্পর্শে দমন করা যায়। এই জন্য মা দেহের সবলতা ও শুদ্ধতা বিধানের সঙ্গে সঙ্গে মনের সাধনার দিকেও প্রখরতর দৃষ্টি দাও।—পরমমঙ্গল এই পথেই আসিবে।

পবিত্রতা-স্বরূপ শ্রীভগবানে মন-প্রাণ লগ্ন কর, শ্রীনাম-রস-সাগরে নিমজ্জিতা হইয়া ইহজগতের সকল কালিমা মুছিয়া ফেল। ইতি

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

পঞ্চত্রিংশ পত্র

ওঁ নমঃ পরমাত্মনে

পুরুলিয়া
২৫শে আষাঢ়, ১৩৪১

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা, * * * লোহার জাল কাটিয়া যাহারা অনায়াসে বাহির হইয়া যায়, তাহাদিগকেও অনেক সময়ে ঊর্ণনাভের তন্তুতে আটক পড়িতে হয়, এইরূপ দৃষ্টান্ত জগতে অনেক আছে। কিন্তু এরূপ ব্যাপার ঘটিবার কারণ কি, তাহা কি জান মা? ভগবানকে ভুলিয়া যাওয়াই ইহার কারণ।

নিমেষের জন্যও ভগবানকে ভুলিওনা। তোমার প্রাণের প্রত্যেকটী কামনার সহিত, প্রত্যেকটী বাসনার সহিত শ্রীভগবানের অমৃতময়ী অবস্থিতি কল্পনা করিতে চেষ্টা করিও। তোমার প্রত্যেকটী প্রাণস্পন্দনের সহিত ভগবান নিয়ত বিরাজ করুন। তাঁর স্মৃতি যেন ক্ষণিকের তরেও তোমার অন্তরে মলিন না হয়। যতক্ষণ তাঁর স্মৃতি দীপ্যমান, কাম-মোহের সাধ্য কি ততক্ষণ তোমাকে স্পর্শমাত্রও করিতে পারে?

কামকে তোমার অধীন কর, কামের অধীন হইওনা। যুদ্ধ করিতে ভয় পাইও না, সংগ্রাম দিতে অলস হইও না। শ্রীভগবানের পবিত্র নামের অব্যর্থ প্রহরণ লইয়া দশভূজা শ্রীদুর্গার ন্যায় অসুর-নিবহ-নিধনে অগ্রসর হও। রণচণ্ডিকার বংশবাহিনী মা আমার, দৈত্যদানবের ক্ষণস্থায়ী হুঙ্কারে আত্মবিস্মৃতা হইওনা। জাগো মা কালভয়বারিণি করালি কালিকে, নিজে জাগিয়া জগৎকে জাগরিত কর।

কুশলে আছি। শুভাশীষ জানিও। ইতি

আশীর্ব্বাদক সন্তান
তোমার স্নেহের
স্বরূপানন্দ

ষট্‌ত্রিংশ পত্র

ওঁ মা বাঁকুড়া

৬ই শ্রাবণ, ১৩৪১

শুভান্বিতাসু ঃ—

স্নেহের মা, * * * তোমার সংযম-ব্রত-পালনেচ্ছু স্বামীর পত্রের প্রত্যেকটী কথা আমাকে আনন্দিত করিয়াছে। কিন্তু বাপধন যে তার আকস্মিক ব্রতচ্যুতির ব্যাপারটিতে তোমাকে সম্পূর্ণরূপে নির্দ্দোষ বলিয়া রায় দিয়াছে, তাহাতে আমি সায় দিতে পারিলাম না।

শ্রীমানের পত্রখানা হয়ত তুমি দেখিয়াছ। ডাকে দিবার পূর্ব্বে হয়ত এই পত্র তোমাকে দেখান হইয়া থাকিতে পারে। যদি তাহাই হইয়া থাকে, তবে, তুমিও যে নিজেকে ব্রতচ্যুতির ব্যাপারে সম্পূর্ণ-নির্দ্দোষ বলিয়া ভ্রম করিয়াছ, তাহাই মনে করিতে হইবে। আর যদি পত্রখানা তুমি দেখিয়া না থাক, তাহা হইলে তাহার অংশ-বিশেষ তোমার দেখা প্রয়োজন।

শ্রীমান লিখিয়াছে,—"বাবা, আজ ছয় মাস কাল ধরিয়া বিঘ্নহীন পবিত্র জীবন যাপন করিয়া আজ নিজেরই বুদ্ধিদোষে পতিত হইয়াছি। অর্দ্ধবৎসরব্যাপী সুস্নিগ্ধ শান্তির সকল মধুরতা একটা দিনের ভ্রান্তিতে যেন দূর হইয়া গিয়াছে। কি যে অশান্তিতে দিন কাটিতেছে, বুঝাইবার ভাষা আমার নাই। হায়, সদ্‌গুরুকৃপায় বিনা যুদ্ধেই যে রিপুকে বশীকৃত করিয়া রাখিয়াছিলাম, আজ একেবারে বিনা যুদ্ধেই তাহার নিকট পরাজিত হইলাম। বুদ্ধিদোষে অনলে ঝাঁপ দিলাম, রতিসুখের লোভে পড়িয়া দহনের যন্ত্রণাই অর্জ্জন করিলাম, প্রতপ্ত দেহমনে আর বহ্নিজ্বালা সহিতে পারি না বাবা।

* * এই ছয়মাস ম—র সহিত এমনভাবে কাটাইয়াছি, যেমন মায়ের বুকে সন্তান থাকে, নির্ভয়ে, নিশ্চিন্তে। আপনার কৃপায় বক্ষে বক্ষ মিলাইয়া সমগ্র রজনী কাটাইয়া দিয়াছি, অন্তরে কণামাত্র লালসা ঠাঁই পায় নাই। কিন্তু আজ কি হইল? * * * বাবা, এই বিষয়ে আপনার স্নেহের কন্যা ম—'র কোনও দোষ নাই; এককণাও দোষ তার ছিল না,—আমারই দোষে সেও আজ অন্তরে অত্যন্ত অনুতপ্ত।" ইত্যাদি

আচ্ছা মা, সত্যিই কি তুমি একেবারে নির্দ্দোষ? নির্দ্দোষ হইলে এই অনুতাপ কিসের? নিরপরাধের চিত্ত ত' মা সমুদ্রতুল্য প্রশান্ত থাকে! নিরপরাধের অন্তরে ত' অনুশোচনা বা হাহাকারের স্থান নাই! নিরপরাধের বক্ষ হইতে ত' দুঃখসূচক দীর্ঘনিশ্বাস কখনও বহির্গত হয় না!

এই ব্যাপারে তোমারও ত্রুটী আছে, কিন্তু সেই ত্রুটী তোমাদের চক্ষে পড়ে নাই।

ইংল্যাণ্ডে এক সময়ে নারী-ধর্ষণ সম্পর্কে রাণী এলিজাবেথের দরবারে একটী আইন প্রচলনের আলোচনা হইতেছিল। সার ওয়াণ্টার র‍্যালে নামক একজন মনীষী পুরুষ বলিলেন,—"রমণীর নিজের ইচ্ছা না থাকিলে কোনও পুরুষ তার সাথে সম্ভোগ-ক্রিয়া সমাপন করিতে পারে না; বলপূর্ব্বক ধর্ষনের চেষ্টা চলিতে পারে, কিন্তু সঙ্গীনীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে সম্যক্ ধর্ষণ সম্ভব নহে।" এই বলিয়াই তিনি নিজের কোষ-বদ্ধ তরবারি কোষ হইতে মুক্ত করিয়া একজনকে দিয়া বলিলেন,—"আমি আমার কোষটীকে হাত দিয়া নাড়িতে থাকিব, কিছুতেই স্থির হইতে দিব না, এস দেখি কোন্ কৌশলী ব্যক্তি তরবারিখানাকে কোষমধ্যে প্রবিষ্ট করিতে পার?"

এই ঘটনাটী হইতে নিশ্চয় তুমি তোমার স্বামীর আকস্মিক ইন্দ্রিয়ো-

ত্তেজনার পরিতৃপ্তিমূলক ব্রতচ্যুতির ব্যাপারে নিজ দায়িত্বটুকু স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করিতে পারিবে। বলিতে কি মা, তোমার যেখানে সঙ্কল্প দৃঢ় এবং হৃদয়মন পবিত্রতা-লিপ্সু, সেখানে আপনা আপনিই তোমার মধ্যে অপকার্য্যে বাধা ও সৎকার্য্যে উৎসাহ দানের শক্তি জাগরিতা হইবে।

স্বামিভক্তি স্বামীর প্রতি স্বাভাবিকভাবেই বশ্যতার দাবী করে, কিন্তু স্বামীর কল্যাণের জন্য স্থলবিশেষে স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধেও নিজেকে দৃঢ়রূপে পরিচালিত করিতে হয়। স্বামীর জ্বর হইলে কোনও সাধ্বী পত্নীই তাহাকে তেঁতুল-গোলা খাইতে দিতে পারেন না। স্বামীর কলেরা হইলে কোনও পত্নীই তাহার রোগ-বিকার প্রশমিত না হওয়া পর্য্যন্ত তার একান্ত প্রার্থিত অন্নব্যঞ্জন প্রদান করেন না। তুমিও সাধ্বী-সতী, তোমাকেও স্বামীর প্রকৃত মঙ্গল কিসে, তাহা বুঝিতে হইবে। স্বামীর মঙ্গলের প্রতি তার নিজের চেয়ে তোমার অধিক তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ইহাই পাতিব্রত্য ধর্ম্মের সবচেয়ে বড় কথা।

লালসাতুর স্বামীকে কি ভাবে প্রতিনিবৃত্ত করিতে হয়, তদ্বিষয়ে বিস্তারিত আমি দুই তিন দিন পর স্থানান্তরে গিয়া লিখিব। এখানে সহরের লোকের ভিড়ে আমি একেবারেই সময় পাইয়া উঠি না। কুশলে আছি। তোমার শ্বশুর-শাশুড়ী প্রভৃতির মঙ্গল সহ তোমাদের উভয়ের কুশল দিবে। ইতি

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

সপ্তত্রিংশ পত্র

ওঙ্কার-হরি সোণামুখী, বাঁকুড়া

৯ই শ্রাবণ, ১৩৪১

নিত্যশুভান্বিতাসু ঃ—

স্নেহের মা, গতকল্য সোণামুখী আসিয়াছি। যাঁহাদের বাড়ী আসিয়াছি, তাঁহাদের বাড়ী হইতেই দেশপ্রচলিত "কথকতা" প্রথার উৎপত্তি। এই বাড়ীটাকে একটী তীর্থস্থান বলিয়া মনে হইতেছে। আসিবা মাত্রই দ্বারপ্রান্তের মালতী-লতিকা গুচ্ছে গুচ্ছে পুষ্প আন্দোলিত করিয়া দিব্য সৌরভে দশদিশি আমোদিত করিয়া এক অপূর্ব্ব অভিনন্দন প্রদান করিল।

ঠিক তখনি মনে পড়িল তোমার কথা, তোমার পবিত্রতা-দীপ্ত স্নিগ্ধ মুখমণ্ডলের কথা, তোমার অদোষদর্শী মাতৃময়ী স্নেহ-দৃষ্টির কথা। এই মালতী-লতিকাটীর সহিত অনেক বিষয়ে তোমার সাদৃশ্য আছে, কিন্তু এই সাদৃশ্যকে আরও স্ফুটতর দেখিতে যে চাহি মা!

তোমার পবিত্রতার সৌরভ বাহির হইতে আরম্ভ করিয়াছে, কিন্তু মা এখনো যে তাহা দিগ্‌দিগন্ত-প্রসারী হয় নাই! তোমার দেহমনে গুচ্ছে গুচ্ছে ভক্তি-কুসুম ফুটিতেছে, কিন্তু মা এখনো ত' দুই একটা কীট তোমার অর্দ্ধমুকুলিত ভাবকুসুমকে দংশন করিতে পারিতেছে! পূর্ণ-সংযম যে মা তোমাতে আমি চাহি!

স্বামী যদি ভোগেচ্ছুক হন, তবে তাহাকে দমন করিয়া রাখা পত্নীর পক্ষে অসাধ্য হয়, কিন্তু আবার চেষ্টার মত চেষ্টা করিতে জানিলে সুসাধ্য হইতেও অধিক ক্ষণ লাগে না।

তোমার একটী তরুণী ভগ্নী স্বামীকে পশুসুলভ চেষ্টা হইতে নিবৃত্ত করিতে না পারিয়া কাঁদিয়া বুক ভাসাইয়াছেন। পত্নীর অকপট অশ্রুরাশি স্বামীর দুর্ব্বার লালসাকে ধুইয়া দিতে সমর্থ হইয়াছে। তোমার অপর এক ভগ্নী সেবা, সৌন্দর্য্যবোধ ও মধুভাষণের দ্বারা স্বামীর চিত্তকে জয় করিয়া পরিশেষে তাহার মধ্যে সংযমের শুভ্রতাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তোমার আর একটী বোন্ নিয়ত ঈশ্বরীয় কথা, ঈশ্বরীয় আলোচনা, ঈশ্বরীয় বিচার প্রভৃতির দ্বারা স্বামীর অফুরন্ত ভোগাবেগকে স্তব্ধ করিয়া দিয়াছেন। এই দৃষ্টান্তগুলি হইতে তুমি তোমার উপযোগী কৌশল কি বুদ্ধিবলে বাহির করিয়া লইতে পারিবে না ?

পৃথক্ শয্যায় শয়ন কোনও কোনও স্থলে সংযমের সহায়ক, কোনও কোনও স্থলে ভোগাকাঙ্ক্ষার অত্যধিক উত্তেজক। সুতরাং এই বিষয়ে কোনও সার্ব্বজনীন উপদেশ নাই,—অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। কিন্তু একজন আর এক জনকে শত্রু মনে না করিয়া এবং একজন আর একজনের পূর্ণ সান্নিধ্য প্রয়োজন মত রক্ষা করিয়াও যে ভোগপথ হইতে সম্পূর্ণ বিনিবৃত্তি, তাহাই তোমাদের লক্ষ্য হউক। মন ও প্রাণ দিয়া একে অন্যকে আপনার করিয়া লও, ভোগসুখের আত্মীয়তা দ্বারা সেই অপার্থিব আত্মীয়তাকে যেন দুর্ব্বল করিও না। মঙ্গল-লক্ষ্যহীন দেহের ঘনিষ্ঠতা অন্তরের ঘনিষ্ঠতাকে বিনষ্টই করে।

শুভাশীষ জানিও। কুশলে আছি। ইতি

আশীর্ব্বাদক
তোমার স্নেহের
স্বরূপানন্দ

অষ্টত্রিংশ পত্র

ওঙ্কার-পরমাত্মা

কলিকাতা
১৬ই শ্রাবণ, ১৩৪১

শুভান্বিতাসু ঃ—

স্নেহের মা, * * * সঙ্কল্পের শক্তিতে বিশ্বাস কর। তোমার যদি সঙ্কল্প সুদৃঢ় থাকে যে, স্বামীকে বশীভূত করিবই, তবে নিশ্চিতই করিতে পারিবে। আত্মসুখপরায়ণা রমণীরা যে-ভাবে স্বামীকে বশীভূত করিতে চাহে, তোমার পথ তাহা নহে। তোমার পথ তাহাদের পথ হইতে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন। প্রেম দিয়া সমগ্র জগৎ বশীভূত করা যায়। নিঃস্বার্থ প্রেমের অসাধ্য কিছু নাই।

সর্ব্বাগ্রে তোমাকে ভালবাসিতে হইবে। বলিতে পার, স্বামীকে কোন্ পত্নী ভালবাসে না? আমি সেই ভালবাসার কথা বলিতেছি না। স্বামীর দেহটাকে স্বামী বলিয়া ভ্রম করিয়া অনেক রমণীই স্বামীকে ভালবাসে। সে ভালবাসা দেহের সঙ্গেই যায়, তাহা চিরস্থায়ী বস্তু নহে। দেহের ভিতরে থাকিয়া কে রহিয়া রহিয়া স্বকীয় মাধুর্য্যকে বিকশিত করিতে প্রয়াস পাইতেছেন, সেই দিকে দৃষ্টি সঞ্চালিত কর এবং তাঁরই পায়ে দেহ-মন-প্রাণ বিসর্জ্জন দাও। দেহ রুগ্ন হইলেও যিনি রুগ্ন হন না, দেহ ছিন্ন হইলেও যিনি ছিন্ন হন না, দেহ ক্লিষ্ট হইলেও যিনি ক্লিষ্ট হন না, দেহ সুপ্ত হইলেও যিনি সুপ্ত হন না, সেই নিত্য-অনাময়ী, নিত্য অখণ্ড, নিত্য উদ্যত এবং নিত্য জাগ্রত পরমমহৎ সত্তাকে ভালবাসিতে শিখ। এই ভালবাসা যে বাসিতে শিখে, তার পক্ষে আর স্বামি-বশীকরণ কঠিন কথা নহে।

অধমা নারী তাবিজ, কবচ, ঔষধ ও ইন্দ্রজাল দিয়া স্বামীকে বশীকৃত করিতে আবহমান কাল ধরিয়া চেষ্টা করিয়াছে। তামসিকী নারী ভোগ-সুখ-লালসে স্বামীর মনকে আবদ্ধ করিতে চাহিয়াছে। সাত্বিকী রমণী দিব্য অপার্থিব প্রেমবন্ধনে তাহাকে বাঁধিবে। উত্তমা রমণী পবিত্রতার মাধুর্য্য দিয়া স্বামীকে আটক করিবে।

স্বীয় ব্রত ভুলিও না, স্বীয় লক্ষ্য বিস্মৃত হইও না। মহাব্রত উদ্‌যাপনের সঙ্কল্পকে দিনের পর দিন দৃঢ়তর ও বলবত্তর করিতে থাক, লক্ষ্য লাভের আকাঙ্ক্ষা ও ঐকান্তিকতাকে দিনের পর দিন পুষ্টতর ও সমৃদ্ধতর করিতে থাক। মহদাকাঙ্ক্ষাই মহৎ জীবনের প্রারম্ভ-মন্ত্র, মহৎ সঙ্কল্পই মহৎ সাফল্যের মঙ্গলাচরণ।

কাম-লালস স্বামীকে বিগতকাম করা মা কঠিন নয়। একটা কুক্কুরীও জানে অকালে উপগমেচ্ছু সহচরকে কিভাবে প্রতিনিবৃত্ত করিতে হয়। ইহা রতিশাস্ত্রেরই একটা বিশাল অংশ। ভোগক্ষুধাগ্নিতে ইন্ধন দিয়া প্রতিদিন কোন রমণী তার স্বামীকে তৃপ্ত করিতে পারে না, দৈহিকভাবে ইহা একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার। এই জন্য নিতান্ত কামুকী রমণীকেও সহচরের অবাঞ্ছনীয় ভোগেচ্ছাকে প্রশমিত করিয়া রাখিবার কৌশল অবলম্বন করিতে হয়। রূপোপজীবিনী গণিকাও স্থলবিশেষে ও সময়বিশেষে এই প্রতিপ্রবর্ত্তক পন্থা গ্রহণ করিয়া থাকে। যাহাদের ভিতরে সংযমবুদ্ধির কোনও প্রতিষ্ঠা আছে, তাহাদের পক্ষে ইহা সহজতর।

সংযমপথাশ্রয় করিতে চাহিলে পতিদেবতা রক্তচক্ষু শনিগ্রহে পরিণত হইবেন,—এই ধারণা ভুল। পুরুষ রমণীর কাছে ভালবাসা চাহে। দেহ-সুখ ভালবাসা-জনিত ঘনিষ্ঠতার ফলস্বরূপেই আবির্ভূত হয়। দেহসুখ নাই, অথচ ভালবাসা আছে, এরূপ বহু দৃষ্টান্ত আছে। ভালবাসা

নাই, অথচ দেহসুখ আছে, এরূপ দৃষ্টান্তও বহু আছে। অর্থাৎ দেহসুখ ও ভালবাসা ইহারা দুইজনে একে অপরের উপরে সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে না। প্রকৃত প্রেমিক দেহসুখ বর্জ্জন করিয়াও প্রাণ-মন দিয়া ভালবাসিতে পারে। ইতর কামুক ভালবাসাকে বিসর্জ্জন দিয়াও দেহসুখে প্রমত্ত হইতে পারে। কথনো এমনও হয় যে, ভালবাসা ও দেহসুখ একের হাত অপরে ধরিয়া চলিতেছে, এই দৃশ্য দেখিয়াই লোকে ভ্রম করিতেছে যে, ভালবাসা ও দেহসুখ একেবারে ঘনিষ্ঠরূপে অভেদ বস্তু।

অন্তরে ভালবাসার সম্পদ বাড়াও, ভালবাসার বল বাড়াও, ভালবাসার প্রসার বাড়াও। তোমার ভালবাসা সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত হউক। তোমার এই প্রকৃত ভালবাসাই তোমার স্বামীর অশুদ্ধ অন্তরকে শুদ্ধ করিবে, আবিল লালসাকে বিগতমল করিবে, অপবিত্র মনকে পবিত্রতায় মধুময় করিবে। দাম্পত্য জীবন মা পিশাচ-পিশাচীর জীবন নয়, এই জীবনের মধ্য দিয়া আজ দেবভাব বিকশিত হইয়া উঠুক।

শুভাশীষ জানিও এবং সর্ব্বাঙ্গীন কুশল দিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—
তোমার আদরের ছেলে
স্বরূপানন্দ

ঊনচত্বারিংশৎ পত্র

ওঙ্কার-গুরু

চাঁদপুর, ত্রিপুরা

১৯শে শ্রাবণ, ১৩৪১

নিত্যনিরাপদাসু :—

স্নেহের মা, তোমার পত্রখানা পাইয়া অত্যন্ত প্রীতি লাভ করিলাম। আমি নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি যে, আমার মায়েরা এত সুন্দর, এত মধুর, এত পবিত্র। তোমার দেহমনের নির্ম্মলতাই তোমার সুষমার জ্যোৎস্না, তোমার ভাব ও কর্ম্মের বিশুদ্ধতাই তোমার সৌন্দর্য্যের কিরণ। সংযম-রশ্মিময়ী মা আমার, দীর্ঘজীবিনী হও এবং কামকলুষ-কলঙ্কিত দুঃখময় জগতে নিষ্কাম নিষ্কলুষ প্রেমের জাগ্রত মূরতিরূপে পূজাস্পদা হও।

রমণই রমণী-জীবনের চরম চরিতার্থতা নহে, প্রীতির পীযূষ ঢালিয়া স্বামীর জীবনকে পূর্ণতার রম্য নন্দনে পরিণত করিবার জন্য তুমি রমণী নাম ধরিয়াছ। কামের উপভোগই কামিনী জীবনের সম্যক্ সার্থকতা নহে; সর্ব্বসুখকামনার পরিতৃপ্তি ঘটিয়া যায় যে পরমসুখ ভোগে, তারপ্রতি চিত্তকে আকৃষ্ট করিয়া স্বামীর মানব-তনু-ধারণকে ধন্য ও পুণ্য করিবার জন্যই তুমি তাঁর কান্তা হইয়া আসিয়াছ। স্বামীর যেখানে আপন গৃহ, আপন দেশ, স্বামীর যেখানে আপন অন্তরের সুনিবিড় পরিচয়, সেই পরমাত্মার স্নেহনিকেতনে তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিবার জন্যই তুমি তাঁর গৃহিণী।

নয়নাভিরামা পরমরমণীয়া জননি আমার, তোমার অঙ্কদেশ জগতের সকল শ্রেষ্ঠ চিন্তার জন্মভূমি হউক। তোমার অঙ্কে শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামচন্দ্র,

শ্রীবুদ্ধ, শ্রীগৌরাঙ্গ পবিত্রতার ভাব-মূরতি ধরিয়া ক্রীড়া করুন। তোমার পবিত্র অঙ্কভূমি যেন পাপবুদ্ধির রঙ্গশালায় পরিণত না হইতে পারে। বক্ষে, জঠরে, ক্রোড়ে আজ ভগবান সর্ব্বস্ব জুড়িয়া উপবেশন করুন, লালসা বিহ্বল স্বামী সহসা পবিত্রতার সেই ত্রিদিবলাঞ্ছন জ্যোতির্ধারা দর্শন করিয়া পরিবর্ত্তিত-চিত্ত হউন, স্বস্থ হউন, আত্মস্থ হউন।

শুভাশীষ জানিও। কুশলে আছি। কুশল দিও। ইতি—

শুভাশীর্ব্বাদক
তোমার আদরের সন্তান
স্বরূপানন্দ

চত্বারিংশৎ পত্র

ওঙ্কার-হরি

বাঘাউড়া, ত্রিপুরা
২৩শে শ্রাবণ, ১৩৪১

কল্যাণকলিতাসু ঃ—

স্নেহের মা,— * * * 'ইন্দ্রিয়জয়ী-গৃহীরাই সন্তান-জননে অধিকারী, অপর গৃহী নহে। নিজেদের প্রবৃত্তির উপরে যাহাদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, তাহাদের সন্তান-জননের অধিকার নাই। কারণ, অজিতেন্দ্রিয় নরনারীর সন্তান জন্মমাত্রই এক অস্বাভাবিক ভোগলোলুপতার উত্তরাধিকার লইয়া আসে। বংশানুগত কাম-সংস্কার তাহাকে দিয়া জগতের সকল অবৈধ ও পৈশাচিক কার্য্য করাইয়া লয়।

ইন্দ্রিয়ের উপরে কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় নাই বলিয়াই ত' সর্ব্বাগ্রে তোমাদের ইন্দ্রিয়-দমনের প্রয়োজন! বিদ্রোহী বলিয়াই ত' ইহাকে শাসন করিতে হইবে! রাজভক্ত প্রজাকেই পালন করিতে হয়, শাসন

তাহার জন্য নহে। লোক-কল্যাণ-বিঘাতন-কারী দুর্ব্বৃত্তের জন্যই কারাগার।

যে ইন্দ্রিয় তোমার শাসন মানিতে অনিচ্ছুক, জোর করিয়াই তাহাকে শাসনের অধীনে আনিতে হইবে। চক্ষু যদি তোমার কল্যাণ-দেশনার বিরুদ্ধে যাইতে চাহে, তাকে প্রতিসংহৃত কর। কর্ণ যদি তোমার মঙ্গল-বুদ্ধিকে অবজ্ঞা করে, তাকে নিরুদ্ধ কর। জিহ্বা যদি তোমার সুরুচির মুখে পদাঘাত করিতে চাহে, তাহাকে রজ্জুবদ্ধ কর। স্পর্শেন্দ্রিয় যদি তোমার প্রভুশক্তিকে অমান্য করিতে চাহে, তাকে কষাঘাতে জর্জ্জরিত কর, শাসনের প্রচণ্ডতায় তাহাকে বশীভূত কর। যে তোমার কথা মানিয়াছে, একমাত্র তাহাকেই তুমি নিজ কার্য্যে ব্যবহার করিতে পারিবে।

তোমার যে-সকল সঙ্গিনী ও বান্ধবীরা এই সকল কথা বিদ্রূপে উড়াইয়া দিতে রুচিমতী, তাহাদের সঙ্গ বর্জ্জন তোমার সৎসঙ্কল্প বর্দ্ধনের সহায়ক হইবে। তোমার যে-সকল বান্ধবী এইরূপ কথার প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্না, তাহাদিগকে প্রেরণা দিয়া সৎপথাশ্রয়িনী ও সংযমব্রতানু-সারিণী করিবার চেষ্টা তোমার সৎসঙ্কল্পকে কার্য্যে রূপান্তরিত করিবার পক্ষে ব্রহ্মাস্ত্র তুল্য অমোঘ হইবে। যে-সকল বান্ধবী মাত্র শ্রদ্ধাশালিনীই নহেন, পরন্তু নিজ নিজ জীবনের আচরণ-মধ্যে ভগবৎ প্রেমকে সত্য সত্যই ফুটাইয়া তুলিতে একান্তই অধ্যবসায়-পরায়ণা, তাহাদের সংসর্গ তোমার সর্ব্বপ্রকার তপোবিঘ্ন-নিবারক এবং তপঃসামর্থ্যবর্দ্ধক হইবে।

তোমাদের মঙ্গল-প্রয়াস আজ সমগ্র জগৎকে পুণ্যময় করুক। কুশলে আছি, কুশল জানাইও। ইতি

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

স্বরূপানন্দ

একচত্বারিংশৎ পত্র

ওঙ্কার-গুরু

হাবলাউচ্চের পথে
(নৌকায়)
২৪শে শ্রাবণ, ১৩৪১

স্নেহের মা,—

নিজেকে সামান্যা মানবী বলিয়া যে মনে করে না, জীবনের একটা মহৎ লক্ষ্য কিছু আছে এবং সেই লক্ষ্যকে মৃত্যুর বিনিময়েও লাভ করিতে হইবে, এই সঙ্কল্প যার আছে, সে আমার চক্ষে অপূর্ব্ব সুন্দর, সে আমার চক্ষে দেবী-প্রতিমা, তারই পূজার জন্য পুষ্পাঞ্জলি প্রস্তুত করিয়া আমি প্রতীক্ষমাণ। জননি, কবে তোমরা আমার এই পূজা গ্রহণ করিবে?

একটী মা আসিয়া পূজা লইলেই আমার তৃপ্তি হইবে না। আমি চাহি শত শত কুমারী, শত শত সধবা, শত শত বিধবা এই দীন সন্তানের পূজাঞ্জলি গ্রহণ করিয়া তাকে কৃতার্থ করুন। একদিন একটী দশভূজার অর্চ্চনা করিয়াই আমি তুষ্ট হইব না, প্রতিদিন সহস্র সহস্র জননী আমার অর্চ্চনা গ্রহণ করুন।

জননি, সামান্যা মানবীর মধ্যেই অসামান্যা মানবী ঘুমাইয়া আছেন। তাকে জাগাইয়া তোল। এই জাগরণ-পর্ব্বের প্রথম ঋক্—সংযম। শুভাশীষ জানিও। ইতি

তোমার স্নেহের সন্তান
স্বরূপানন্দ

দ্বিচত্বারিংশৎ পত্র

ওঙ্কার-গুরু

গঙ্গাসাগরের পথে
(নৌকায়)
২৭শে শ্রাবণ, ১৩৪১

পরমকল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা, * * * ইহকালকে আমি অস্বীকার করিতে বলিতেছিনা। আমি চাহিতেছি, তোমরা তোমাদের ইহকালের মধ্যেও পরকালকে প্রতিষ্ঠিত কর। আমি চাহিতেছি, পার্থিব জীবনের মধ্যেও তোমরা অপার্থিব অমৃতরসের আস্বাদন লও। আমি চাহিতেছি, দাম্পত্য জীবন কৌমার্য্যের পবিত্রতায় যতটা সম্ভব সুশুভ্র হউক।

বাতায়ন-পথে কোনও রমণীর মুখারবিন্দ আমার চক্ষে পড়িলে, আমি ঐ মুখখানার ভিতরে জগতের অমরত্বের ক্রমবিবর্দ্ধমান প্রবাহের ধ্যান করি। পথচারিণী কোন রমণীর মুখচন্দ্রমা আমার চক্ষে পড়িলে আমি তার মধ্যে একটা দেশের একটা জাতির সকল দুঃখ-দুর্ভাগ্য-বিদূরণকারী পরমপুরুষকারপ্রবুদ্ধ অলোককীর্ত্তিধর সন্তানগণের সম্ভাবনা কল্পনা করি। তনু আমার রোমাঞ্চিত হয়, আমি মুহুর্মুহু জগজ্জননী জ্ঞানে তাঁহাকে প্রণাম করি।

পাশ্চাত্যের ভোগ-ব্যাকুলতা আজ ভারতের পবিত্র ভূমিকেও নবতর এক ভোগাচ্ছ্বাসে আত্মহারা ও প্রমত্ত করিতে চাহিতেছে। জননি, আজ খরকরবালিনী হুহুঙ্কারিণী মূর্ত্তিতে তার প্রতিরোধ কর। অমঙ্গল-বিধ্বংশকারিণী দেববীর্য্যশালিনী জননি আমার, আজ নিজের শক্তিকে জাগাও। মন্দ ছেলেকে ঘুম পাড়াইতে যাইয়া ঐ যে মোহ-ঘুমে মজিলি,

সেই তমোনিদ্রা, সেই পাপনিদ্রা, সেই মোহনিদ্রা তোর কবে অপগত হইবে ?—জাগৃহি জননি, জাগৃহি।

দাম্পত্য জীবনকে তার ধর্ম্ম হইতে বিভ্রষ্ট করিতে চাহি না, বরঞ্চ তার ধর্ম্মে তাকে দৃঢ়তররূপে সংলগ্ন করিতে চাহি। ঊর্ণনাভের ন্যায় নিজ তন্তুজালে নিজে জড়াইয়া পড়িবার জন্য দাম্পত্য-জীবন নয়, সর্ব্ববন্ধন হইতে মুক্তি পাইবার জন্য এই বন্ধনের স্বীকৃতি। দাম্পত্য জীবন অস্বীকার করিতে তোমাদিগকে বলি নাই,—কেন না, তাহা হইলে কলিকলুষনাশন ত্রিলোক-পাবন পরমর্ষিদের আবির্ভাবের পথ রুদ্ধ হইয়া যাইবে। দাম্পত্য জীবন সত্য হউক, সার্থক হউক,—আমার কামনা ইহা।

সৎসঙ্কল্পের কথা যাহাদের নিকটে প্রকাশ করিলে সঙ্কল্পের মূলকে উৎখাত করিবার জন্য লোকাচার বা সংসার-বিমূঢ়তা ষড়যন্ত্রের রন্ধ্রপথ অন্বেষণ করিবে, তাহাদের নিকটে আত্মগোপন করিয়া চলিও। বাক্ সংযত করিও, বৃথা কথা পরিহার করিও। * * * শুভাশীষ জানিও। কুশলে আছি। তোমাদের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল সংবাদে সুখী করিও। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী
তোমার স্নেহের—
স্বরূপানন্দ

ত্রিচত্বারিংশৎ পত্র

ওঙ্কার-গুরু চট্টগ্রাম

২৯শে শ্রাবণ, ১৩৪১

কল্যাণীয়াষু ঃ—

স্নেহের মা, ঠিক্ দুই দিন আগে তোমার নামে একপত্র লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম। কিন্তু চট্টগ্রাম পৌঁছিয়া দেখিলাম, পত্রখানা ডাকে দেওয়া হয় নাই, কাগজ পত্রের সঙ্গেই রহিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বপত্র নৌকায় বসিয়া লিখিয়াছিলাম এবং গঙ্গাসাগরে ডাকে দিবার জন্য একজনকে দিয়াছিলাম। এখন দেখিতেছি, সে ডাকবাক্সে চিঠিখানা না ফেলিয়া আমার বাক্সেই ফেলিয়া গিয়াছে। সম্ভবতঃ পত্রবাহক আমাকেই একটা ডাকঘর বলিয়া মনে করিয়াছে।

যাহা হউক, পূর্ব্বলিখিত পত্রখানা যখন ডাকে দেওয়া হয় নাই, তখন তার সঙ্গে আরও দুই চারিটী অক্ষর সংযুক্ত করিয়া দিতে ইচ্ছা অনুভব করিতেছি।

পূর্ব্ব পত্রের শেষাংশে লিখিয়াছিলাম যে, সৎসঙ্কল্পের কথা অপরের নিকট হইতে গোপন রাখাই উত্তম। কেন উত্তম জানো? দাম্পত্য জীবনের আত্মগঠন-প্রযত্ন যত্নতঃ সঙ্গোপিত না করিলে, পরচর্চ্চাকারী অকর্ম্মণ্যদের বৃথা-ভাষণ অতিরিক্তরূপে উচ্ছ্বসিত হইয়া কর্ম্মবিঘ্ন উৎপাদন করিতে পারে। বলিতে পার, পরের কথায় কি আসে যায়? দুই এক দিনে কিছু না আসিতে বা না যাইতে পারে, কিন্তু ধারাবাহিক কল্পিত বচনে অবাঞ্ছনীয় অবস্থারও সৃষ্টি ঘটিয়া থাকে। মহাভারতে পড়িয়াছ, মহাবীর কর্ণকে নিন্দা করিতে করিতে সারথি-ব্রতধারী শল্য তাঁর শক্তি হ্রাস করিয়াছিলেন। নিষ্প্রয়োজনে নিন্দা শুনিতে যাইবে কেন?

দাম্পত্য জীবনের নিকটতম ঘনিষ্ঠতার ভিতর দিয়াও যে ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করা যায়, একথা সাধারণ মানব-মানবী বিশ্বাস করে না। বিবাহিত

হইয়াও যে নিষ্কাম নিষ্কলুষ থাকা যায়, এ কথা তাহাদের বোধগম্য হয় না। এইজন্যই তাহারা তোমার সৎপ্রচেষ্টাকে বিদ্রূপ-বাণে জর্জ্জরিত করিবার জন্য প্রলুব্ধ হয়। বলিতে পার, পিন ফুটাইয়া ব্যথা দেওয়া চলিতে পারে, নরহত্যা সম্ভব হয় না। কিন্তু মা পিনের মত ছোট জিনিষই যদি কেহ একটীর পর একটী করিয়া অবিরত তোমার শরীরে বিদ্ধ করিতে থাকে, তবে পিনেও তোমার মৃত্যু ঘটিবে। আমি কত দৃষ্টান্ত দর্শন করিলাম, যেখানে লোক-বিদ্রূপে জর্জ্জরিত হইয়া পরিশেষে সৎসঙ্কল্প উর্দ্ধপুচ্ছে পলায়মান হইল।

মন্ত্রগুপ্তি অনেক স্থলে সঙ্কল্পের দৃঢ়তার সহায়তা করে, অনেক স্থলে বা সঙ্কল্পের দৃঢ়তার ফল স্বরূপেই উদ্ভূত হয়। এই কথা স্মরণে রাখিয়া যথাসাধ্য মন্ত্রগুপ্তি রক্ষা করিয়া চলিবার জন্যই প্রয়াসিনী হও।

অবশ্য জগতের অনেক কুকার্য্যেও মন্ত্রগুপ্তি অবলম্বিত হইয়া থাকে। চুরি, ডাকাতি প্রভৃতি পাপকার্য্যে মন্ত্রগুপ্তির প্রয়োজন হয়। ধর্ম্মালোচনার নাম করিয়া বাংলার কত পল্লীতে কত পুরুষ ও নারী মন্ত্রগুপ্তির সহায়তা লইয়া অনৈতিক আচরণ সমূহের অনুষ্ঠান করিতেছে, ধিক্কারজনক ব্যভিচারের দানবীয় লীলা প্রদর্শন করিতেছে। এই সব কদর্য্য ব্যাপারে মন্ত্রগুপ্তির ব্যবহার হইয়াছে বলিয়াই সৎকার্য্যেও স্থলবিশেষে মন্ত্রগুপ্তির ব্যবহার করা চলিবে না, ইহা যুক্তিসঙ্গত নহে। মন্দ কাজে মন্ত্রগুপ্তি অবলম্বিত হয়, এই দোষ মন্ত্রগুপ্তির নহে। এই দোষ মন্দ কাজের, এই দোষ ব্যবহারকারীর বা ব্যবহারকারিণীর। মন্ত্রগুপ্তির অভাব যেখানে সৎকার্য্যকে দুর্ব্বল করিবে, সেখানে মন্ত্রগুপ্তি অবলম্বনকেও সৎকার্য্য বলিয়াই জানিবে। শুভাশীষ জানিও। ইতি

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

চতুশ্চত্বারিংশ পত্র

হরি-পরমাত্মা

ধর্ম্মনগর, ব্রিটিশ ত্রিপুরা
১লা ভাদ্র, ১৩৪১

পরমকল্যাণীয়াসু:—

স্নেহের মা, তোমার সুলিখিত পত্রখানা পাইলাম। তোমার প্রায় প্রত্যেকটা কথাই আমি সমর্থন করিতেছি। তবে কথাটা কি জানো মা? দায়ে পড়িয়া সন্ন্যাস প্রকৃত সন্ন্যাস নয়, ঠেকায় পড়িয়া বৈরাগী প্রকৃত বৈরাগ্য নাও পাইতে পারে। অবস্থার তাড়নায় সংযম অবলম্বনের সহিত স্বেচ্ছায় এবং অসংযমের-সুযোগ-স্বত্বেও যে সংযম তাহার পার্থক্য আছে। এই সংযমেরই জগতে যত গৌরব।

যেখানে স্বামিপত্নীতে গভীর ভালবাসা আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে সংযম আছে, সেখানেই দাম্পত্য সংযম তার মঙ্গলময় লক্ষ্যকে লাভ করিতে পারে। যেখানে অকুণ্ঠিত অনুরাগ আছে, অবারিত ঘনিষ্ঠতা আছে, অথচ অচঞ্চল সংযম আছে, সেখানেই সংযমের পূর্ণ সৌন্দর্য্য প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছে, স্বীকার করিব। দাম্পত্য কলহ এবং অশান্তির সুযোগে যে সংযম, তাহা সুমধুরও নহে, সুন্দরও নহে।

আর এক কথা, সময় থাকিতে সংযম অবলম্বন করাই ব্রতগৌরব-বর্দ্ধক। বহু-সন্তান-প্রসবে ক্লিষ্টতনু বার্দ্ধক্যদশাগ্রস্তা অর্দ্ধজরতী রমণীর সংযমের কোনও অর্থ ই নাই। দাঁত পড়িয়া গেলে ব্যাঘ্র-ব্যাঘ্রিনী নরমাংস ভক্ষণের চেষ্টা ছাড়িতে পারে, কিন্তু তাহা সংযম নহে। ভোগের শক্তি থাকিতে সেই শক্তিকে বৃহত্তর ও মহত্তর প্রয়োজনে প্রয়োগ করারই নাম সংযম। ভোগের সময় থাকিতে সেই সময়কে সার্থকতর

মঙ্গলানুষ্ঠানে নিয়োজিত করারই নাম সংযম। আমি এইরূপ সংযমই আমার পুত্রকন্যাদের জীবনে প্রতিপালিত দেখিতে চাহি।

আমার বিশ্বাস, তুমি আমার কথাটুকু বুঝিয়াছ। তোমার বুদ্ধিমান্ স্বামীও যে এই কথা বুঝিতে পারিবেন, তাহাও নিশ্চিত। একাকী যাহা বুঝিয়াছ, পরস্পর পরস্পরের ভাব পুষ্টির সাহায্য করিয়া উভয়ে তাহা একযোগে বুঝিতে চেষ্টা কর। দুই দিক হইতে বুঝ যখন পূর্ণ হইয়া আসিবে, তখন তদনুযায়ী জীবন যাপন করিতে তোমাদের সবলতা ও রুচি উভয়ই সমভাবে বাড়িবে। অনেকে আছেন বলবান্ কিন্তু রুচির অভাবে কল্যাণব্রত গ্রহণ করেন না। অনেকে আছেন রুচিমান্ কিন্তু বলের অভাবে কল্যাণব্রত পালন করেন না। তোমরা একজন অপর জনের রুচি বর্দ্ধিত কর, বল বর্দ্ধিত কর। তোমরা একজন অপর জনের অন্তরে আশার কিরণ ঢালিয়া দাও। তোমরা একজন অপর জনের উৎসাহ বহ্নিতে ইন্ধন যোগাও। তোমরা একজন আর একজনের পদস্খলন নিবারণ কর। তোমরা একজন আর একজনের মোহাচ্ছন্নতা বিদূরিত কর। তোমরা একজন আর একজনের ভ্রান্তি-বিলাস অপনোদিত কর। একে অন্যের সুবিধা ও অসুবিধাগুলি চিন্তা কর এবং প্রতি পাদক্ষেপে একে অন্যকে সাহায্য-হস্ত প্রসারিত করিয়া অধোগতি হইতে রক্ষা কর।

দৈববশে তোমরা স্বরূপানন্দের সন্তান বলিয়া আত্ম-পরিচয় দিতেছ। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তোমরা ভগবানের সন্তান। তোমাদের দেহে, মনে, প্রাণে ভগবানের উপস্থিতি জাগরিতা হউক, ভগবানকে তোমাদের প্রতি দেহস্পন্দনে স্ফূরিত বলিয়া অনুভব কর, ভগবান তোমাদের আপন হউন, তোমাদের জীবন হউন। গৃহীর জীবনে ত্যাগীর দৈবী-সম্পদ প্রতিষ্ঠিত হউক। তোমরা সর্ব্বজীবের আদর্শ বলিয়া পরিগৃহীত হও।

জগদীশ্বরের পরমপবিত্র নামের সাধনা নিমেষের তরেও ছাড়িও না। তোমাদের নানা-সংস্কার-দুষ্ট আত্মশক্তি যেখানে কৃতকার্য্যতা আহরণে অসমর্থ হইয়াছে, শ্রীভগবানের নামের নিবিড় সাধনা সেখানে পূর্ণ সাফল্য প্রদান করিবে।

শুভাশীষ জানিও। ইতি

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

পঞ্চচত্বারিংশ পত্র

ওঁ হরিঃ কলিকাতা
৫ই ভাদ্র, ১৩৪১

নিত্যশুভান্বিতাসু :—

স্নেহের মা, তোমাদের দুজনের পত্রই পাইলাম। স্বামী ও স্ত্রী দুই জনের পত্রই দুই বিভিন্ন যুক্তিধারা অবলম্বন করিয়া একটী সিদ্ধান্তে আসিয়া উপনীত হইয়াছে। বাস্তবিক মা, সংযমই দাম্পত্য-প্রেমের যথার্থ পরিণতি। ভালবাসা যেখানে গভীর, দেহ-লিপ্সা সেখানে হ্রাস পাইতে বাধ্য। ভালবাসা যেখানে অগভীর, দেহ-লিপ্সা সেখানেই অযথা যখন-তখন দম্পতীর দেহকে উত্তেজিত ও মনকে প্রপীড়িত করে। প্রেমই তোমাদিগকে ইন্দ্রিয়াতীত কামগন্ধবঞ্চিত ভোগলিপ্সাবর্জ্জিত জগতে টানিয়া লইতে সমর্থ।

স্ত্রী যখন স্বামীর মধ্যে পরমদেবতাকে দর্শন করে, তখনই তার সত্যিকারের ভালবাসার উন্মেষ হয়। স্বামী যখন স্ত্রীর মধ্যে

পরমদেবতাকে দর্শন করে, তখন তারও প্রকৃত প্রেমের উদয় হয়। চন্দ্রমা দর্শন না করিলে যেমন সমুদ্রের উচ্ছ্বাস ঘটে না, ভগবানকে দর্শন না করিলেও তেমন মানব বা মানবীর প্রেমের উচ্ছ্বাস আসে না। দেহ-সুখ ভালবাসার উৎস নহে, দেহের মধ্যে অনির্ব্বচনীয় ভগবান্‌কে পরমসুখরূপী ভগবানকে আংশিক ভাবেও উপলব্ধি করিতে পারার ফল ভালবাসা। উপলব্ধি যেখানে পূর্ণ, ভালবাসা সেখানে অনন্ত, অফুরন্ত, অখণ্ড; উপলব্ধি যেখানে সুচির, ভালবাসা সেখানে নিবিড়, গভীর, দীর্ঘস্থায়ী। উপলব্ধি যেখানে স্বল্পতৈল প্রদীপের আলোকের মত স্তিমিত, ভালবাসা সেখানে নিষ্প্রভ, ক্ষীণ; উপলব্ধি যেখানে ক্ষীণতোয়া নদীর জলের মত স্বল্পপ্রাণ, ভালবাসা সেখানে শৈবাল-পঙ্কাদিতে আচ্ছন্ন ও কদর্য্য। কিন্তু যেখানেই ভালবাসা আছে, জানিতে হইবে, সেখানেই ভগবানের একটা উপলব্ধি আছে; যেখানেই ভগবানের একটা আস্বাদন আছে, সেখানেই ভালবাসা আছে। তাঁর অবস্থিতির আস্বাদন যতটুকু, ভালবাসা ততটুকু; তাঁর সান্নিধ্যের স্বাদুতা যতক্ষণ, ভালবাসা ততক্ষণ। কারণ, "রসো বৈ সঃ" তিনি রস-স্বরূপ, সকল রসের আস্বাদন তাঁহাকে লইয়া; তাঁহার মধ্যে সকল রস বিরাজিত, তিনি সকল রসে বিরাজমান।

তবে যে ভালবাসার নাম করিয়া মাঝে মাঝে পৈশাচিকী লীলা মানব-মানবীর জীবনমধ্যে অট্টহাস্য করিতেছে, তাহার কারণ, ভালবাসার মূল উৎস-স্বরূপ শ্রীভগবানকে প্রত্যেকটী হৃদয়-স্পন্দনে তোমার ভালবাসার জনটীর মধ্যে খুঁজিয়া তুমি বেড়াও না।

আচ্ছা, বল দেখি, যাহাকে বাহুপাশে বাঁধিয়া ভালবাসার অভিনয় কর, তাহাকে বক্ষমধ্যে আলিঙ্গন-বদ্ধ ভাবে পাইয়াও তোমার পিপাসা কেন মিটে না, প্রাণপ্রিয়কে পাইবার ব্যাকুলতা কেন কমে না?

আলিঙ্গনে বাঁধিয়াও তাহাকে পাইবার জন্য বাহুর পেষণ কেন তীব্র হইতে তীব্রতর হয়? কারণ, এখনো তাহাকে পাও নাই। দেহ দিয়া দেহকে বাঁধিয়াছ কিন্তু তাঁর ঐ দেহের ভিতরে অনির্ব্বচনীয় ভাবে লুকাইয়া রহিয়াছেন তোমার প্রাণের-প্রাণ জীবনধন,—তাঁহাকে না পাওয়া পর্য্যন্ত শুধু দেহকে পাইলেই ত' আর বাস্তবিক কিছু পাওয়া হইয়া উঠে না!

দেহ দিয়া দেহকে পাইয়াও যাঁহাকে পাওয়া বাকী থাকে, তিনিই রসস্বরূপ, প্রেমস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ, অমৃতস্বরূপ শ্রীভগবান। সেই ভগবান্ তোমার স্বামীর দেহকে আশ্রয় করিয়াও আছেন, তোমার দেহকে আশ্রয় করিয়াও রহিয়াছেন। তুমি তোমার স্বামীর দেহের মধ্য দিয়া সেই ভগবান্‌কে খুঁজিয়া লইবে, স্বামী তোমার দেহের মধ্য দিয়া সেই ভগবান্‌কে অন্বেষণ করিবেন,—ইহাই প্রকৃত দাম্পত্য জীবন, ইহাই বিবাহিতের জীবনের প্রকৃত সাধনা। শাক্তের পক্ষে দুর্গাপ্রতিমা যেরূপ, শৈবের পক্ষে শিববিগ্রহ যেরূপ, বৈষ্ণবের পক্ষে বিষ্ণুমূর্ত্তি যেরূপ, তোমার পক্ষে তোমার স্বামী-বিগ্রহটী তদ্রূপ হউক, তোমার স্বামীর পক্ষে তাঁর স্ত্রী-বিগ্রহটীও তদ্রূপ হউক। তোমরা একজনে অপর জনের ভগবৎ-সাধনার প্রতীক, ভগবানের অনির্ব্বচনীয় রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দকে আস্বাদন করিয়া ধন্য হইবার জন্য প্রতিমা, অনন্ত পরমেশ্বরকে সান্ত মন লইয়া ধারণায় আনা চলিবে না বলিয়া তার সমস্ত শক্তিকে একটী সীমাবদ্ধ স্থানে কেন্দ্রীকৃত করিয়া তার সাহায্যে যাবতীয় ভাগবতী অনুভূতি জাগাইয়া তুলিবার বিগ্রহ। তোমার চক্ষে তোমার স্বামী পরমাত্মার অভেদ সত্ত্বা রূপে প্রতিভাত হউন, তোমার স্বামীর চক্ষে তোমার অস্তিত্ব পরমাত্মার সহিত অভিন্ন রূপে ফুটিয়া উঠুক্। কাম-ক্রোধ দূরে পলাইয়া প্রাণ রক্ষা করিবে।

এতকাল ধর্ম্মচর্চ্চা করিয়াও যে ইন্দ্রিয়ের মুহুর্মুহু অধীনতা হইতে নিজেদিগকে মুক্ত করিতে পার নাই, তাহার কারণ মাত্র অভ্যাস। নিজেদের প্রত্যেকটা ইন্দ্রিয়-সুখভোগের চেষ্টার প্রতি একটু সুতীক্ষ্ণ বিচার-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখ, ভোগসুখলোভও ইহাদের প্রেরয়িতা নহে। কদভ্যাসই তোমাদিগকে প্রেরণ করিতেছে এবং সুখ না পাইয়াও "সুখ" "সুখ" করিয়া অনিবার দুঃখই আহরণ করিতেছে। এই অভ্যাস শাসনের অতীত নহে। অভ্যাসকে শাসন কর—প্রবল সঙ্কল্প দিয়া, কামকে শাসন কর—পরস্পরের মধ্যে ভগবানকে দর্শন করিয়া। গৃহীর গৃহ সত্য সত্যই আশ্রম নামের যোগ্য হউক।

উন্নতিমুখিনী চিন্তা সমূহ দ্বারা হৃদয়-গগন ছাইয়া ফেল। সম্মুখে ও পশ্চাতে, দক্ষিণে ও বামে শুধু সংযম-সুরভি কুসুম-নিচয়ের অবস্থিতি কল্পনা কর। পূতিগন্ধলিপ্সু শৃগাল কুক্কুর তোমার সচ্চিন্তার লগুড়াঘাতে পলায়ন করিবে। তোমার মত শত শত নারী সংযত জীবন যাপন করিয়া ভগবানকে লাভ করিয়াছে। তোমার মত শত শত নারী স্বামীকে সংযমের পথে টানিয়া আনিতে সমর্থ হইয়াছে। দুঃখাক্রান্ত সংসারকে তুমিও সংযমের দিব্যানন্দে পূর্ণ করিতে পার। শুধু "পার" বলিয়াই ক্ষান্ত হইব না, "নিশ্চিতই" পার। অন্তরে উদ্যমকে জাগরিত কর।

শুভাশীষ জানিও। ইতি

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

ষট্‌-চত্বারিংশ পত্র

জয় পরমেশ্বর বাঁকুড়া

৯ই ভাদ্র, ১৩৪১

পরমকল্যাণীয়াযু :—

স্নেহের মা, তোমার পত্রখানা পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি। তোমার বান্ধবীদের সমালোচনা বড় সত্যপূর্ণ। আমার পত্রগুলি যে প্রবন্ধের মত হইয়া যায়, ইহা ঠিক। কিন্তু পাণ্ডিত্য বিস্তারোদ্দেশ্য-প্রণোদিত প্রবন্ধের সহিত আমার পত্রের একটা পার্থক্য চিরকাল থাকিবে। শত শত প্রবন্ধ মানুষের কাণে প্রবেশ করিয়াছে, আমার পত্র প্রাণে পৌঁছিবে। কারণ সত্যই আমি জাতি গড়িতে চাই। তোমরা এক একটী সুদুর্ল্লভা কন্যা আমার গোমুখী হইয়া জাহ্নবী-প্রবাহিনীকে প্রসারিত করিবে।

কিন্তু সেকথা এখন থাকুক। তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছ, সধবা-জীবনে সংযম-সাধনার সহজ কৌশল কি? সেই কৌশলটী আজ আমি তোমাকে শিখাইয়া দিব। নিজেকে মা বলিয়া জানিতে শেখাই সেই সহজ কৌশল।

বিশ্বভুবনের যে তুমি মা, এই কথাটী অন্তরে প্রতিষ্ঠিত কর, সংযম আপনি প্রতিষ্ঠিত হইয়া যাইবে। নারীর অন্তরে মাতৃভাব যতক্ষণ না বিকাশ প্রাপ্ত হয়, ততক্ষণ তার জায়াভাব প্রবল থাকে সুতরাং ভোগলিপ্সাও প্রবল থাকে। মাতৃভাব না যতক্ষণ জীবন-যৌবনের প্রান্তরকে বন্যার জলে ভাসাইতে সমর্থ হয়, ততক্ষণ নিজ-সুখলোভে বা স্বামি-সুখ-সম্পাদনার্থে ভোগবাদের প্রশ্রয় দান নিতান্তই স্বাভাবিক। কিন্তু মা হইলে সন্তানের সেবাবুদ্ধি ভোগলোলুপতার

স্থানটুকু অধিকার করিয়া লয়। এই জন্যই মাতৃত্ব অসংযম-নাশক, সংযম-সাধক।

সন্তানের মঙ্গলের জন্যই মাতার সংযমের আবশ্যকতা। অসংযতা নারী অজ্ঞাতসারে সন্তানের জীবনে অসংযমের কালকূট উগারিয়া দেয়। এই জন্যই সতীত্ব ভারতীয় নারী-জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধনা রূপে বিকাশিত হইয়া উঠিয়াছিল। নারীগুলিকে দাবাইয়া রাখিবার জন্য সতীত্ব-বাদের সৃষ্টি পুরুষেরা করে নাই, সন্তানের হিতকল্পেই নারী, ও পুরুষ উভয়ের সম্মতিক্রমে সতীত্ব এক অপার্থিব মর্য্যাদা ভারত-ভূবনে প্রাপ্ত হইয়াছিল।

সন্তানের মঙ্গলের জন্যই পুরুষেরও জীবনে আবাল্য কঠোর ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতের বিধান হইয়াছিল। পিতা কিম্বা মাতার জীবনের সার্থকতা তাহাদের পুত্রকন্যার জীবনের সার্থকতায়। সধবা জীবনের যে সংযম তাহারও লক্ষ্য উহাই। সধবার সংযমের লক্ষ্য,—পুত্রকন্যার জীবনমধ্যে আত্মদমনের শক্তিকে দৃঢ়মূল করা।

বিশ্বভুবনকে যদি সন্তানরূপে গ্রহণ করিতে এখনো সমর্থ না হও, এই সাধনাকে যদি নিতান্ত কঠিন বলিয়া গণনা কর, তবে তোমার অত দূরে যাইবারও মা দরকার নাই। তাকাও একবার সেই আত্মজগুলির দিকে, যাহারা তোমার জঠরে জন্মিয়াছে, তোমার স্তন্য পান করিয়াছে। তাকাও একবার তাহাদের মঙ্গলের পানে। তোমার সংযম তাহাদের জীবন গড়িবে, তোমার অসংযম তাহাদের জীবন ভাঙ্গিবে। মাকে গিয়া পুত্রকন্যার কাছে বলিতে হইবে না,—'আমি সংযম-ব্রত-চারিণী'। মায়ের অন্তরময় পবিত্রতা অজ্ঞাতসারে সন্তানের ভিতরে সংযমের প্রতি শ্রদ্ধাবুদ্ধি উদ্রিক্ত করিয়া দিবে। ব্রহ্মচারিণী মাতার ব্রহ্মচর্য্যই সন্তানের নৈতিক মেরুদণ্ড দৃঢ় করিয়া দিবে,

আধ্যাত্মিক জীবনের প্রসার বাড়াইয়া দিবে। সত্য আর ব্রহ্মচর্য্য জগতে অসাধ্য সাধন করিতে পারে।

প্রশ্ন কর নিজেকে, তুমি কেমন ছেলের আর কেমন মেয়ের মা হইতে চাও। কামকাতর ক্ষণসুখী পুত্রকন্যার, না, জিতেন্দ্রিয় নিত্যানন্দ পুত্রকন্যার? অন্তরে মাতৃত্বকে জাগাও। মা-যশোদা হইয়া কি শ্রীকৃষ্ণকে ক্রোড়ে ধরিতে চাও, মাতা মেরী হইয়া কি যীশু খ্রীষ্টকে স্তন্য দান করিতে চাও? না, গাঁটকাটা, সিঁদেল চোরের জননী হইতে চাও? কলিকলুষ-নাশন জগৎপাবন মহাপুরুষকে পুত্ররূপে চাও, না, পরনারীরত পন্থদ্রোহী গ্রন্থিচ্ছেদককে চাও? জিজ্ঞাসা কর নিজেকে। প্রতিদিন প্রতিক্ষণ নিজের কাছে নিজে বারংবার এই প্রশ্নের উত্তর দাবী কর। এই জিজ্ঞাসাই তোমাকে সংযমে সুদৃঢ় করিয়া দিবে।

আজ ভারত-নারীর জায়া-ভাব তার মাতৃ-ভাবকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিতেছে। তাই আজ সে সংযম-সাধনাকে অসম্ভব মনে করে, অস্বাভাবিক মনে করে, বৃথা চেষ্টা মনে করে। ভারত-নারীর অন্তরে আজ মাতৃত্ব-বোধকে জাগাও, দেখিবে অবারিত অসংযম, দুর্দ্দমনীয় কাম-কাতরতা দুই দিনে ভারত ছাড়িয়া পলায়ন করিবে।

শুভাশীষ জানিও। সর্ব্বাঙ্গীন কুশল সংবাদে সুখী করিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

সপ্তচত্বারিংশ পত্র

জয় পরমাত্মা

জামশেদপুর, সিংভূম
২৪শে ভাদ্র, ১৩৪১

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা, মাত্র দুই দিন হয়, পুপুন্‌কী আশ্রম হইতে জামশেদপুর আসিয়াছি। পথে পুরুলিয়া এক দিন অপেক্ষা করিয়াছিলাম। বাংলার অদ্বিতীয় সন্তরণ-বীর প্রফুল্ল ঘোষ পুরুলিয়ার ছোট সাহেব-বাঁধে সাঁতার কাটিতেছেন। দিবারাত্র অবিশ্রান্ত সাঁতার চলিতেছে। দেখিবার জন্য হাজার হাজার স্ত্রীপুরুষ বালক-বৃদ্ধ ছুটিয়াছে।

এই দৃশ্য দেখিয়া তোমার কথা মনে পড়িল। মাটির জগতের পুকুর নয়, মনের জগতের পুকুরে তুমি সাঁতার কাটিতেছ। অভ্যাস তোমাকে শক্তি দিয়াছে। তাই তুমি তলে ডুবিয়া যাইতেছ না। নিত্য প্রলোভন-সঙ্কুল সংসার-জলাশয়ে বাস করিয়াও যে ডোবে না, অসংযমের পঙ্ক স্পর্শ করে না, সে ধন্য, সে সকলের দর্শনীয় মহাবস্তু। কিন্তু তোমার এই যে সংযম-সমর, তাহা লোককে দেখাইবার জন্য নহে। তোমার এই আশ্চর্য্য সংযম-সাধনা তোমার আত্মার উদ্ধারের জন্য, তোমার স্বামীর উদ্ধারের জন্য, তোমার ভাবী পুত্রকন্যার উদ্ধারের জন্য। তোমার এই অপূর্ব্ব প্রয়াসের মাধুর্য্য দর্শন করিবেন পরম-গুরু, তুমি আর তোমার স্বামী।

নিয়ত হস্ত-পদ সঞ্চালন না করিলে সন্তরণকারীকে ডুবিতে হয়, ঢোকে ঢোকে জল খাইয়া পেট ফুলিয়া মরিতে হয়। শ্রীনাম ভুলিও না, শ্রীনাম ছাড়িও না, শ্রীনামে যেন নিমেষের জন্যও আলস্য না আসে। তন্দ্রা

আসিলে নামের হুঙ্কারে সেই তন্দ্রা বিদূরিত কর। অবসাদ আসিলে নামের অমৃত-রসায়ণে সেই অবসাদ ভাঙ্গ। বিশ্বাস কর নামে, নির্ভর কর নামে, শক্তি জাগাও নামে, অন্তরকে প্রবুদ্ধ কর নামে।

শুভাশীষ জানিও। কুশল দিও। ইতি

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

অষ্টচত্বারিংশ পত্র

জয়পরমাত্মা

জামশেদপুর, সিংভূম

২৩শে ভাদ্র, ১৩৪১

পরমাম্বিতাষু:—

স্নেহের মা, * * * এখানকার বিবেকানন্দ সোসাইটির হলে দুই দিন বক্তৃতা দিলাম। অদ্য এইমাত্র শেষ বক্তৃতা দিয়া আসিলাম। লোকজন বিদায় লইতে একটু সময় লাগিল। তার পরেই এই পত্রখানা লিখিতে বসিলাম। একটা সুসংবাদ আমি দিব।

আজ এখানকার সিনেমা-হলে একটা নূতন বিলাতী ছবি ছিল, যার অশ্লীলতার বিষয়ে বড় বড় প্লাকার্ড ছাপিয়া লোক আকর্ষণের চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু তথাপি আমার অদ্যকার বক্তৃতায় কল্য অপেক্ষা অধিক পুরুষ এবং মহিলার সমাগম ঘটিয়াছে। অদ্যকার মহিলাদের ভিতরেই বক্তৃতা শুনিবার আগ্রহ বেশী স্পষ্টরূপে প্রত্যক্ষ করিলাম। অথচ, বক্তৃতার বিষয় ‘সংযম’।

দেখিলাম, সংযমের প্রয়োজন-বোধ যে-কোনও রমণীর মনে সহজে জাগাইয়া তোলা যায় এবং বিলাস-ব্যসনে আসক্ত হইয়া যাহারা জীবনের

শ্রেষ্ঠ সার্থকতা একেবারে ভুলিয়াই রহিয়াছে, সংযমের মধুরতা আস্বাদন করিবার একটা সুপ্ত লোভ তাহাদের মধ্যেও আছে।

এখানে অনেক সাধু মহাত্মার শিষ্য-শিষ্যাও আছেন। কিন্তু গুরু-মুখে সংযমানুশাসন কেহ পাইয়াছেন বলিয়া শুনিলাম না। শুধু সাধন পাইয়াছেন এবং তদনুযায়ী নাম করিয়া যাইতেছেন। কিন্তু তাহারই ফলে আস্তে আস্তে সংযম রুদ্ধ স্পৃষ্ট হইতে চাহিতেছে। আমার খোলা-খুলি বক্তৃতা অনেকের চমক ভাঙ্গিল।

নারীর সংযম জাতির অমূল্য সম্পদ। কারণ, অসংযত পুরুষকে সংযত করিবার শক্তি এই নারী জাতিরই মাত্র আছে। অনেক কৌশল-বতী নারী পুরুষের অসংযমের উদ্দাম প্রবাহকে সংযমের তটবন্ধনে আবদ্ধ করিয়া পুরুষকে উদ্ধার ও নিজেকে রক্ষা করিয়াছে। এই সংবাদ পত্রিকা-পৃষ্ঠে প্রচারিত হইবার নয়, তাই লোকে সে খবর রাখে না এবং চপল পুরুষ ও চঞ্চলা রমণীর কদর্য্য দৃষ্টান্ত দর্শনে জগতে অসংযমেরই জয়-জয়কার ঘোষণায় রত হইয়াছে।

যে জাতির কুমারীরা মৈথুন-পরায়ণা, সধবারা পরপুরুষ-শ্লাঘিনী, বিধবারা গৌরব-বোধ-বর্জ্জিতা, সে জাতির সহিত পশুজাতির পার্থক্য অল্প। ভারতীয় জাতির ঋষি-প্রবর্ত্তিত শিক্ষা কুমারীদিগকে পবিত্র, সধবাদিগকে সংযত ও বিধবাদিগকে আধ্যাত্মিকতায় জ্যোতির্ম্ময় করিয়া তুলুক। তোমাদের জীবন সেই শিক্ষার বাহন হউক। এই শিক্ষা, মুখে নহে, জীবনের কার্য্য দিয়াই প্রচার করিতে হইবে।

কুশলে আছি। কুশল দিও। আশীর্ব্বাদ জানিও, ইতি—

তোমাদের স্নেহের

স্বরূপানন্দ

ঊনপঞ্চাশৎ পত্র

জয় পরমাত্মা

জামশেদপুর, সিংভূম
২৪শে ভাদ্র, ১৩৪১

পরমান্বিতাষু ঃ—

স্নেহের মা, কল্যাণীয়া শ্রীমতী——'এর পত্রখানা লিখিয়া ডাকে ফেলিতে যাইতেছিলাম। কিন্তু ফেলিতে পারিলাম না। কারণ তোমাকে দুই অক্ষর না লিখিলে তুমি অভিমান করিবে।

জীবনটা মহৎ কার্য্যে লাগাইতে হইবে, এইরূপ যদি থাকে তীব্র উদ্দীপনা, তাহা হইলে নীচ ইন্দ্রিয়-লালসা কাহারও কাছ ঘেঁষিতে পারে না। নিজের ভিতরে সেই সর্ব্বজয়িনী উদ্দীপনাকে জাগরিতা কর, স্বামীর ভিতরে তাহা জাগাও,সন্তানগুলিকেও সেই উদ্দীপনার অংশভাগী কর।

শ্রীভগবানের মঙ্গলময় পবিত্র নাম তোমার এই উদ্দীপনার উৎসকে অফুরন্ত করিবে।

শুভাশীষ জানিও। ইতি

আশীর্ব্বাদক
তোমার স্নেহের
স্বরূপানন্দ

পঞ্চাশৎ পত্র

জয় পরমাত্মা

কলিকাতা
২৫ ভাদ্র, ১৩৪১

পরমাশ্বিতাষু :—

স্নেহের মা, * * * সতীত্ব সম্বন্ধে অনেক ভ্রান্ত ধারণা আছে। সাধারণ রমণী মনে করে, স্বকীয় স্বামী ব্যতীত অপর পুরুষের সংসর্গ বর্জ্জন করিলেই সতীত্ব রক্ষা করা হইল। কিন্তু বুদ্ধিমতী মেধাবিনী রমণী স্বামীর সহিত যথেচ্ছাচারকেও সতীত্ব-গৌরবের বিরোধী বলিয়া গণনা করেন। তোমাদের দৃষ্টি ঐ সকল অতিমৈথুনপরায়ণা রতিপ্রিয়া রমণীদের উপর হইতে উঠিয়া আসুক। তোমাদের শ্রদ্ধার দৃষ্টি তাহাদের উপরেই পতিত হউক, যাঁহারা প্রয়োজনের অতিরিক্ত রতিক্রিয়া হইতে নিজেদিগকে সন্তর্পণে দূরে রাখিতে পারেন।

কি অবস্থায় রতিক্রিয়া প্রয়োজনীয়, আর কোন অবস্থায় বর্জ্জনীয়, তাহা আমি এইখানেই এক নিঃশ্বাসে বলিয়া ফেলিতে চাহি না। আমি তোমাদের শুদ্ধা বুদ্ধির উপরে ইহা নির্ণয়ের ভার প্রদান করিতেছি। শুদ্ধা বুদ্ধি লাভ হয় অফুরন্ত শ্রীনামের সাধনে। তোমরা নাম-সাধনে একান্তচিত্তা হও। নামের জ্যোতিঃ তোমাদের অন্তরের অন্ধকার দূর করিবে, তখন তোমরা নিজেরাই নিজেদের শ্রেয়ঃ এবং প্রেয়, গ্রহণীয় এবং বর্জ্জনীয় পন্থা চিনিয়া লইতে পারিবে।

শুভাশীষ জানিও। কুশলে আছি। কুশল দিও। ইতি

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

একপঞ্চাশৎ পত্র

জয় পরমাত্মা কলিকাতা

২রা আশ্বিন, ১৩৪১

নিত্যমঙ্গলান্বিতাষু:—

স্নেহের মা, তোমার পল্লী-সেবার আদর্শ সম্পর্কিত কর্ম্মসূচী দর্শন করিলাম। সবটুকুই আমার ভাল লাগিল। স্ত্রী-শিক্ষা-সম্পর্কিত কথা গুলিও খুব সুন্দর লাগিল। কিন্তু মা, একটী বিষয় তোমাদিগকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

তাহা হইতেছে এই যে, নারীর উন্নতি সাধনের মানেই যে পুরুষের সঙ্গে লড়াই করা, তাহা নহে। যুদ্ধোদ্যমই আত্মোন্নতি নহে। বৃথা যুদ্ধে শক্তিক্ষয় ঘটে। বৃথা যুদ্ধে রুচিহীনতাই প্রকৃত যোদ্ধার লক্ষণ। তোমরা প্রকৃত যোদ্ধা হইতে চেষ্টা করিও।

নারীর উন্নতি নারীর উপরেই বহুলাংশে নির্ভর করিবে। এই চেতনায় উদ্বুদ্ধা করিয়া নারীকে যথাসাধ্য স্বাবলম্বিনী করিতে প্রয়াস পাইও। কিন্তু 'স্বাবলম্বন' শব্দকে যেন 'বিদ্বেষ' শব্দটীর দ্বারা অনুবাদ করিতে না দেওয়া হয়।

কি নারী, কি পুরুষ, প্রত্যেকেরই যথার্থ উন্নতির মূল তার সংযমে। 'সংযম' মানে 'আত্মদমন'; লোভে আত্মদমন, ক্রোধে আত্মদমন, কামে আত্মদমন। আত্মদমনের বিদ্যা যে আয়ত্ত করিবে, সেই সর্ব্বদমন হইবে। আত্মজয়ই প্রকৃত দিগ্বিজয়।

ভারতের নারী কি তার মহিমান্বিত সিংহাসন অধিকার করিবার প্রাক্কালে এই কথা ভুলিয়া থাকিবে?

কুশলে আছি। কুশল দিও। ইতি আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

দ্বিপঞ্চাশৎ পত্র

জয় পরমাত্মা

চাঁদপুর, ত্রিপুরা
৪ঠা আশ্বিন, ১৩৪১

পরমকল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা, তোমার পত্র অদ্য পাইয়াছি। পত্র অনেক পথ ঘুরিয়া আসিয়াছে বলিয়া বিলম্বে পাইলাম। দেরীতে জবাব দেই বলিয়া রাগ করিয়াছ। এজন্য আজ সকল পত্রের আগে তোমার পত্রেরই উত্তর লিখিতে বসিলাম।

তোমাদের প্রতি মা আমার একটী মাত্র আশীর্ব্বাদ,—তোমরা প্রেমিকা হও। প্রকৃত প্রেমিকা জগতে দুর্ল্লভ,—তোমরা সেই দুর্ল্লভ বস্তুটী হও। কাম দিয়া নহে, প্রেম দিয়া তোমরা সংসারকে বাঁধিতে সমর্থা হও, তোমাদের প্রেমের শক্তিতে বিশ্বভুবন স্নিগ্ধ হউক, সুন্দর হউক।

দাম্পত্য জীবনে প্রকৃত শান্তি কোথায়? —প্রেমে, কামে নহে। কামুক পুরুষ ও কামুকা রমণী প্রাণে প্রাণে মিলন চাহে না, আত্মায় তাহাদের মিলন ঘটে না। তাই কামের মূলে শত শত বিসম্বাদ সৃষ্ট হয়, এবং তাহাদিগকে জ্বালাতন করে। প্রেম ঘটে প্রাণে, প্রেমরস আস্বাদিত হয় আত্মায় আত্মায়, অন্তরের মিলনই প্রেমের প্রকৃতি।

প্রেমিকা হও, ইহাই আমার আশীর্ব্বাদ। এই আশীর্ব্বাদ আমি শতবার উচ্চারণ করিব। প্রেমের প্লাবনে তোমাদের জীবনের সকল ক্ষুদ্রতা, সকল নীচতা, সকল হীনতা ভাসিয়া যাউক। ইতি—

শুভাশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

ত্রিপঞ্চাশৎ পত্র

জয় পরমেশ্বর

চাঁদপুর, ত্রিপুরা
১১ই আশ্বিন, ১৩৪১

কল্যাণীয়াষু:—

স্নেহের মা, ভগবানের নামকে একেবারে জীবনের সঙ্গে মিশাইয়া লও। নামই তোমার জীবন হউক। নিশ্বাসে ও প্রশ্বাসে তাঁর মধুময় নামের অমৃত-ঝঙ্কার তুলিতে থাক। প্রাণ প্রেমময় হউক।

ইহাই তোমার জীবন মধ্যে সংযমকে প্রতিষ্ঠিত করিবার অপূর্ব্ব কৌশল।

দেহের প্রতি অণুতে, প্রতি পরমাণুতে পবিত্রতাস্বরূপ শ্রীভগবানের অবস্থিতি চিন্তা কর। অসংযম ঊর্দ্ধশ্বাসে দূরে পলাইবে।

তোমার চক্ষু, তোমার কর্ণ, তোমার ওষ্ঠ, তোমার গণ্ড, তোমার বক্ষ, তোমার স্তন, তোমার উদর, তোমার জরায়ু, তোমার যোনি, তোমার পায়ু,—সর্ব্বত্র সেই পবিত্রতা-স্বরূপ পরমাত্মা তাঁর অপরূপ সুষমায়, তাঁর সুস্নিগ্ধ সৌন্দর্য্যে, তাঁর অতুলন মাধুর্য্যে বিরাজিত রহিয়াছেন। এই চিন্তা কর। এই ধ্যান যত জমিবে, কামুকতা তত কমিবে।

কামুকতা কমা'র মানে জান? কামের প্রেমে রূপান্তরিত হওয়ার নামই কাম কমা। নতুবা জোর করিয়া কামকে কেহ দমন করিতে পারে না। কামও যাহা, প্রেমও তাহা, শুধু প্রকাশের পার্থক্য। অনিত্য বস্তুর প্রতি আসক্তিই কাম, নিত্যানন্দ পরমাত্মার আসক্তিই প্রেম। পরমাত্মার প্রতি অন্তরের আসক্তি জাগাও।

দেহের প্রত্যেকটী অঙ্গে পরমেশ্বরের ধ্যান কর এবং মনে মনে এই অঙ্গ তাহাকে অর্পণ কর। এই চক্ষু তুমি নাও, এই কর্ণ তুমি নাও,

বলিয়া তাঁকে দান কর। এই বক্ষ তুমি নাও, এই উপস্থ তুমি নাও, বলিয়া তাঁর হাতে ইহা তুলিয়া দাও। দেহের প্রতি অংশ প্রতি প্রত্যংশ তাঁহার পায়ে ঢালিয়া দাও। —সকল কামনা, সকল বাসনা তিনিই নিরাকৃত করিবেন।

স্বামীর দেহটীতে স্ত্রীর অধিকার আছে। সেই অধিকারও তুমি পরমাত্মারূপী শ্রীগুরুর পায়ে সঁপিয়া দাও। স্বামিসোহাগ তাঁর কাছে দিয়া দাও। —তোমার স্বামীর মধ্য দিয়া অচিরেই তাঁর জ্যোতির্ম্ময় বিগ্রহ ফুটিয়া উঠিবে।

শুভাশীষ জানিও। তোমাদের সর্ব্বাঙ্গীন কুশল সংবাদে সুখী করিও। ইতি—

শুভাশীঃ
স্বরূপানন্দ

চতুষ্পঞ্চাশৎ পত্র

জয় পরমাত্মা

ঢাকা
১৪ই আশ্বিন ১৩৪১

কল্যাণীয়াবুঃ—

স্নেহের মা, * * * ভাগবত গ্রন্থে গোপীগনের সহিত গোপিকা-বল্লভের যে পরমমধুর উজ্জ্বল প্রেমের কথা কীর্ত্তিত হইয়াছে, সেই প্রেম কাম-গন্ধহীন এবং জড়জগতের সকল কলুষ-বর্জ্জিত। সেই প্রেমকে দাম্পত্য জীবনে প্রতিষ্ঠা করাই বিবাহিত জীবনের চরমোৎকর্ষ।

দেহের লাগিয়া দেহ কাঁদিয়া মরিবে, ইহাই বিবাহের তাৎপর্য্য নহে। দেহ-সহায়ে আত্মোপলব্ধি জাগাইতে হইবে। প্রাকৃত মিলন বিবাহের স্বরূপ নহে, আত্মার রমণই বিবাহের স্বরূপ। আত্মা যখন আত্মাকে ভালবাসিতে শিখে, তখন দেহকে পাইয়াও দেহ উত্তেজিত বা লোলুপ হয় না।

স্বামীর প্রতি তোমার যে ভালবাসা, তাহা দেহকে অতিক্রম করিয়া তোমার প্রকৃত স্বামীটিকে বাহির করুক। যার জরা নাই, মৃত্যু নাই, রোগ নাই, ক্ষয় নাই, সেই স্বামীটাকে তোমার স্বামীর মধ্য দিয়া খুঁজিয়া বাহির কর। তোমার স্বামীও তোমার মধ্য দিয়া তাঁর চিরসঙ্গিনীকে অন্বেষণ করুন। এই অন্বেষণই বিবাহিতের সাধনা। এই অন্বেষণ যখন সান্নিধ্যের দাবী করিবে, একমাত্র তখনই তোমরা দৈহিক মিলনে অধিকারী। * * * সংযম যদি গৃহ-কলহ সৃষ্টি করে, তবে বুঝিতে হইবে, তোমাদের চেষ্টায় কোথাও চুক্ রহিয়া গিয়াছে। সংযম শান্তির অগ্রদূত, সংযম আনন্দের পতাকাবাহী।

শ্রীভগবান্ তোমাদিগকে সর্ব্বাঙ্গীণভাবে কুশলান্বিত করুন। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
তোমার স্নেহের সন্তান
স্বরূপানন্দ

পঞ্চপঞ্চাশৎ পত্র

জয় মা

ঢাকা

১৭ই আশ্বিন, ১৩৪১

কল্যাণীয়াসু ঃ—

প্রকৃত যে গৃহলক্ষ্মী, তাহার জীবনের সহিত প্রকৃত সন্ন্যাসিনীর জীবনের পবিত্রতায় পার্থক্য খুব অধিক নাই। এই কথা স্মরণে রাখিয়া নিজ কর্ত্তব্য পালনে প্রয়াসিনী থাকিবে।

সন্ন্যাসিনীদের জীবন কেমন শুভ্র, কেমন সুন্দর, অনুক্ষণ এই চিন্তা শ্রদ্ধান্বিত অন্তরে করিবে।

ভণ্ড সন্ন্যাসী বা ভ্রষ্টা সন্ন্যাসিনীর জীবন কখনো আলোচনা করিবে না।

সংযমের সত্য সৌরভ যে দেশে, যে যুগে বা যে জাতিতেই সমীরিত হইয়া থাকুক না কেন, সেই খানেই প্রাণের অকপট একটা প্রণতি জানাইবে।

এই ভাবেই তোমার পবিত্র ব্রত তোমাতে দিনের পর দিন দৃঢ়তরা প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে থাকিবে।

মঙ্গলাশীষ গ্রহণ করিও। কুশল-সংবাদে সুখী করিও। তোমার এই স্নেহের সন্তান আনন্দেই আছে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

ষট্‌পঞ্চাশৎ পত্র

জয় মা

ফেণী, নোয়াখালী
২১শে আশ্বিন, ১৩৪১

পরমকল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা, * * স্ত্রীর সাহচর্য্য স্বামীর স্বর্গপ্রদও হইতে পারে, নরকপ্রদও হইতে পারে। স্ত্রীর সাহচর্য্য স্বামীর পক্ষে কিরূপ ফলদায়ী হইবে, তাহার অনেকটা নির্ভর করিবে স্ত্রীর মনোবৃত্তির উপরে। তুমি কি তোমার স্বামীকে স্বর্গসুখ দিতে চাহ, না, তুমি তাহাকে নরক ভোগাইতে চাহ, তাহার উপরেই নির্ভর করিবে, তোমার স্বামী কোন্ লোকে বাস করিবেন।

অনেক স্ত্রী স্বামীর সর্ব্বনাশ করিয়াছে, অনেক স্ত্রী স্বামীকে পরম-মঙ্গলে জাগ্রতও করিয়াছে। অনেক স্ত্রী স্বামীকে মোহাচ্ছন্ন করিয়াছে, অনেক স্ত্রী স্বামীর চখের বহুযুগসঞ্চিত ঘুমের ঘোর কাটিয়া দিয়াছে। অনেক স্ত্রী ভালবাসার নাম করিয়া স্বামীকে কালকূট পিয়াইয়াছে, অনেক স্ত্রী প্রকৃত প্রেমের সঞ্জীবন স্পর্শে মৃতপ্রায় স্বামীকে জীয়াইয়াও তুলিয়াছে। যে নারী বিষ-বল্লরীর ন্যায় মৃত্যুদায়িকা, সেই নারীই আবার কল্পলতিকার ন্যায় সর্ব্বাভীষ্টপ্রপূরিকা হইতে পারে।

একটী প্রভাতেও তুমি অন্তরকে জিজ্ঞাসা করিতে ভুল করিও না, আজ তুমি সমগ্র দিন ধরিয়া স্বামীর সহিত কিরূপ ব্যবহার করিবে। একটী সায়াহ্নেও তুমি অন্তরকে জিজ্ঞাসা করিতে ভুলিয়া যাইও না, আজ তুমি সমগ্র রজনী স্বামীর প্রতি কিরূপ আচরণ করিবে। তীব্র চক্ষে নিজের অন্তরকে নিজে দেখিয়া লও, নিজেকে নিজে বুঝিয়া লও,

পতিমঙ্গলপ্রার্থিনী তুমি কতখানি, তার ওজন লও। পতিমঙ্গলের জন্য আত্মসুখ তুমি বলি দিতে পারিবে? যদি পার, তবে তুমি স্বর্গদায়িনী। যদি না পার, তবে তুমি কি, তাহা নিজের কাছেই জিজ্ঞাসা করিও।

রাক্ষসী রমণী স্বামীর রক্ত পান করে, দেবস্বভাবা রমণী নিজের রক্ত দান করিয়া স্বামীর প্রাণ-সঞ্চার করে। পিশাচী রমণী স্বামীসহ নরকের ক্লেদপঙ্কে গড়াইতে চাহে, স্বর্গীয়া রমণী স্বামীকে লইয়া পূতিগন্ধ-মুখরিত নরকোৎসব-প্রাঙ্গন দ্রুতবেগে পরিহার করিয়া কামবুদ্ধিহীন দিব্য ধামে ধাবমানা হয়। রাক্ষসী সৃষ্টি করে ভীতিকে, পিশাচী সৃষ্টি করে ঘৃণাকে, দেবী-স্বরূপিনী স্বর্গচারিণী সৃষ্টি করে প্রেম ও আনন্দকে।—জিজ্ঞাসা কর নিজেকে, স্বামীর জন্য তুমি ইহাদের মধ্যে কোন্‌টীকে সৃষ্টি করিতে চাহ।

স্বর্গসুখের লোভেই পুরুষেরা স্ত্রীলোকদিগকে বিবাহ করে। স্বর্গীয় মাধুর্য্যের আস্বাদন-আশেই পুরুষেরা স্ত্রীলোকের কাছে ছুটিয়া আসে। সেই আশা পূরণ করিয়া দিতে যে পারে, সেই স্বামীর যথার্থ বান্ধবী। নরকদুঃখ-নিবারণই স্বামীর প্রতি স্ত্রীর মহনীয় দান। এই কথা মনে রাখিও।

কুশলে আছি। কুশল দিও। শুভাশীষ জানিও। ইতি

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

সপ্তপঞ্চাশৎ পত্র

জয় মা সিরাজগঞ্জ, পাবনা

২৬শে আশ্বিন, ১৩৪১

পরমকল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা, তোমার পত্র পাইয়াছি। আমি এখানে আসিয়া পৌঁছিবার পূর্ব্বেই তোমার পত্র এখানে পৌঁছিয়াছে। আমি কুশলে আছি। তুমি ও শ্রীমান্ ন—শুভাশীষ জানিও।

তোমার প্রত্যেকটী কথা যুক্তিপূত ও বিচার-সঙ্গত হইয়াছে। স্বেচ্ছাকৃত বন্ধ্যাত্ব লাভই সধবার সংযমের উদ্দেশ্য নহে। তোমার শিশু যখন ভূমিষ্ঠ হইবে, সকল দেবকন্যারা যেন শিশুর দোল্‌নায় একটা করিয়া অভিনব প্রেরণার দোল দিয়া যায়, তোমার সংযম তাহারই সম্বর্দ্ধনা। কমলের মত প্রস্ফুটিত কোমল হৃদয় আর গোলাপের মত সৌরভময় সুন্দর পরাণ লইয়া তোমার শিশু আবির্ভূত হউক। তোমার সংযম তাহারই জন্য। এই কথা যে তুমি বুঝিয়াছ, ইহাতে আমার আনন্দ ধরে না। তোমাকে মাথায় লইয়া আমার নাচিতে ইচ্ছা করে।

বিবাহের পবিত্রতা সম্বন্ধে জগতের যত নরনারী সবাই সমভাবে অচেতন। তোমাদের ভিতরে চেতনা জাগিতেছে। ইহা এ জাতির মহাসৌভাগ্যের এক অভ্রান্ত সূচনা। ইহা এই দেশের ইতিহাসে মহাগৌরবের এক অভিনব অধ্যায়-সংযোজনা। তোমাদের মত পুত্র-কন্যার পিতা হইয়া আমিও গৌরব অনুভব করিতেছি। আশীর্ব্বাদ করি, তোমাদের ব্রত সফল হউক, সার্থক হউক। ইতি

তোমার স্নেহের

স্বরূপানন্দ

অষ্টপঞ্চাশৎ পত্র

ওঁঙ্কার-হরি

সিরাজগঞ্জ, পাবনা
২রা কার্ত্তিক, ১৩৪১

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা, * * * যে প্রশ্ন আমাকে করিয়াছ, তাহার জবাব তোমার স্বামীর নিকটেই পাইবে। আমি এই প্রশ্নের কোনও উত্তর নাই প্রদান করিলাম। স্বামী যদি নির্দ্দিষ্ট একটা সময়ের জন্য ব্রহ্মচর্য্যের ব্রত গ্রহণ করেন, ব্রত-গ্রহণ-কালে যদি পত্নীর সম্মতি প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে সেই স্বামী পত্নীকে অসংযমমূলক কার্য্যে সঙ্গিনীরূপে পাইতে চাহিলে পত্নীর পক্ষে কর্ত্তব্য কি হইবে, অকর্ত্তব্যই বা কি হইবে, এই ত' মা তোমার প্রশ্ন? পতিব্রতা পত্নী স্বামীর আদেশ বা অনুরোধ শ্রবণে বাধ্য,—ইহা হইল পাতিব্রত্য-ধর্ম্মের দিক্ হইতে যুক্তি। ধর্ম্মপত্নী স্বামীকে ধর্ম্মে সাহায্য করিবেন এবং অধর্ম্ম হইতে রক্ষা ও নিবৃত্ত করিবেন,—ইহা হইল সহধর্ম্মিণী-ধর্ম্মের দিক্ হইতে যুক্তি। তুমি নিজেকে একবার জিজ্ঞাসা কর যে, তুমি কি পতিব্রতা হইতে চাহ, না, সহধর্ম্মিণী হইতে চাহ? তুমি স্বামীকে একবার জিজ্ঞাসা কর, তিনিই বা তোমাকে কিরূপে পাইতে চাহেন?

কিন্তু আসল কথাটি জানো মা? সহধর্ম্মিণী যে নহে, পতিব্রতা সে হইতে পারে না। পতিব্রতা শব্দের প্রকৃত মানে আগে তোমাকে বুঝিয়া লইতে হইবে। পতির ধর্ম্ম রক্ষাই যাঁহার ব্রত, তিনিই পতিব্রতা। পতির আয়ুর্ব্বৃদ্ধিই যে-নারীর ব্রত, তিনিই পতিব্রতা। পতির আধ্যাত্মিক উদ্দীপনা বিধান করাই যাঁর ব্রত, তিনিই পতিব্রতা। গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিও মা, তুমি সত্যসত্যই পতিব্রতা কি না।

যখন অন্তরে এইরূপ সন্দেহ, সংশয় বা দ্বিধা জাগ্রত হইবে, তখন আমাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া বারংবার তারস্বরে নিজের মনকে জিজ্ঞাসা করিবে। মন যদি জবাব দিতে না পারে, স্পষ্ট ভাষায়, অভ্রান্ত ভঙ্গীতে পথ-নির্দ্দেশ করিতে না পারে, তবে জানিও, সেই মন রুগ্ন। তখন রুগ্ন মনকে ঔষধ সেবন করাইয়া সুস্থ করিয়া লইও। সেই ঔষধ হইতেছে শ্রীভগবানের অমৃতময় নাম, যাহা তোমার জীবনের বহু বিপদ বিদূরিত করিয়াছে। দুঃখদুর্গতিলাঞ্ছন বিঘ্নবিপত্তিভঞ্জন মঙ্গলালয় শ্রীনামে নির্ভর হারাইও না। শুভাশীষ জানিও। ইতি

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

ঊনষষ্ঠিতম পত্র

শ্রীহরি-ওঙ্কার

মাগুরা, যশোহর

৯ই কার্ত্তিক, ১৩৪১

মঙ্গলান্বিতাষু :—

স্নেহের মা, সচ্চিন্তার শক্তি অপরিসীম। অহর্নিশ মনটাকে পবিত্রতা-স্বরূপ শ্রীভগবানে ডুবাইয়া রাখ, চন্দনের বনে থাকিয়া ইতর বৃক্ষও যেমন চন্দন-গন্ধ-যুক্ত হয়, তুমিও তেমনি পবিত্রতাময়ী হইবে।

বিশ্বাস কর, তুমি পবিত্রতা-স্বরূপিনী জগজ্জননী। বিশ্বাস কর, তুমি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-বিধায়িনী মহামায়া। মায়ার তুমি অতীত, মোহের তুমি উর্দ্ধে, লালসার তুমি প্রভু, কামনা-বাসনা তোমার ক্রীতদাসীরও দাসী। বিশ্বাসই তোমাকে দীপ্তিশালিনী করিবে।

শুভাশীষ জানিও। ইতি

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

ষষ্ঠিতম পত্র

ওঙ্কার-গুরু

কমলীকন্দর, বরিশাল
১৩ই কার্ত্তিক, ১৩৪১

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা, পরশ্ব রাত্রি তিনটায় ষ্টীমারে উঠিয়াছি, কল্য সমগ্র দিন ও রাত্রি ষ্টীমারে কাটাইয়া অদ্য এখানে আসিয়াছি। এটী একটী ছোট পল্লীগ্রাম।

পল্লীগুলিতে যখন আমি আসি, তখন আমি যেন সত্য সত্যই নিজেকে ফিরিয়া পাই। পল্লীপথের স্নেহচ্ছায়ার সাথে যেন মাতৃক্রোড়ের স্নেহ-স্পর্শের সাদৃশ্য রহিয়াছে।

মধুর 'মা' নামে তোমাদিগকে ডাকিতে যেন আমার চিত্ত আবেগে আকুল হইয়া উঠে। তোমরাও কি মা সমগ্র জগতে নিজেদের মাতৃভাব বিস্তারিত করিবার জন্য তেমন আবেগ অনুভব কর? যার চিত্ত যত পবিত্র, সর্ব্বজীবে সন্তানভাব সেই রমণীর পক্ষে তত সহজসাধ্য। আজকাল যে এক শ্রেণীর মহিলারা মাতৃভাবে পূজিতা হইতে অপছন্দ করেন, তাহার প্রকৃত কারণ কে জানে, হয়ত বা পবিত্রতারই অপ্রাচুর্য্য।

তোমরা আজ পবিত্র হও, তাহা হইলেই তোমরা মধুর হইবে, সুন্দর হইবে।

শুভাশীষ জানিও। কুশলেই আছি। ইতি

শুভাশীর্ব্বাদক
তোমার স্নেহের সন্তান
স্বরূপানন্দ

একষষ্ঠিতম পত্র

জয় পরমাত্মা

লক্ষ্মীপুর, নোয়াখালী

২৪ অগ্রহায়ণ, ১৩৪১

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা, * * * দুশ্চরিত্র পুরুষের পত্নীরূপে যাহাদিগকে জীবন কাটাইতে হয়, তাহাদের দুঃখ অসীম। আবার,দুশ্চরিত্রা স্ত্রীর স্বামীরূপে যাহাদিগকে সংসারী করিতে হয়, তাহাদেরও দুঃখের সীমা নাই। নারী এবং পুরুষ উভয়ের জীবন হইতেই দুশ্চরিত্রতা ও অসংযম নির্ব্বাসিত হওয়া আবশ্যক। ইহাই প্রকৃত সুখের উৎপাদক। ইহাই আদর্শ সমাজের প্রতিষ্ঠাভূমি।

জীবনকে পবিত্র কর মা, মধুর কর। জীবনকে সংযত কর মা, সুন্দর কর। জিতেন্দ্রিয়ত্ব প্রকৃত উন্নতির নিত্যসহচর।

কুশলে আছি। কুশল দিও। ইতি

নিয়ত শুভাকাঙ্ক্ষী

স্বরূপানন্দ

দ্বিষষ্ঠিতম পত্র

জয় মা

চৌমুহনী, নোয়াখালী

২৮ অগ্রহায়ণ, ১৩৪১

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা, এখানেই একটী পল্লীগ্রামে একটী মেয়ে দেখিয়া আসিলাম, যাকে দেখিবামাত্র তোমার কথা মনে পড়িল। বারংবার আমার সেই

পুরাতন কথাটীই মনে পড়িল, পবিত্রতাই সুন্দরতা, পবিত্রতাই মধুরতা। তোমাদের সেই পবিত্রতা দীর্ঘজীবী হউক, যে পবিত্রতার কথা স্মরণমাত্র আমারও অন্তর পবিত্রতার আবেশে আপ্লুত হয়।

কুশলে আছি। শুভাশীষ জানিও। ইতি

নিত্যশুভাশীঃ

স্বরূপানন্দ

ত্রিষষ্ঠিতম পত্র

জয় গুরু

গৌরীপুর, ময়মনসিংহ

১১ই পৌষ, ১৩৪১

কল্যাণীয়াসু :—

মা, তোমার পত্র পাইয়াছি আজ একুশ বাইশ দিন। কিন্তু উত্তর দিব কখন? সময়ই পাই না। গত কল্য এখানে আসিয়াই ভগবানের কৃপায় কলেরার মত দাস্ত আরম্ভ হইয়াছে। তাই তোমার পত্রখানার উত্তর দিবার অবসর পাইলাম। কারণ দস্যুগুলি শয্যায় না পড়িলে মায়ের কথা স্মরণ করে না।

জগতের সকল সৃষ্টির মধ্যে তোমরা অতুলনীয়, অনুপম। কেন জান মা? কারণ, তোমাদের স্মৃতি পবিত্রতার উদ্দীপক। তোমাদের কথা ভাবিলে প্রাণ পবিত্রতার মধুতে পূর্ণ হইয়া যায়, তিক্ত জীবন সুধাময় হয়। কারণ, মা হইয়া তোমরা সকল নীচতা, সকল হীনতা, সকল কামনা,

সকল লালসা এবং সকল জঘন্যতার ঊর্দ্ধদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছ। তোমরা ধন্য, তোমাদের সন্তান হইয়া আমরাও ধন্য।

শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। আশা করি, পত্র ছোট হইয়াছে বলিয়া পূর্ব্ব বারের ন্যায় অভিমান করিবে না। মহিমান্বিতা মা আমার, পুণ্যপ্রতিভাশালিনী মা আমার, তোমার অন্তরের জ্যোতিঃ আরও উজ্জ্বল হউক, আরও তুমি পবিত্র হও, আরও তুমি মধুর হও।

শুভাশীষ জানিও। ইতি

আশীর্ব্বাদক
তোমার স্নেহের
স্বরূপানন্দ

সমাপ্ত

Printed by Bankim Chandra Saha from 1—66 page at Dacca Printing Works Songattola and by Pyari Mohan Kar from 67—106 pages at Victoria Art Press, 8, Hara Nath Ghosh Lane, Dacca.